Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১১তম বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
জুমাঃ ছানী - রজব	১৪২৯ হিঃ
আষাঢ়-শ্রবণ	১৪১৫ বাং
জুলাই	২০০৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার, মোবাইলঃ ০১৭১১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www.at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ✡ **সম্পাদকীয়** ০২
- ✡ **প্রবন্ধঃ**
- ❑ গৃহে প্রবেশের আদব *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৩
  -রশীদ আহমাদ
- ❑ ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ০৮
  - অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- ❑ আদর্শ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা ১৩
  - মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন
- ❑ খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি: কারণ ও প্রতিকার ১৮
  - নূরুল ইসলাম
- ❑ মি'রাজ ও তার উপহার ২৩
  - এচই.এম. হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম
- ❑ সচ্চরিত্র : মানব উন্নতির অন্যতম সোপান ২৭
  - ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- ✡ **নবীনদের পাতাঃ** ৩০
  - ◆ ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য *(২য় কিস্তি)*
    - হাফেয মুকাররম
- ✡ **হাদীছের গল্পঃ** ৩৩
  - ◆ মানবতার দরদী বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)
    - মুহাম্মাদ রুহুল আমীন
- ✡ **ক্ষেত-খামারঃ** ৩৪
  - ◆ গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ
- ✡ **কবিতাঃ** ৩৫
  - ◆ বাঁচাও দেশের মান ◆ নেতার পরিণতি
  - ◆ দ্রব্যমূল্যে নাভিশ্বাস
- ✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৬
- ✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- ✡ **মুসলিম জাহান** ৪১
- ✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- ✡ **পাঠকের মতামত** ৪৩
- ✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- ✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

Contents

ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী যেকোন সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতীঃ

দেশে বর্তমানে এক চরম ক্রান্তিকাল অতিবাহিত হচ্ছে। দেড় বছরের যরূরী অবস্থা জাতিকে নিদারুণভাবে সংকটে নিক্ষেপ করেছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যা ছিল অপ্রত্যাশিত। সূচনা লগ্নে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করলেও বর্তমানে তা শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছিল তেমনি ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী একের পর এক সিদ্ধান্ত এই সরকারকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কিছু সংখ্যক এনজিও এবং বিদেশী প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এসব করা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকগণ মত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের শেষের দিকে জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধনে ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়ে দেশের সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত হানে সরকার। চলতি বছরের গোড়ার দিকে তথাকথিত সমঅধিকারের নামে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা '০৮ প্রণয়ন করে ইসলামকে নারীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। কুরআনের বিধান পরিবর্তনের মত জঘন্য সিদ্ধান্ত নিতেও এই সরকারের বুক কাঁপেনি। অতঃপর এর অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া হিসাবে মার্কিন মদদপুষ্ট এনজিও ব্র্যাকের হাতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। গত ১৩ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রাথমিকভাবে দেশের ৩০টি উপযেলার ৩ হাযার ১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিটরিং, সুপারভিশন ও প্রশিক্ষণের ক্ষমতা ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অভিজ্ঞ মহলের মতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত যেমন আত্মঘাতী ও অবিবেচনাপ্রসূত তেমনি ইসলামী মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করার আরেকটি নীল নকশা। এ সিদ্ধান্ত একদিকে সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ বহন করে, অন্যদিকে বাঙ্গালী জাতিকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে কোম্পানীটি এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গোটা ভারতবর্ষ বৃটেনের পদানত করার পিছনে মূল ক্রীড়নক ছিল এই কোম্পানীটিই। গরীবের রক্ত শোষণকারী এনজিওদের নিয়ে এমনিতেই অনেক কথা রয়েছে। এরা তথাকথিত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র বাঙ্গালীকে স্থায়ী দারিদ্র্যের শিকলে বন্দী করেছে। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সূদ গ্রহণের মাধ্যমে এরা গরীবের দেহকে করে ফেলেছে হাড্ডিসার। ক্ষুদ্রঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় হালের বলদ, টিনের চাল খুলে নেওয়ার ঘটনাতো মাঝে মধ্যেই ঘটছে। এদের অত্যাচারে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার ঘটনাও অপ্রতুল নয়। অথচ এসব এনজিওদের জন্ম হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবাদানের চমকপ্রদ খোলস নিয়ে। আজকে দেশের শীর্ষ এনজিও ব্র্যাকের জন্মও একইভাবে হয়েছিল। ১৯৭২ সালে সিলেটের সুল্লায় নব্য স্বাধীন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণকাজ পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ বিদেশী অর্থায়নে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কুড়িগ্রাম যেলার রৌমারী থেকে ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প শুরু হয়। গত ৩৬ বছরে বাংলাদেশের প্রায় সকল যেলায় এদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়লেও প্রথম শুরু হওয়া সেই উত্তরাঞ্চল এখনো মঙ্গাপ্রবণ দারিদ্র্যকবলিতই থেকে গেছে। কী পরিমাণ সেবা তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দিচ্ছেন তা সকলেই ওয়াকিফহাল। অথচ এ সময়ের মধ্যে গরীবের রক্ত শোষণ করে এনজিওগুলো একেকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অর্থ-বিত্ত, ব্যাংক-বীমার মালিক বনেছে। সুতরাং দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাকে এভাবে পশ্চিমাদের স্বার্থদুষ্ট এনজিওদের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বৈ কিছুই নয়। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে অনৈসলামীকরণেরও এটি একটি নব্য ষড়যন্ত্র।

ইংরেজীতে বলা হয়, 'Education is the backbone of a Nation' 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। আর এ শিক্ষার প্রথম ধাপই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শৈশবে একটি শিশুকে যা শিখানো হয়, তার জীবনে তাই বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং ঐ শিক্ষা অনুযায়ীই পরবর্তীতে সে অগ্রসর হয়। শৈশবে একটি শিশুকে নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিলে সে যেমন ধর্মীয় ভাবাপন্ন হয়ে গড়ে ওঠে, তেমনি কোন শিশুকে অপসংস্কৃতি শিক্ষা দিলে সেও ঐ অপসংস্কৃতির ধাঁচেই গড়ে ওঠে। সেকারণ মানুষের শৈশবকালকে অবজ্ঞা করার কোনই অবকাশ নেই। সুতরাং এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বিতর্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করার অর্থ গোটা জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাছাড়া আমাদের দেশের এনজিওগুলোর নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এদের শিক্ষকের যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার গুণগত মানও প্রশ্ন সাপেক্ষ। এদের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হ'ল ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কার ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করা; নারীকে ঘর থেকে টেনে বের করে পুরুষের সাথে এক কাতারে দাঁড় করানো; ইসলাম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা; ইসলামের শান্তিপূর্ণ পরিবার ব্যবস্থাকে অশান্তির দাবানলে দগ্ধীভূত করা; ক্ষুদ্রঋণের ভাওতা দিয়ে গরীবকে আরো নিঃস্ব করা প্রভৃতি। এতসব অপকর্মের হোতা যারা, তাদের হাতে একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পরিণতি কী হ'তে পারে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত, দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৪৯ হাযার সূদভিত্তিক এনজিও গরীবের রক্ত শোষণ করলেও সরকার তাদের ব্যাপারে উদাসীন। তাদের অর্থের হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে তাদের কর্মসূচী সম্পর্কেও নযরদারী করা হয় বলে প্রতীয়মান হয় না। এ বিষয়ে সরকারের মাথা ব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। অপরদিকে স্রেফ দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত মুষ্টিমেয় অলাভজনক ইসলামী এনজিওকে নিয়েই সরকারের সকল মাথা ব্যথা। কিভাবে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করা যায় সে চেষ্টা নিরন্তর। সরকারের এই দ্বৈত নীতির কারণে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইসলামী এনজিও তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এনজিও 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' প্রায় সকল কর্মসূচী সংকুচিত করে শুধু খোলস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রতিষ্ঠানটি বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে হাযার হাযার মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, চিকিৎসাকেন্দ্র, নলকূপ ইত্যাদি স্থাপন, বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিঃস্বার্থভাবে সেবাদান করে আসছে, সে এনজিওটিকেও প্রমাণহীন অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে কেবলমাত্র পত্র-পত্রিকার মিথ্যা প্রপাগান্ডার উপর ভিত্তি করে বিগত সরকারের আমল থেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। একদিকে পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্তরসূরী গরীবের রক্ত শোষক এনজিওদের নিকট দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা, অন্যদিকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত ইসলামী এনজিওগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা নিঃসন্দেহে এদেশবাসীর জন্য ভাল ফল বয়ে আনবে না। সেকারণ সরকারের উচিত সময় থাকতে সচেতন হওয়া এবং নিঃস্বার্থ সেবক আর স্বার্থপর প্রতারকদের চিহ্নিত করা। ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী যেকোন সিদ্ধান্তের অক্টোপাস থেকে বেরিয়ে এসে দেশের কল্যাণচিন্তায় আত্মনিয়োগ করা। সরকার গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আমরা পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'টি সংবাদ জানিয়ে শেষ করব। ১টি আনন্দের ও অন্যটি দুঃখের। আনন্দের সংবাদটি হচ্ছে- আমাদের প্রাণপ্রিয় সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ২৬ জুন গাইবান্ধা যেলার একটি মামলা থেকে বিচারকার্য সম্পন্নের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ইতিপূর্বে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আরো ৫টি মামলায় তাঁর ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হ'লেও এটিই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিগত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা সমূহের মধ্যে প্রথম রায়। এই রায়ের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যে ডাহা মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তা আরেকবার প্রমাণিত হ'ল। আল্লাহ তা'আলার বাণীই অভ্রান্ত যে, 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপসৃয়মান' *(বনী ইসরাঈল ৮১)*। অতএব আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কৃত সকল ষড়যন্ত্রের জাল একদিন ছিন্ন হবেই ইনশাআল্লাহ। আর দুঃখজনক সংবাদটি হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের প্রিয় পত্রিকা **'আত-তাহরীক'**-এর আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি করতে হচ্ছে। এই অনাকাংখিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আগামী সংখ্যা থেকে নতুন মূল্য নির্ধারিত হবে। দ্বীনে হক্ব-এর এই অতন্দ্র প্রহরীকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে নতুন এই মূল্য আপনাদের নিকট সহনীয় হবে বলে জোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং কলমী জিহাদের অগ্রসৈনিক হওয়ার তাওফীক্ব দান দরুন- আমীন!!

গৃহে প্রবেশের আদব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়ীতে প্রবেশের আদবঃ

(১) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى حِيْنَ يَدْخُلُ وَحِيْنَ يَطْعَمُ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ هَهُنَا وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ مَطْعَمِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

(১) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম নেয় তাহ'লে শয়তান বলে, এ ঘরে তোমরা রাত্রি যাপনও করতে পারবে না এবং খাবারও খেতে পারবে না। আর যদি গৃহে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার জায়গা পেয়ে গেছ। আর যদি খাবারের সময়ও আল্লাহ্র নাম না নেয়, তাহ'লে শয়তান বলে, তোমরা এখানে রাত্রে থাকার জায়গা ও খাবার পেয়ে গেছ'।[১৩]

উক্ত হাদীছে বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় باسم الله বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাড়ীতে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ কেন বলতে হবে তার কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। যদি এর উপর আমল করা হয় তাহ'লে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নারী, পুরুষ ও শিশু সকলেই রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

(২) وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ.

(২) 'আবূ উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র যিম্মাধীন (১) ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হ'ল। তখন হয়ত তিনি তাকে মৃত্যু দান করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা ছওয়াবের অধিকারী করে বা গণীমত দান করে ফিরিয়ে আনবেন (২) ঐ ব্যক্তি, যে মসজিদে গেল সে আল্লাহ্র যিম্মাধীন। অবশেষে হয়ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা ছাওয়াবের অধিকারী করে তার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন (৩) ঐ ব্যক্তি, যে তার বাড়ীতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করল সে আল্লাহ্র যিম্মাধীন।[১৪]

উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত ৩ ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির কথাই এখানে উদ্দেশ্য। বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় باسم الله বলার পর বাড়ীর অধিবাসীদের সালাম করে প্রবেশ করার ফযীলত এ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

(৩) মিক্বদাম ইবনু শুরাইহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম (ছাঃ) যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন? তিনি (আয়েশা) বললেন, 'মিসওয়াক করতেন।[১৫]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ঘরে প্রবেশ করার পর সকল কাজের পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

(٤) عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْا أَهْلَهُ بِسَلاَمٍ.

(৪) নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে তখন তার অধিবাসীদের সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখনও অধিবাসীদের সালাম দিয়ে বিদায় নিবে'।[১৬]

উক্ত হাদীছে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করা এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও সালাম দিয়ে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مِنْ مَخْرَجِ السُّوْءِ وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مِنْ مَدْخَلِ السُّوْءِ.

---

* *উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব।*

১৩. *মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১।*

১৪. *ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৩।*

১৫. *মুসলিম, হা/২৫৩।*

১৬. *ছহীহুল জামে' হা/৫২২৫।*

(৫) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি বাড়ী থেকে বের হবে, তখন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে তাহ'লে এগুলি তোমাকে মন্দ গমন থেকে রক্ষা করবে। আর যখন তুমি প্রবেশ করবে তখন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তাহ'লে এগুলি তোমাকে মন্দ প্রবেশ থেকে রক্ষা করবে'।[১৭]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার আদবঃ

(١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ يَعْنِى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ, يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَ كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنْحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ الشَّيْطَانُ آخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدَى وَكُفِى وَوُقِى.

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[১৮]

(٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

(২) উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِن أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أو نَظْلِمَ أو نُظْلَمَ أو نَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيْنَا. '(বের হচ্ছি) আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! পিছলে যাওয়া থেকে, বিপথগামিতা থেকে কিংবা মূর্খ আচরণের শিকার হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৯]

অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের শারঈ পদ্ধতিঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَـآ أَيُّهَـا الَّـذِيْنَ آمَنُـوْا لاَ تَـدْخُلُوْآ بُيُوْتًـا غَيْـرَ بُيُـوْتِكُمْ حَتَّـى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَـذَكَّرُوْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّـى يُـؤْذَنَ لَكُـمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُـوْا فَـارْجِعُوْا هُـوَ أَزْكَـى لَكُـمْ وَاللهُ بِمَـا تَعْمَلُـوْنَ عَلِيْمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْـرَ مَـسْكُوْنَةٍ فِيْهَـا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নিবে এবং গৃহবাসীদের সালাম না করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর যদি কাউকে না পাও তাহ'লে অনুমতি না নিয়ে তাতে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহ'লে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াক্বিফহাল রয়েছেন। এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই যাতে কেউ বাস করে না, আর তাতে তোমাদের আসবাবপত্র রাখা আছে। তোমরা যা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ আল্লাহ সবই জানেন' *(নূর ২৭-২৯)*।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান বর্ণনা করেছেন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না করে প্রবেশ করবে না। অতএব বুঝা গেল অনুমতি দেয়া না দেয়া বাড়ীওয়ালার ইচ্ছাধীন। যদি সে অনুমতি দেয় তবে প্রবেশ করবে, অন্যথা ফিরে আসবে। দ্বিতীয় আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যদি তাতে কাউকে না পাও, তাহ'লে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করবে না। আর যদি বাড়ীর মালিক বলে যে, ফিরে যাও তাহ'লে ফিরে আসবে। কারণ গৃহবাসীর বিশেষ কাজ বা ব্যস্ততা থাকতে পারে। তাই সে যদি ফিরে যেতে বলে, তাহ'লে তোমরা ফিরে যাবে। কিন্তু উৎকণ্ঠিত হবে না। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এমন ঘরে অনুমতি ছাড়াই তোমরা প্রবেশ করতে পার, যেসব ঘরে কেউ থাকে না। কিন্তু তাতে তোমাদের আসবাবপত্র রাখা আছে। যেমন মুসাফিরখানা, সরাইখানা, আবাসিক হোটেলের নির্ধারিত কক্ষ ইত্যাদি।

উক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় বর্ণিত কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

(١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُوْرًا قُلْنَا مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ إِنَّ

১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩২৩।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩।*
১৯. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৭২৫।*

عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ إِنِّىْ أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدُّوْا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ لاَ يَقُوْمُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ.

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় আনছারদের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময়ে আবূ মূসা আমাদের কাছে বিচলিত বা ভীত অবস্থায় আসলেন। আমরা বললাম, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, ওমর আমার কাছে লোক পাঠালেন যেন আমি তার কাছে যাই। ফলে আমি তাঁর দরজায় গিয়ে তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু আমি কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে আসলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমার কিসের বাধা ছিল? আমি বললাম, আমি এসে আপনার দরজায় তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু কেউ আমার সালামের জবাব দিল না। তাই আমি ফিরে গেলাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায় তারপরেও অনুমতি না পায়, তবে যেন সে ফিরে যায়'। ওমর বললেন, এ ব্যাপারে তোমাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে। অন্যথা আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করব। অতঃপর উবাই ইবনু কা'ব বললেন, তাঁর সাথে যেন সবচেয়ে ছোট ব্যক্তিই যায়। (আবূ সাঈদ বলেন) আমি বললাম, আমিই সবচেয়ে ছোট। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তাঁর সাথে যাও'।[২০]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) গিয়ে বললেন,

كُنَّا نُؤَمَّرُ بِهَذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلهانى عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

'আমাদের এ নির্দেশ দেয়া হ'ত। তখন ওমর বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের এ হাদীছটি আমার অজানা ছিল। এ থেকে আমাকে বাজারের ব্যবসা বাণিজ্যই গাফেল রেখেছে।[২১]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে জানা গেল, কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি হ'ল, তিনবার সালাম করা। অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, অন্যথা ফিরে আসবে। এতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। অনেকে এ বিধান জানে না। ফলে কারো বাড়ীতে গেলে অনুমতি না পেলে ব্যথিত হয়। এমনকি বাড়ীওয়ালার ব্যাপারে মন্দ ধারণাও পোষণ করে থাকে। এমনটি ঠিক নয়। কেননা এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশবিরোধী আচরণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্দ্বিধায় না মানলে মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِن أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا.

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি কোন নির্দেশ প্রদান করেন, তবে সে বিষয়ে মুমিন নর ও নারীর (ভিন্ন) কোন অধিকার থাকে না। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে' *(আহযাব ৩৬)*।

আল্লাহ্র এ নির্দেশ মুসলিম নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার জন্য। আল্লাহ্র যাবতীয় বিধান সকলের জন্যই মানা যরূরী। যারা আল্লাহ্র বিধান মেনে চলেন তারাই হচ্ছেন কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রকৃত অনুসারী তথা আহলেহাদীছ। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, আহলেহাদীছ মানেই আমীন জোরে বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, রাফ'উল ইয়াদাইন করা, তারাবীহর ছালাত ১১ রাক'আত পড়া ইত্যাদি। এ রকম কয়েকটি কাজ করাই হচ্ছে আহলেহাদীছের কাজ। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে একটা নিছক ধারণা। প্রকৃত আহলেহাদীছ তাঁরা যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যাবতীয় বিধান যথাযথভাবে মেনে চলেন। কোন বিষয় অজানা থাকলে তা দলীল ভিত্তিক জানার চেষ্টা করেন। জানার পর মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁরা বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ভুল পথে অনড় থাকেন না। কেননা বাপ-দাদার দোহাই তো মুশরিকরা দিত। মুশরিকদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.

'আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে, বরং যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি সে পথেই চলব' *(বাক্বারাহ ১৭০)*।

আহলেহাদীছগণ মুশরিক বা বিদ'আতীদের অনুসরণ করে বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ভ্রান্ত পথে চলেন না। বরং তাঁরা যাচাই করে হক্বের পথে চলেন। উক্ত হাদীছ থেকে আরো জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির জন্য সমস্ত হাদীছ জানাও সম্ভব নয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের মত মানুষ যদি এ রকম একটা হাদীছ না জানেন, তাহ'লে কে আছে এমন যে সব হাদীছ জানে? ওমর (রাঃ) তো এমন ব্যক্তি ছিলেন যার রায়ের পক্ষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

২০. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭।*
২১. *মুসলিম হা/২১৫৩।*

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبَى يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে অস্বীকার করল'।[২৩]

সুতরাং ইমামের কথা রাসূলের কথার বিরোধী প্রমাণিত হ'লে রাসূলের কথার উপর আমল করা ফরয। আর যদি এমতাবস্থায় রাসূলের কথার উপর আমল না করা হয়, তাহ'লে রাসূলকে অমান্য করা হ'ল।

(২) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْرًى يَرْجُلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

(২) সাহল ইবনু সা'দ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছিল। ঐ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে একটা ছুরি ছিল যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চিরুনি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আমি জানতাম তুমি তাকাচ্ছিলে তাহ'লে এ ছুরি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। আল্লাহ চোখের হেফাযতের জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার বিধান প্রণয়ন করেছেন'।[২৪]

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে (১) কারো বাড়ীতে গেলে অনুমতি চাওয়ার সময় দেয়াল বা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকানো জায়েয নয়। কারণ এ রকম তাকালে মানুষের ইয্যত-সম্ভ্রমের হানি হয়। অনুমতি চাওয়ার বিধান তো ইয্যতের হেফাযতের জন্যই বিধৃত হয়েছে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত হাদীছে বলেছেন। (২) এ রকম যদি কেউ তাকায় আর বাড়ীর মালিক তার চোখ নষ্ট করে দেয়, তাহ'লে তার গুনাহ হবে না এবং তাঁর উপর কোন দণ্ডবিধিও আরোপ করা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত হাদীছে বলেছেন, যদি আমি জানতাম তুমি এরকম তাকাচ্ছিলে তাহ'লে আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। অন্য হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ اِطَّلَعَ أَحَدٌ فِيْ بَيْتِكَ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

২৩. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩।*
২৪. *মুসলিম, হা/২১৫৬।*

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ওমর (রাঃ) বলেন,

وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلاَثٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْ اِتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَّحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ أَنْ يُطَلِّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ.

'তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের মতের পক্ষে কথা বলেছি। (১) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যদি মাক্বামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থান বানিয়ে নিতাম! তখন নাযিল হ'ল وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى. 'তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর'। (২) আমি বললাম, আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। কেননা তাঁদের সাথে সৎ-অসৎ সকলেই কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হ'ল। (৩) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ আত্মমর্যাদাবোধ করে তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হ'লেন। তখন আমি বললাম, আশা করি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দিলে তোমাদের বদলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক এই (সূরা আত-তাহরীমের ৫নং) আয়াত নাযিল করবেন।[২২]

ওমরের মর্যাদা অনেক। এখানে নমুনা স্বরূপ একটা হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল মাত্র। অতএব ওমরের এ রকম পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁর সমস্ত হাদীছ জানা ছিল না। তাহ'লে কোন ইমামের বা আলেমের কি সমস্ত হাদীছ জানা থাকা সম্ভব হ'তে পারে? কোথায় ওমরের মর্যাদা আর কোথায় ইমামগণের মর্যাদা। এতদসত্ত্বেও ওমর (রাঃ) যখন উক্ত হাদীছ জানতে পারলেন, তখন তিনি সাথে সাথেই তা মেনে নিলেন।

ওমর (রাঃ) ছাড়াও সকল ছাহাবীর এ রকম আমল ছিল। এমনিভাবে মুজতাহিদ ইমামগণেরও এ আমলই ছিল অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ জানতে পারলে তাঁরা ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতেন এবং এর উপর আমল করার নির্দেশ প্রদান করতেন। এভাবে পরে যারা এসেছেন বা আসবেন তাঁরা যদি জানতে পারেন কোন বিষয়ে ইমামের ভুল হয়েছে, তাহ'লে ইমামের রায় পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা তাদের উপর ওয়াজিব। অন্যথা জেনে বুঝে ছহীহ হাদীছের উপর আমল না করার কারণে তারা গোনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

২২. *বুখারী হা/৪০২; মুসলিম হা/২৩৯৯।*

'যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখে আর তুমি কংকর ছুড়ে তার চোখ নষ্ট করে দাও, তাহ'লে তোমার কোন পাপ হবে না'।[২৫]

উল্লেখ্য যে, তিনটি সময়ে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও অনুমতি চাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিনবার অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের ছালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার ছালাতের পর। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময়গুলি ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য আসা-যাওয়া করতে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের নিকট বারবার যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নূর ৫৮-৫৯)*।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যথা- (১) তিনটি সময় হচ্ছে গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময়গুলিতে সাধারণতঃ লোকজন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকে। এজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্করাও সে সময়ে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। (২) যেসব শিশুরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, যদি তাদের বালেগদেরও মত সব সময় অনুমতি চাইতে হয়, তাহ'লে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে বাধার সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহ পাক কেবল উক্ত তিনটি সময়ে অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন লোকজন কষ্টের শিকার না হয়। (৩) প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে আত্মীয়ের ঘরে প্রবেশের জন্য সব সময় অনুমতি চাইতে হবে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ আমাদের জ্ঞান অর্জন করে আমল করার ও প্রচার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

২৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৪।*

দাখিল পরীক্ষায় নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া- রাজশাহীর ছাত্ররা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ বছর দাখিল পরীক্ষায় উক্ত মাদরাসা থেকে ২৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১০ জন জিপিএ-৫ (এ+), ১৪ জন 'এ' এবং ১ জন 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, এ মাদরাসা থেকে শতভাগ পাশের রেকর্ড এবারই প্রথম নয়, বরং বিগত বছরগুলিতেও এখানকার ছাত্ররা শতভাগ পাশ করে মাদরাসার সুনাম বৃদ্ধি করেছে। তিনি আরো বলেন, আগামীতে ইনশাআল্লাহ এ মাদরাসার ছাত্ররা আরো ভাল ফলাফল করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

*ডঃ আব্দুর রউফ যাফর**

অনুবাদ: মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

পৃথিবীতে নারীদের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী বলে ঘোষিত ও প্রচারিত। ইসলাম নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের দৃষ্টিকোণে তাদের পদতলে সন্তানের জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীকে শান্তি বিধানের মাধ্যম বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং কন্যা সন্তানকে চক্ষুশীতলকারী আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইলম ও আমল তথা শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রেও কেবল নারী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা ও স্তর পুরুষের তুলনায় নিম্নতর নয়। হাদীছ বর্ণনার দিক দিয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য হ'তেন। ছাহাবায়ে কেরাম অনেক মাসআলা-মাসায়েল তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। এমনকি কোন কোন মাসআলায় আয়েশা (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সংশোধনও করে দিতেন। ইমাম যারাকশী এ বিষয়ে الإصابه فيما استدركته عائشة على الصحابة শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যা প্রকাশিতও হয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীও তাঁর প্রণীত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবন চরিতের শেষে উক্ত পুস্তিকা সংযুক্ত করে প্রকাশ করেন।

পাশ্চাত্যবাসী ইসলামের প্রতি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, ইসলাম নারীদের অধিকার বিলুপ্ত করে ও খর্ব করে তাদের প্রতি অতি বাড়াবাড়ি করেছে। বস্তুতঃ মহিলাদের অধিকার, স্বাধীনতা ও সমঅধিকার সম্পর্কে চিৎকারকারীদের মধ্যে ঐসবের বাস্তব চিত্র দেখা যায় না, যা ইসলামে রয়েছে। বাইবেলে আছে, হাওয়া ধোঁকা খেয়ে বা প্রবঞ্চিত হয়ে আদম (আঃ)-কে ফুসলিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন (গন্দম খেতে)[১] তাদের নিকটে নারীদের সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হচ্ছে মরিয়ম (আঃ)-এর মত দুনিয়াত্যাগী বৈরাগিনী যাজিকা হয়ে যাওয়া, অন্যথা তারা পাপের কারণ ও গোনাহের উৎসে পরিণত হবে। খৃষ্টানদের মধ্যে একটা সময় পর্যন্ত এ আলোচনাও হয় যে, নারীদের মাঝে আত্মা (রূহ) আছে কি-না? অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাদের মধ্যে আত্মা আছে, তবে তা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এখনও পাশ্চাত্য জীবন যাত্রায় নারীদেরকে বাজারের পণ্য মনে করা হয় এবং ইসলামের ন্যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা-মুহাব্বত সৃষ্টির মাধ্যম মনে করা হয় না। এজন্য পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত নারীরা মুসলিম রমণীদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে থাকে। বৃটেনে অবস্থানকালে এক খৃষ্টান শিক্ষার্থী অধিকাংশ সময় আমার নিকট আসা-যাওয়া করত। তার বোন লণ্ডন থেকে গ্লাসগো আসে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। সে বলল যে, তারা দু'জনে হোটেলে খাবার খেয়ে পৃথকভাবে স্ব স্ব বিল পরিশোধ করেছে। আমি দুঃখ প্রকাশ করে তাকে বললাম, চার পাঁচশ' মাইল দূর থেকে তোমার বোন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল আর তুমি তাকে খাবারটুকু খাওয়াতে পারলে না? কিন্তু এটা তাদের নিকট আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়।

ইসলাম পূর্ব আরবদের মাঝে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্টতর। কন্যাশিশুর জন্মকে অসম্মানের কারণ মনে করা হ'ত এবং জীবন্ত প্রোথিত করা হ'ত। কুরআনুল কারীমে যার বর্ণনা এ ভাষায় দেওয়া হয়েছে, وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হ'ল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ.

'যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হ'তে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে' *(নাহল ৫৮-৫৯)*।

ইসলাম নারীকে ঐ নিরেট অপমান-অসম্মান থেকে বের করে তাদেরকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার প্রদান করেছে তা ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। আর কারো এ ক্ষমতা ও অধিকার নেই যে, নারীকে প্রদত্ত হক্ব ছিনিয়ে নেয়। এখানে আমরা এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

লজ্জা-শরম মুসলিম নারীর সৌন্দর্য বা ভূষণ। যদি কেউ তা বিলুপ্ত করে স্বীয় সৌন্দর্য ও শোভাকে ধ্বংস করতে চায়, তাহ'লে সেটা হবে অত্যাচার ও যুলুম। সন্তান (ছেলে-মেয়ে) জন্মদান নারীদের অধিকার, যে তা রোধ করতে চেষ্টা করে সে যালিম-অত্যাচারী। সতীত্ব, পবিত্রতা বা শুচি-শুদ্ধতা নারীদের হক্ব, যাকে কোন পুরুষ বিলুপ্ত বা বিনষ্ট করতে পারে না। ছেলে মায়ের, ভাই বোনের, পিতা কন্যার এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর খরচ বহন করা নারীদের

* *প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।*

১. *বাইবেল, বৈরুত: মাতবা'আতুল মুরসালীন আল-ঈসূবিঈন, ১৮৯৭), 'সফরুত তাকবীন' অধ্যায় নং ৩, পৃঃ ৭-৮।*

অধিকার, যা পুরুষদেরকে পালন করতে হয়। তেমনি সাজ-সজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনের পণ্যসামগ্রীও স্বামী স্ত্রীকে সংগ্রহ করে দিবে, এটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার। আবার এসব দ্রব্য স্ত্রী কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে এটাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহিলাদেরকে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা প্রদান করাও তাদের হক্ব, যাতে করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও মুক্তি এবং কামিয়াবী ও পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

মহিলাদের চিকিৎসার জন্য তার স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তির সাথে চিকিৎসকের নিকট যাওয়া তার অধিকার। এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেওয়া বাড়াবাড়ি। যদি কোন মহিলা বিধবা হয় এবং তার নিকট ইয়াতীম-অনাথ সন্তান থাকে আর তার নিকটে সন্তানদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের মত সম্পদ না থাকে, তাহ'লে জীবিকা উপার্জনের জন্য বা জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে (শরী'আত সমর্থিত পন্থায়) কাজ করা তার অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, তার ঐ প্রয়োজন যদি প্রশাসন পূরণ করে তাহ'লে সেটাই হবে অধিক উপযুক্ত ও যথার্থ। তেমনিভাবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করা ও ছালাতের জন্য মসজিদে যাওয়াও মহিলাদের অধিকার।

কোন মুসলিম নারী তার স্বামী কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হ'লে বা স্বামী তার যথাযথ অধিকার পূরণ না করলে সে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইতে পারে, এ অধিকার তার আছে। তেমনি তার এ হক্বও রয়েছে যে, বিবাহের জন্য অভিভাবক (পিতা বা ভাই) তার অনুমতি নিবে। মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে আমলে ছালেহ বা সৎ আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের প্রচেষ্টা নারীদের অন্যতম অধিকার ও কর্তব্য। যে এই অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে যালিম। নারী সম্পদের অধিকারী হ'লে অপচয় ও অপ্রয়োজনে ব্যয় এবং নাফরমানী তথা আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া ব্যতীত সে তার সম্পদ খরচ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীদেরকে এমন অধিকার দিয়েছে, অন্যান্য ধর্মে যা কল্পনাও করা যায় না। এরপরও যারা ইসলামকে নারী অধিকার হরণকারী বলে আখ্যায়িত করে এটা তাদের ঔদ্ধত্য, শয়তানী এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে সতী-সাধ্বী নারীদের প্রশংসায় উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.

'আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফির'আউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারিনীদের একজন' *(আত-তাহরীম ১১-১২)*।

মহিলারা জন্মগতভাবে পাপাচারী নয়; বরং পুরুষের মত তারা সৎকাজে অংশীদার হয়ে থাকে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

'যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না' *(নিসা ১২৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদের উত্তম কাজের কারণে তাদেরকে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত' *(নাহল ৯৭)*।

তেমনি পবিত্র নিষ্কলুষ সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি হচ্ছে ৮০ বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

Contents

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান' *(নূর ৪)*।

কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ এটাও বলেছেন, لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

এখন লক্ষ্য করুন, ইসলামের প্রতি অভিযোগ আরোপকারী পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা কি? ঐসব দেশে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা তথা নারীত্বকেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বাজারের পণ্য মনে করে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক মেলা-প্রদর্শনী ও সভা-সমাবেশে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। স্বাধীনতার নামে তাদের সতীত্বকে হরণ করা হয়। যদি সে নিজে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাহ'লে সেটা হয় অপরাধ। কিন্তু নারী যদি বন্ধুত্বের নামে Boy friend-এর সাথে কোন স্থানে মেলামেশা করে তাহ'লে তাকে Love বা প্রেম-ভালবাসা বলে অভিহিত করা হয়। আর তাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। সেখানে সাধারণভাবে এই অনুমতি আছে যে, প্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়ে তার মর্জিমাফিক যার কাছে ইচ্ছা যেতে পারে এবং যার সাথে ইচ্ছা রাত্রি যাপন করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মানুষের বংশক্রমের শুদ্ধতা, নিষ্কলুষতা এবং জাতিগত পবিত্রতার কোন কল্পনাও করা হয় না। সেখানে লজ্জা-শরমেরও কোন নামগন্ধ নেই। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থাও সেখানে বিলুপ্ত। এমনকি উভয়ের ব্যাংক একাউন্টও পৃথক পৃথক। অবাধ স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে সেখানে প্রতি চারটি বিবাহের মধ্যে একটি বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। এমনকি সেখানে বিবাহের পরিবর্তে Girl Friend (বান্ধবী)-কে যথেষ্ট মনে করা হয়। আর এ নির্লজ্জতা সমগ্র পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রায় দোষণীয় নয়। সন্তানের বয়স ১৬ বছর হওয়ার পর তারা পৃথক হয়ে যায় এবং পিতা-মাতার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেও কখনো আসে না। নারীরা পুরুষদের চেয়ে আরো অধিক পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত। তাদের মধ্যে এই আস্থা-বিশ্বাস নেই যে, এই দুর্বল নারী জাতিকে কেউ আজীবন সাহায্য করতে পারে। আর এ কারণেই কোন কোন পাশ্চাত্য নারী মুসলিম নারীদের জীবনযাত্রাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা সেখানে অতি ব্যাপক। তাদের এই অনুতাপ মিটানোর জন্য পাশ্চাত্যের লোকেরা ইসলামের উপর অভিযোগ আরোপ করে যে, 'ইসলাম নারী অধিকার হরণ করছে এবং তাদের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করছে'। কিন্তু স্বয়ং ইউরোপবাসীই নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমঅধিকার ও সাম্য দেখাতে চায় প্রকৃতপক্ষে সেটা নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নয়; বরং সেটা হচ্ছে তাদের সতীত্ব, পবিত্রতা, মানবিক সম্মান ও আত্মমর্যাদার পরিপন্থী এবং আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বকে ধ্বংসকারী। এসবকে মুসলিম জাতি কিভাবে পসন্দ করতে পারে!

ইসলামে তো এই অনুমতি আছে যে, কোন পুরুষ যে মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তাকে দেখে নেবে। কিন্তু তার সাথে নির্জনে একাকী কিছু সময় অতিবাহিত করা এবং নারীকে উলঙ্গ ও অর্ধনগ্ন হয়ে ঘোরাফেরার অনুমতি ইসলাম দেয় না। এখন আমরা দেখব ইসলাম নারীদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে কি অনুমতি দিয়েছে।

লেখার অনুমতি ও বৈধতা:

ইসলাম নারীদেরকে লেখালেখী করতে নিষেধ করেনি। কোন কোন লোক এক্ষেত্রে বিপরীত হাদীছ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন-

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদেরকে সুউচ্চ প্রাসাদে রেখ না এবং তাদেরকে লেখালেখীও শিক্ষা দিও না। তাদেরকে সুঁচের ব্যবহার (সেলাই কাজ) ও সূরা নূর শিক্ষা দাও'।[২]

উল্লিখিত বর্ণনাটি ছহীহ নয়। কেননা উক্ত হাদীছের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আশ-শামী 'মুনকিরুল হাদীছ' (হাদীছ অস্বীকারকারী)। তার সম্পর্কে মাওলানা শামসুল হক্ব ডিয়ানবী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন'।[৩] এ হাদীছের বিপরীতে যে সকল হাদীছে লেখালেখীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ছহীহ।

শিফা বিনতু আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন। আমি উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا

২. *ইবনু হিব্বান, মাজরূহীন, (হালব: দারুল উলূঈ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৬ হিঃ।*

৩. *দ্রঃ আবূত তাইয়্যেব শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, উকূদুল জামান ফী জাওয়াযে তা'লীমিল কিতাবাতে লিন নিসওয়ান, (করাচীঃ মুওয়াসসাসাতুল মাজমাউল ইলমী, হাদীছ একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), পৃঃ ২২।*

الْكِتَابَ. ‘তুমি কি তাদেরকে পিপড়ার ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দেওনি, যেভাবে তাদেরকে লেখালেখী শিখিয়েছ’?[৪] এ হাদীছের সকল বর্ণনাকারী (রাবী) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য’।[৫]

অনুরূপভাবে মহিলাদের বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَتُنْكَحُ الْـأَيِّمُ حَتَّـى تُـسْتَأْمَرَ وَلاَتُـنْكَحُ الْبِكْـرُ حَتَّـى تُـسْتَأْذَنَ. قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

‘প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতা নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না। বালেগা কুমারী নারীকেও তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার অনুমতি কিভাবে বোঝা যাবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি’।[৬] অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কুমারী মেয়ে তো লজ্জা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, رِضَـاهَا صُـمَتُهَا ‘নীরব থাকাই তার সম্মতি’।[৭]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِـىَ ثَيِّـبٌ فَكَرِهَـتْ ذَالِكَ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

খানসা বিনতু খিদাম হ’তে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বিবাহ দেন। তিনি ছিলেন বিধবা। তিনি তা অপসন্দ করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তার বিবাহ বাতিল করলেন’।[৮]

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حُبِّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلاَثٌ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُـرَّةَ عَيْنِـى فِـى الـصَّلَوةِ. ‘পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে তিনটি জিনিস আমার নিকটে অতিপ্রিয়। নারী, সুগন্ধী এবং ছালাতের মধ্যে আমার চক্ষু শীতলকারী উপাদান রয়েছে’।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَـاخَيْرٌ لِّـأَهْلِىْ. ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম’।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পত্নীদেরকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদা আমর ইবনুল আছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়েশা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষের মধ্যে কে প্রিয়? তিনি বললেন, আবুবকর। এরপর কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওমর। তারপর বিভিন্ন লোকের নাম উল্লেখ করলেন।[১১]

এই ধারাবাহিক লেখায় নিম্নোক্ত সুক্ষ্ম বিষয়গুলি অধিকতর সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়-

১. দুনিয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির সাথে সম্পর্কের পরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের পারস্পরিক সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের প্রভাবে গৃহকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি নিত্য নতুন অসন্তোষ সৃষ্টি হয় কিংবা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে, তাহ’লে সে গৃহ জাহান্নামের টুকরার চেয়ে কোন অংশে কম হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের কারণে কেবল সন্তান-সন্ততিই নয়; বরং সম্পূর্ণ জীবন যাত্রাই প্রভাবিত হয়। তাদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হয় না, তাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহও হয় না। ফলে তাদের উজ্জ্বল দীপ্তিময় আলোকিত ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে মানববংশ বিস্তার শুরু হয়। আদম (আঃ)-এর বর্ণহীন, নীরস জীবনে পূর্ণতা দানের জন্য মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-এর এক পাঁজর থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ বলেন, وَجَعَـلَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا لِيَـسْكُنَ إِلَيْهَـا. ‘আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে’ *(আ‘রাফ ১৮৯)*।

২. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّـنْ نَّفْـس وَّاحِـدَةٍ وَّخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً.

৪. *সুনান আবুদাঊদ হা/৩৮৮৭, হাদীছ ছহীহ; মুসনাদ আহমাদ, সুনান নাসাঈ, মু‘জামুল কাবীর তাবারানী, হাশিয়া উকূদুল জামান, পৃঃ ২৬।*
৫. *উকূদুল জামান, পৃঃ ২৬।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯২।*
৭. *আস-সুনানুল কুবরা (মুলতানঃ মাতবা‘আহ নাশরুস সুন্নাহ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।*
৮. *নাসাঈ হা/৩২৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৩০, হাদীছ ছহীহ।*
৯. *সুনানু নাসাঈ, (লাহোরঃ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ, ১৯৭৬ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩; মুসনাদ আহমাদ, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃঃ ১৯৯; মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান।*
১০. *সুনান ইবনে মাজাহ (পাকিস্তানঃ ইদারাহ ইহয়াইস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়াহ, ১৩৯৮ হিঃ), পৃঃ ১৪৩; মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১১৪।*
১১. *ছহীহ মুসলিম (করাচী: নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তিজারতে কুতুব, ২য় পক্রাশ, ১৯৪৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩।*

'যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী' *(নিসা ১)*।

৩. পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নবীদের দাম্পত্য জীবন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে।

৪. সূরা আর-রা'দে আল্লাহ পাক বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. 'আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি' *(রা'দ ৩৮)*।

৫. ইনসানে কামিল সারওয়ারে আলম মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম হ'ল তার জন্য খোজা হওয়া'।[১২]

৬. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ. 'যখন বান্দা বিবাহ করে, তখন নিশ্চয়ই সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল এবং বাকী অর্ধেক সম্পর্কে সে আল্লাহ্কে ভয় করবে'।[১৩]

৭. কুরআন মাজীদে এসেছে,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ কর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(নূর ৩২)*।

৮. বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু দু'জন মানুষকে একত্রিত করাই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে যথাযথ বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম্প্রীতি সুন্দর জীবনের অনুসন্ধান এবং মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মুহাব্বতকে তাঁর নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِىْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(আর-রূম ২১)*।

এই সম্পূর্ণ আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে ইসলাম মানব সভ্যতাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ দেখতে চায়। এজন্য এমন সব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যা মানব প্রকৃতির অনুকূলে হয় এবং সভ্যতাকে সুন্দর করার জন্য সেটা বাধ্যতামূলক হয়।

[চলবে]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সহকারী সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রণীত **'গোড়ামি ও চরমপন্থা: প্রেক্ষিত ইসলাম'** বইটি বের হয়েছে। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে চরমপন্থার কারণ ও প্রতিকারের উপায় এতে সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাধর্মী বইটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত। চার রঙের সুদৃশ্য প্রচ্ছদে মুদ্রিত বইটির মূল্য ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

প্রকাশের পথেঃ

১. জিহাদ ও জঙ্গীবাদঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

২. ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি।

প্রাপ্তি স্থানঃ

(১) কামিয়াব প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭১৩-০৩১৯১৭।

(২) মাসিক 'আত-তাহরীক', নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫; ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০।

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৬; শু'আবুল ঈমান, 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০।*

১৩. *শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৩০৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৬২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৯১৬, সনদ হাসান।*

আদর্শ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা

*মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন**

একটি আদর্শ সমাজ বলতে আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে এমন একটি জনগোষ্ঠীর চিত্র যেখানে মানুষে মানুষে নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-ভাষাভেদে সকলেই মিলে মিশে সমঅধিকার নিয়ে বসবাস করে। যে সমাজে মানুষ তার জীবন, সম্পদ ও ইয্যতের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে এবং যেখানে একজন মানুষ তার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করার সাথে সাথে কর্তব্যও পালন করে থাকে। অর্থাৎ সকল ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত এমন একটি সমাজ, যেখানে মানুষ কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং কারো দ্বারা কোন ধরনের হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হয় না। একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজকেই আমরা আদর্শ সমাজ বলব। আর দুর্নীতির পরিচয়ে বলব, যা নৈতিকতা বিরোধী তাই দুর্নীতি। দুর্নীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Corruption. প্রসিদ্ধ ইংরেজী অভিধান Oxford Advanced learner's Dictionary গ্রন্থে Corruption সম্পর্কে বলা হয়েছে, Dishonest illegal behavior, especially of people in authority, elegations of bribery. অর্থাৎ 'দুর্নীতি হ'ল অসমতা, অবৈধ আচরণ, বিশেষত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের আইন বহির্ভূত আচরণ, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ'। Social work dictionary এর বর্ণনানুযায়ী Corruption is in poletical and public service administration the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence peddling and special treatment give to some citizens and not to others. অর্থাৎ 'রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি হ'ল অফিস-আদালতে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করা। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বলয় সৃষ্টি এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণ প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা'। World Bank প্রদত্ত দুর্নীতির প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হ'ল- Corruption is the abuse of public power for private benefit অর্থাৎ 'দুর্নীতি হ'ল ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারী দায়িত্বের অপব্যবহার'। Transparency International-এর সংজ্ঞা হ'ল Corruption is the abuse of public office for private gain. অর্থাৎ 'সরকারী দফতরকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়'।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, দুর্নীতি হ'ল সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। আর যে সমাজ নিয়ম-নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটাই হ'ল দুর্নীতিমুক্ত সমাজ। এখন প্রশ্ন হ'ল এ জাতীয় সমাজ কি অতীতে কখনো ছিল বা বর্তমানে কোথাও আছে কিংবা ভবিষ্যতে এ ধরনের সমাজ গঠন কি আদৌ সম্ভব? আমরা প্রত্যক্ষ করছি সুদূর অতীত থেকে মানুষে মানুষে মারামারি, হানাহানি, লড়াই-সংগ্রাম ও যুলুম-নির্যাতন আজও বিশ্বব্যাপী সেটা চলছে। ছোট মানচিত্রের দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত। শুধু তাই নয়, Transparency International-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করে। ২০০৫ সালের ২৯ মে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনারে অর্থনীতির সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তথ্য প্রচার করা হয় যে, ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ১১টি প্রশাসনিক বিভাগে ১৫,৭৮২ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর হ'তে ঋণ অনুদানের ২ লাখ কোটি টাকার ৭৫% অর্থই লুটপাট হয়েছে। উক্ত তথ্য অনুযায়ী বিচার বিভাগের ঘুষ লেন-দেনের হার সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভূমি প্রশাসন ও তৃতীয় স্থানে পুলিশ প্রশাসন। ভূমি প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের ৯৫% ভাগই দুর্নীতিগ্রস্ত।

বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতির দায়ে কারারুদ্ধ। মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সকল অপতৎপরতা চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি, খুন-ধর্ষণ সবই যেন পাল্লা দিয়ে চলছে। সম্প্রতি আইনের নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগের ফলে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস কিছুটা হ্রাস পেলেও সমাজ থেকে তা নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। মাদকাসক্তি আজ দেশের যুবসমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে জাতি আশংকা করছে সুযোগ পেলে দেশ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় কি-না? তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আইনের যথার্থ প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যক্তি চারিত্রের সংশোধনের।

মানুষ একটি নীতিবোধ সম্পন্ন প্রাণী। মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ কাজ করে এবং এর দ্বারা সে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় উপলব্ধি করে। ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতিকথা মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে এবং সে ন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়। বিপরীতভাবে অসৎ সংসর্গের মাধ্যমে সে অন্যায়ের পথে অগ্রসর হয় এবং এক পর্যায়ে পশু থেকেও অধম হয়ে পড়ে। তাই আইনের যথাযথ প্রয়োগের সাথে সাথে উদ্বুদ্ধকরণের নানাবিধ কর্মসূচী আজ ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ সৎ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'লে মানুষরূপী পশুদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহজেই দমন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা আল্লাহ পাকের নিয়ম লক্ষ্য করতে পারি। আমরা জানি, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনকালে পৃথিবী ছিল সবচেয়ে অধঃপতিত। সে সমাজে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা-বিদ্বেষ, চুরি-

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর।

Contents

ডাকাতি, যিনা-ব্যাভিচারের সয়লাব চলছিল। মানুষের জীবন-সম্পদ ও ইয্যতের আদৌ কোন নিরাপত্তা ছিল না। হাটে-বাজারে মানুষ কেনাবেচা হ'ত এবং নারী জাতির অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এরূপ একটা সমাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষ কোন সমস্যাকে উপলক্ষ করে কোন আন্দোলন গড়ে তোলেননি। বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশনা অনুসারে তিনি মানুষকে আল্লাহ্র গোলামীর দিকে আহ্বান করেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি আদর্শ জনগোষ্ঠী তৈরী করেন, যারা সকল প্রলোভন, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সর্বাবস্থায় সততার উপর অবিচল থাকেন। প্রতিপক্ষের হাযারো উসকানি ও যুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলায় তিনি পরম ধৈর্য অবলম্বন করে সত্যের প্রচার অব্যাহত রাখেন। ইতিহাস সাক্ষী মক্কায় ১৩টি বছর তিনি এবং তাঁর সাথীরা সীমাহীন যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু সন্ত্রাসের মোকাবিলায় তিনি কখনই সন্ত্রাস করেননি; বরং তিনি সর্বদা সত্য-সুন্দর কল্যাণের পথে অটল ও অবিচল থেকেছেন। অন্যায়কে ন্যায়ের মাধ্যমে, বাতিল হক্বের দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

'তোমরা অন্যায়কে দূর কর সেই ভাল দ্বারা, যা অতীব উত্তম, তাহ'লে দেখবে তোমার জানের দুশমনরা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে' *(হা-মীম সাজদা ৩৪)*।

অতীত যুগের কাহিনী উল্লেখ করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)ও তাঁর সাথীদেরকে জানিয়ে দিলেন একজন বিশ্বাসী বান্দাহ সর্বাবস্থায় তাঁর জাতির কল্যাণকামী। এক জনবসতিতে একাধিক রাসূলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ঈমান আনার পর সেই ঈমানদার ব্যক্তি দ্রুত তার জাতির নিকট এসে জানায়,

قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ. اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত' *(ইয়াসীন ২০-২১)*। অথচ ঐ জাতির লোকেরা সেই বিশ্বাসী ব্যক্তিকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন,

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ. بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

'তাকে বলা হ'ল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল, হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত! আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন' *(ইয়াসীন ২৬-২৭)*।

এই ঈমানদার ব্যক্তি তার মৃত্যুর মুহূর্তেও জাতির কোন অকল্যাণ কামনা করেননি। মক্কায় যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ট ঈমানদারদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন এই বলে যে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন একজন ষোড়শী যুবতী স্বর্ণালংকারসহ সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একাকী হেঁটে যাবে তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। মূলতঃ একটি শান্তি ও নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যেই তিনি আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে গড়ে তোলেন একাট তাক্বওয়াবান জনগোষ্ঠী। কথায় কথায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অভ্যস্ত লোকদের তিনি জানিয়ে দিলেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَه، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَه. 'নিশ্চিত ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মানুষকে সামনা সামনি গালাগাল ও পেছনে দোষ প্রচার করে। ধ্বংস তাদের জন্যও যারা ধন-মাল জমা করে ও গুনে গুনে রাখে' *(হুমাযা ১-৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও জানালেন 'ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যার হাত ও মুখের অনিষ্ট হ'তে অন্যরা নিরাপদ নয়'।[১] গরীব ও অসহায়দের সম্পদ লুণ্ঠনে অভ্যস্তদের তিনি শোনালেন,

أَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ.

'তুমি কি দেখেছ সেই লোককে, যে ক্বিয়ামতের বদলাকে মিথ্যা মনে করে? সেতো সেই লোক যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় ও মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না' *(মা'উন ১-৩)*। এভাবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা লোকগুলোই মদীনায় গড়ে তোলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজ এবং সেদিনই মানুষ পায় মুক্তির স্বাদ। মদীনায় হিজরতের পর মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে তিনি মক্কা বিজয় করেন এবং মক্কায় যারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদের প্রতি সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন করেছিল তাদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও সবাইকে ক্ষমা করে দেন। এর ফলে ইসলামের ছায়াতলে এসে তারা পবিত্র জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজই ছিল পৃথিবীর সেরা সমাজ, সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত এক আদর্শ সমাজ। সে সমাজে প্রত্যেকে ছিলেন পরস্পরের কল্যাণকামী। এজন্য আল্লাহ পাক মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬২।*

Contents

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠতম উম্মত, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজের নিষেধ করবে’ *(আলে-ইমরান ১১০)*। তিনি আরও বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض، يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ‘ঈমানদার নর ও নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে’ *(তওবা ৭১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

‘তোমাদের সামনে কোন অন্যায় হ’তে দেখলে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। সম্ভব না হ’লে যবান দ্বারা এবং তাও সম্ভব না হ’লে অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। এটাই হ’ল ঈমানের দুর্বলতম অবস্থান’।[২] একটি সমাজকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হ’লে সমাজের সকলেরই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবারের প্রধান পরিবারের সদস্যদের প্রতি, অফিসের কর্তৃত্বশীল তার অধীনস্থদের প্রতি, শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি, ইমাম তার মুক্তাদীদের প্রতি। এভাবে সকলেই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন তাহ’লে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ‘সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে’।[৩] কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ সমাজে অন্যায় প্রতিরোধে এগিয়ে আসা দূরে থাক, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার মত লোকেরও যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। যার কারণে অন্যায়কারী লোকেরাই বর্তমান সামাজিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে। সাধারণতঃ সংঘবদ্ধ শক্তিই সমাজকে ভাল বা মন্দে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই দেখা যায়, দুর্নীতি বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সবাই সংঘবদ্ধ শক্তিরই অংশ। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে হ’লে সৎ লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। সৎ লোকেরা যাতে সামাজিক নেতৃত্বে না আসতে পারে সেজন্য অসৎ ও দুর্নীতিবাজরা সবসময় জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভাল লোকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে একই অবস্থা লক্ষণীয়। তাই আল্লাহপাক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَيُكَذِّبُوْنَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِأَيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ.

‘আমি জানি, এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনোকষ্ট হয়। কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করে না; বরং এই যালিমরা আল্লাহ্র বাণী ও নিদর্শন সমূহকেও অস্বীকার করে’ *(আন‘আম ৩৩)*। আর এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের অন্য কোন কারণ নেই। আল্লাহ্র ভাষায়,

وَمَانَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

‘ঐ ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি পরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় স্ব-প্রশংসিত। যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর সে আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন’ *(বুরূজ ৮-৯)*।

ঈমানদারদের সাথে তাদের এই আচরণের পরিণতিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এই বলে,

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ، إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

‘যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীর উপর নির্যাতন চালিয়েছে, তারপর তার থেকে তওবা করেনি, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং আছে দহন যন্ত্রণা। আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য’ *(বুরূজ ১০-১১)*। এই ঘোষণার মাধ্যমে সত্যের দুশমনদের প্রতি রয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারী এবং সাথে সাথে সত্যপন্থীদের জন্য রয়েছে চরম সান্ত্বনা ও সাফল্যের পূর্ণ নিশ্চয়তা। তাই আমাদের সবাইকে আল্লাহ্র একজন বান্দা ও প্রতিনিধি হিসাবে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার যে মৌলিক দায়িত্ব তা অবশ্যই পালন করতে হবে। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের মধ্যে রয়েছে ঈমানের দাবীর সত্যতার প্রমাণ ও পরকালে নাজাতের ব্যবস্থা।

আদর্শ সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকাঃ

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল দিক ও বিভাগে যুবসমাজের বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। যুবসমাজ ব্যতিরেকে না ন্যায় বাস্তবরূপ লাভ করে, না অন্যায় বাস্তবায়িত হয়। উদ্দীপনাময় রক্তেরই নামান্তর হচ্ছে যৌবন। আর যৌবনকাল মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ও সম্পদ। এ সময় মানুষের মাঝে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটে। যৌবনকালে মানুষের (Thinking Power) চিন্তাশক্তি, (Will Power) ইচ্ছাশক্তি, (Power of soul) মননশক্তি, (Physical strength for working) শারীরিক কর্মশক্তি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। এজন্য যৌবনকে অস্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। সৃষ্টি জগতের প্রথম থেকে আজ

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।*
৩. *মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

পর্যন্ত যুবসমাজের দ্বারাই সব ধরনের অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সমস্ত গঠনমূলক কাজের নেতৃত্ব যুবসমাজই দিয়েছে। ভাল-মন্দ যাই হোক গ্রহণ করার ব্যাপারে বয়স্কদের চেয়ে যুবকরাই বেশী অগ্রগামী। সুতরাং তারা যদি ভাল কাজের দিকে ঝুকে পড়ে এবং কাজটি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয় তাহ'লে জীবন দিয়ে হ'লেও তা সফল করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই যুবসমাজই যখন খারাপ পথে পা বাড়ায়, তখন তা জাতির জন্য ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তাদের বিপথগামিতার কারণে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার।

এতদুভয়ের জাজ্বল্যমান বহু ঘটনা ইতিহাসে বিদ্যমান। মহানবী (ছাঃ) তাক্বওয়াবান যুবকদের নিয়েই বদর, ওহোদ, খন্দক, তাবুকসহ অসংখ্য যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। যুগ পরম্পরায় আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, বেলাল, আম্মার, মুছ'আব ইবনু উমায়ের, সা'দ বিন আবী ওক্কাছ, হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, খালিদ বিন ওয়ালিদ, খোবায়েব, ওসামা বিন যায়িদ, খাল্লাদ, সা'দ সেলানী, ওমর বিন আব্দুল আযীয, তারেক বিন যিয়াদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর প্রমুখ যুবকদের ভূমিকা ইসলামে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, চীন বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও লক্ষ লক্ষ যুবকদের ভূমিকা স্মরণীয়। সাথে সাথে চেচনিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, ফিলিস্তীন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে এক শ্রেণীর যুবকদের জান-মালের বিনিময়ে স্বাধীনতা ও ইসলামকে রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে গোটা মুসলিম তথা ইসলামকে চিরতরে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যও এক শ্রেণীর যুবক তাদের সর্বশক্তি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছে। সুসংঘবদ্ধ অমুসলিম জাতি বিচ্ছিন্ন মুসলিম যুবকদেরকে প্রতিমুহূর্তে পাখির ন্যায় মেরে শেষ করছে। মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র আজ রক্তে রঞ্জিত। নৈতিকতা ও মানবতা শূন্য অমুসলিমদের সংঘবদ্ধতার ফলেই আজ অনৈতিকতার বিজয় হয়েছে। আকাশ সংস্কৃতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই একশ্রেণীর যুবকরা গোটা বিশ্বকে জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। সারকথা পৃথিবীতে যতগুলি বিভাগ আছে সবগুলি বিভাগেই যুবসমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি ও প্রতিভা যদি যুবসমাজ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করত, তাহ'লে আমাদের সমাজ শান্তি ও কল্যাণময় আদর্শ সমাজে পরিণত হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বয়সের গুরুত্ব দিয়ে এরশাদ করেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَـرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ.

'পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবকাশকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مَنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তানকে স্ব-স্থান হ'তে এক কদমও নড়তে দেওয়া হবে না। (১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে (২) যৌবনের সময়টাকে কিভাবে ব্যয় করেছে (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে (৪) তা কোন পথে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না'।[৫] আল্লাহ্র পথে বিদ্যমান যুবসমাজের নাজাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ.

'সাত শ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহ্র পথে কাটিয়েছে'।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অমীয় বাণীর মাধ্যমে যুবসমাজের গুরুত্ব ও ভূমিকা আমাদের নিকট পরিস্কার। সুতরাং ১৫ কোটি নাগরিকের দেশ বাংলাদেশ। এদেশে মোট জনসংখ্যার ৩০% যুবকের মোট পরিসংখ্যান দাড়ায় ৪,৫০,০০,০০০ (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)। অপর দিকে তিন কোটি আহলেহাদীছের মধ্যে নব্বই লক্ষ্য আহলেহাদীছ যুবক রয়েছে। ১% যুবক যদি ন্যায়ের উপর থাকে তাহ'লে তাদের সংখ্যা দাড়ায় ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাযার) এবং তন্মধ্যে ৯০,০০০ (নব্বই হাযার) হয় আহলেহাদীছ যুবক। উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ৯৯% যুবকই মানব সম্পদ থাকছে না; বরং মানব সম্পদ নষ্টের কারখানায় পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় ৯৯% যুবককে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য আমাদের করণীয় কিছু দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১। ১% আদর্শবান যুবক ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে একটি মাত্র ইউনিটে পরিণত হ'তে হবে।

---

৪. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৩৫৫।*
৫. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী হা/২৩৯১; মিশকাত হা/৭০১।*

Contents

২। নষ্ট যুবকদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩। অনুসরণীয় একজন আদর্শবান যুবক হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজন সেগুলো অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আল্লাহ পাক মানুষের জন্ম-মৃত্যুর সুন্দর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এবং যতদিন পৃথিবী চলমান থাকবে ততদিন মানুষের কর্মক্ষেত্রের বিষয়টি অনুরূপভাবে চলমান থাকবে। প্রত্যেকটি সার্ভিসের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত আছে। সময়সীমা শেষ হ'লে অবসরে চলে যান। সেখানে নতুন একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং সিনিয়রদের অনুসরণ করে চলেন এবং চলাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তিক্ত সত্য কথা হ'ল এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ সিনিয়র চাকুরী জীবির অনেকেই দুর্নীতির সাথে যুক্ত। তাই প্রয়োজন নৈতিকতা সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ও যুবকের। যারা অনৈতিকতার সাথে আপোষ করবে না এবং হাত ও যবান দ্বারা অন্যায়কে প্রতিহত করতে না পারলেও অন্ততঃ অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে।

৪। চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনা। আমরা অনেকে বলে থাকি, শিক্ষকের নিকট যায় লেখাপড়া শিখতে আর নেতার কাছে যায় রাজনীতি শিখতে। এ ধরনের বাতিল শ্লোগান পরিহার করতে হবে।

৫। যুবসমাজ, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতায় ও নিজস্ব উদ্যোগে সারা দেশে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মসজিদ ভিত্তিক লাইব্রেরী গড়ে তোলা এবং সঠিক আক্বীদা সংক্রান্ত বই সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারকে সম্মিলিতভাবে পরামর্শ দান ও সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা করা।

৭। বেকারত্ব দূরীকরণে যুবকদের চাকুরী উপযোগী করার জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে চাকুরীর ব্যবস্থা করা।

৮। অপসংস্কৃতি লালনের মাধ্যমেই যুবসমাজ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা, যোগ্যতা ও দক্ষতা মানব সম্পদ তৈরীর জন্য ইসলামী সংস্কৃতির স্রোতধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯। জাতির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল সংবাদ পত্র। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নৈতিকতা সম্বলিত লেখনী সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য সাংবাদিক ও কলামিষ্টদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। সাংবাদিকতার উপর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা ও কলাম লেখা বিষয়ে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

১০। সংবাদ পত্র পাঠক ফোরাম গঠন করা এবং নিয়মিতভাবে পাঠক ফোরামের কার্যাবলী পরিচালনা করা।

১১। স্বার্থন্দ্বের রাজনীতি পরিহার করে জ্ঞান চর্চায় ব্রতী হওয়া। কারণ বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে যার মেধা আছে সেই টিকে থাকবে।

১২। তাক্বওয়াবান, শিক্ষিত ও সুধীজনদের আনুগত্যসহ তাদের পরামর্শ গ্রহণ ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩। সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪। লাইনচ্যুত যুব সমাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিবারভিত্তিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

১৫। যৌবনের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে হবে।

১৬। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পুরস্কার কেবলমাত্র কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

১৭। চলমান সময়কেই অপেক্ষাকৃত উত্তম সময় বলে মনে করতে হবে।

১৮। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সময়, শ্রম, মেধা ও আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১৯। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল করতে হবে।

২০। দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আমাদের ধারণা, দুর্নীতির দায়ে যারা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারাই দুর্নীতিবাজ। ধারণাটি পূর্ণাঙ্গ ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা দায়িত্ব যথাযথ পালন করছি না, তারাও দুর্নীতি থেকে মুক্ত নই।

২১। দেশ প্রেমিক হ'তে হবে এবং রাষ্ট্র ও দেশদ্রোহী কোন কাজে জড়িত হওয়া যাবে না। রাষ্ট্রদ্রোহী কোন কার্যকলাপ দেখলে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে।

২২। সর্বোপরি হতাশা পরিহার করতে হবে। কারণ মুমিনের জন্য হতাশা বৈধ নয়।

পরিশেষে বলব একটি আদর্শ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভূমিকা রয়েছে। একজন সচেতন নাগরিক এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদের এই দায়িত্ব অনেক বেশী। অতএব হে যুবসমাজ! এসো এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য আল্লার দেওয়া প্রতিফোঁটা রক্ত দেশ, জাতি ও অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

Contents

খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিঃ কারণ ও প্রতিকার

*নূরুল ইসলাম**

খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় (Burning issue)। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া বিশ্বব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সদম্ভে শিরদাঁড়া সোজা করে। কোন ক্রমেই যেন এর রাশ টেনে ধরা যাচ্ছে না। সে বেপরোয়াভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষকে দলিত-মথিত করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সর্বত্রই নিরন্ন-বুভুক্ষু-অনাহারক্লিষ্ট বনু আদমের আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। তবে খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রধান শিকার হচ্ছে এশীয়বাসী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী মোট ৫২ কোটি ৭০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে পূর্ব এশিয়ার ১৬ কোটি ৩০ লাখ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬ কোটি ৪০ লাখ লোক চরম ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ২০০০ সালের পর থেকে পৃথিবীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মূল্য প্রায় ৭৫ ভাগ বেড়ে গেছে। গমের দাম বেড়েছে শতকরা ২০০ ভাগ। বিগত তিন বছরে বিশ্বে খাদ্যের গড়পড়তা দাম বেড়েছে ৮৩ শতাংশ। ফাও'র মতে খাদ্য মূল্যসূচক শুধু ২০০৭ সালেই ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে আমদানীকৃত খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫%। ফাও বলেছে, বিশ্বে ২০০৬ সালের চেয়ে ২০০৭ সালে গমের দাম ৪২, তেল ৫০ ও দুধ ৮০ শতাংশ বেড়েছে। সম্প্রতি ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক বলেছেন, 'খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ায় এ মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ২০০ কোটি মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে। এ সংকটের ফলে গরীব দেশগুলোর আরও ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার হবে'। এমনকি এর ফলে পশ্চাৎপদ দেশগুলোর অন্তত ১০ কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে বলে জাতিসংঘ থেকে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

'ফাও'-এর মতে বিশ্বের ৮৫ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার। ক্ষুধার জ্বালায় পৃথিবীতে দৈনিক ১৮ হাযার শিশু মারা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সম্প্রতি বলেছে, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির এই সংকট বিশ্বে ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকার সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যেই এর আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পণ্যের মূল্য আকাশচারী হওয়ায় মেক্সিকো, সেনেগাল, মৌরিতানিয়া, ইয়েমেন, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক, গিনি, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পেরু, মিসর, ক্যামেরুন, সূদান, উজবেকিস্তান, আর্জেন্টিনা, ইথিওপিয়া, মাদাগাসকার, ফিলিপাইন, বুরকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে দাঙ্গা, হল্লা, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আইভরিকোস্টে জাতিসংঘের খাদ্য গুদামে লুটপাট হয়েছে। হাইতির প্রধানমন্ত্রী জ্যাকুয়েস এডোয়ার্ড আলেক্সিস ও আর্জেন্টিনার অর্থমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। উত্তর কোরিয়ায় খাদ্য সংকটের কারণে সৈনিকরা সেনাবাহিনীর চাকরী ছেড়ে পালাচ্ছেন। বস্তাভর্তি চাল কিনতে অভ্যস্ত লাইবেরিয়ার জনগণকে পেয়ালায় করে চাল কিনতে দেখা গেছে। অভাবের তাড়নায় ইন্দোনেশিয়ায় সন্তানদের ইয়াতীমখানায় পাঠানোর ব্যাপকতা বাড়ছে। 'সেভ দ্য চিলড্রেন' ও ইন্দোনেশীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা গেছে, দেশটির প্রায় ৮ কোটি ৫০ লাখ শিশুর মধ্যে অন্তত ৫ লাখই ইয়াতীমখানা ও বিনাখরচায় লালন-পালন কেন্দ্রে জীবন-যাপন করছে। এদের ৯০ ভাগেরই পিতা-মাতার যেকোন একজন অথবা উভয়ে জীবিত আছেন। বিশ্বব্যাংকের মতে, সাড়ে ২৩ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ার অর্ধেকের বেশী লোক দিনে ২ মার্কিন ডলারের কম আয় করে।

দেশে দেশে সুনামি, নার্গিস ও সিডরের গতিতে হু হু করে মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলেছে। জিম্বাবুয়েতে গত মার্চ মাসের হিসাবে মূল্যস্ফীতি ছিল তিন লাখ ৫৫ হাযার শতাংশ। ফেব্রুয়ারীতে সেখানে মূল্যস্ফীতির হার ছিল এক লাখ ৬৫ হাযার শতাংশ। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির কারণে জিম্বাবুয়েতে বর্তমানে একটি স্যান্ডউইচের মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি জিম্বাবুইয়ান ডলার। দেশটিতে ১৫ কেজি ওযনের এক ব্যাগ আলু কিনতে ২৬ কোটি ডলার খরচ করতে হয়। দেশটির ৮০ শতাংশ জনগণই বেকার। ইরাকে বর্তমানে মূল্যস্ফীতির হার ৫৩.২ শতাংশ, গায়ানায় ৩০.৯ শতাংশ, আফ্রিকার কৃষিপ্রধান দেশ স্যান টমে এ্যান্ড প্রিন্সাইপে ২৩.১, ইয়েমেনে ২০.৮, মিয়ানমারে ২০, উজবেকিস্তানে ১৯.৮, কঙ্গোতে ১৮.২, আফগানিস্তানে ১৫.৫, সার্বিয়ায় ১৫ ও ভারতে ১১.০৫ শতাংশ।[১] কুয়েত থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-ফুরক্বান' পত্রিকায় বলা হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আরব বিশ্বের জনগণকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ৫০ শতাংশের অধিক বেড়েছে। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে শুধু মিসরেই খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্ষেত্রবিশেষে ১০০ শতাংশ বেড়েছে।[২]

* এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *প্রথম আলো, ২৬ মে '০৮, পৃঃ ১৪; ইনকিলাব ২৩ জুন '০৮, পৃঃ ৬।*
২. *আল-ফুরক্বান, কুয়েত, সংখ্যা ৪৮৫, ৭ এপ্রিল '০৮, পৃঃ ১৮-১৯।*

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে এশিয়ার ১০০ কোটি মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ কোটি মানুষ পূর্ব থেকেই দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছিল। নতুন করে আরো ৪০ কোটি মানুষ এ কাতারে শামিল হয়েছে। ফলে ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এমডিজি'র অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে উক্ত সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তথা যাদের দৈনিক আয় ১ ডলারের কম এবং যারা খাদ্যাভাবে জর্জরিত সেসব মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা।[৩] 'ফাও'-এর মহাপরিচালক জ্যাক দিউফ অতি সম্প্রতি বলেছেন, 'বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ঐ লক্ষ্য পূরণ হ'তে ২১৫০ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে'। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) প্রধান জোসেট শিরান মন্তব্য করেছেন, "We enter a new era of hunger". 'আমরা ক্ষুধার একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছি'। সম্প্রতি রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তাহ'লে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। খাদ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। আমাদের এখনই সমস্যা মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে হবে'।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিশ্বব্যাপী এ নীরব দুর্ভিক্ষ ও সুনামির সৃষ্টি হয়েছে? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে বায়োফুয়েল বা জৈবজ্বালানির কথা। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মতে বিশ্বে খাদ্যের দাম বাড়ার জন্য জৈবজ্বালানি ৩০ শতাংশ দায়ী। অবশ্য বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বায়োফুয়েল ব্যবহারকারী আমেরিকা নিজেদের দোষ ধামাচাপা দিতে গিয়ে বলেছে, খাদ্যের দাম বাড়ার জন্য জৈবজ্বালানি দুই থেকে তিন শতাংশ দায়ী। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা 'অক্সফাম' তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, বায়োফুয়েলের কারণে বিশ্বে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়োফুয়েল উৎপাদনের জন্য খাদ্যশস্য ব্যবহার করে বিশ্বে খাদ্য ঘাটতিকে আরো প্রকট করা হচ্ছে। বায়োফুয়েল উদ্ভিদের চাষ করায় খাদ্যশস্য চাষের জমি হ্রাস পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর হিসাব মতে, গত ৩ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে কর্ন ইথানল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। কর্নের মূল্য বৃদ্ধিতে অন্যান্য খাদ্যশস্য বিশেষত সয়াবিনের দাম অব্যাহতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন পেট্রোলিয়াম ও মিথেন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ও মজুদ কমে যাওয়ার ফলে বিকল্প হিসাবে জৈবজ্বালানির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জৈবজ্বালানি হচ্ছে ইথানল ও ডিজেলের সমন্বয়ে তৈরী এক নতুন ধরনের জ্বালানি। ভুট্টা, আখ, যব, গম, চাল ইত্যাদি হচ্ছে জৈবজ্বালানির উৎস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, চীন, থাইল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ জৈবজ্বালানি উৎপাদন করছে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র জৈবজ্বালানি ব্যবহারে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে ২০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ইথানল চাষ করা হচ্ছে এবং চাষের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। দেশটি এজন্য বর্তমানে দশ কোটি টন খাদ্যশস্য ব্যবহার করছে, যা ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের মতো ৪টি দেশের এক বছরের খাদ্য চাহিদার পরিমাণ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০০৪-২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্বে ভুট্টা উৎপাদন বেড়েছে ৫১ মিলিয়ন টন। আর এ সময় কেবল যুক্তরাষ্ট্রই ইথানল তৈরীতে ব্যবহার করেছে ৫০ মিলিয়ন টন ভুট্টা। ব্রিটেন জৈবজ্বালানি তৈরীতে বার্ষিক ভর্তুকি দিচ্ছে ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড।[৪] ব্রাজিল ১২ কোটি হেক্টর কৃষি জমিতে ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ মিলে ৪০ কোটি হেক্টর জমিতে জৈবজ্বালানি উৎপাদন করেছে। ভারত ডিজেল-পেট্রোলের উপর ১০ শতাংশ নির্ভরতা কমাতে ১ কোটি ৪০ লাখ হেক্টর জমিতে জৈবজ্বালানি উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ফসলের জমিতে জৈবজ্বালানি উৎপাদনের এই উন্মাদনা যদি চলতে থাকে, তাহ'লে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের মহাসংকট দেখা দেবে।

আমেরিকায় ২০০৭ সালে ইথানল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২.২ বিলিয়ন এবং ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ইথানল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৮ থেকে ১০ বিলিয়ন। জৈবজ্বালানির উৎস ভুট্টা, আখ, সয়াবিন, পাম, সরিষা প্রভৃতি চাষ করতে গিয়ে সেখানে চাল ও গমের উৎপাদন নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। গম, সয়াবিন ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের দাম হয়েছে গগণচুম্বী। সেকারণ দেশটি তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার মানসে বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করে মজুদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অথচ এক যুগ আগের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যশস্যের উপর বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশ নির্ভরশীল। সংগতকারণেই এর অনিবার্য প্রভাব পড়ছে বৈশ্বিক খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির উপর। হু হু করে বাড়ছে খাদ্যমূল্য। পৃথিবীর কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে উন্নত দেশগুলো তাদের ফোর্ড, পাজেরো, মার্সিডিজ প্রভৃতি নামীদামী গাড়ীর উদরপূর্তি করতে মহাব্যস্ত। অথচ প্রতি ২৫ গ্যালন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ীর গ্যাস ট্যাংক ইথানল দিয়ে পরিপূর্ণ করতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে একজন লোকের সারা বছরের খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৩. *Professor A.R. Bhuyan, "Millennium Development Goals (MDGs): A Review of Bangladesh's Achievements", Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2, Number 1, January-June 2006, Dhaka, p.87.*

৪. *মার্ক লিনাস, 'ধনীরা যেভাবে বিশ্ববাসীকে অনাহারের পথে ঠেলছে', প্রথম আলো, ৭ মে '০৮, পৃঃ ১১।*

জৈবজ্বালানির বিরুদ্ধে ক্রমশ বিশ্বজনমতের বিস্ফোরণ ঘটছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট বৃদ্ধিতে জৈবজ্বালানির ব্যবহারকে দায়ী করে বলেছেন, 'জ্বালানি সমস্যা নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে চলমান ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যাহত করছে'। বিশ্বব্যাংক বায়োফুয়েলকে 'ভ্রান্ত গবেষণা' (misguided experiment) বলে আখ্যায়িত করেছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভোমোরালেস বলেছেন, 'উন্নত ধনী দেশগুলোর মুষ্টিমেয় মানুষের নামীদামী গাড়ী ব্যবহারের মাশুল দিতে হচ্ছে গরীব দেশগুলোকে। এসব দেশের কোটি কোটি মানুষকে জৈবজ্বালানি ব্যবহার করে ক্ষুধার্ত রেখে উন্নত বিশ্বের ধনিক শ্রেণীরা আনন্দফুর্তি করছে'।

গোটা বিশ্বব্যাপী জৈবজ্বালানির বিরুদ্ধে জনমত যখন তুঙ্গে তখন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাসহ পুঁজিবাদী বিশ্ব থোড়াই কেয়ার করছে। সম্প্রতি রোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা বায়োফুয়েলের উৎপাদন নীতিতে কোন পরিবর্তন আনবে না। শুধু তাই নয়, জর্জ ডব্লিউ বুশ আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ভুট্টা থেকে ইথানল উৎপাদনের জন্য ব্যাপকহারে ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এর পিছনে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অভিসন্ধি। খাদ্য সংকটের কারণে ক্রমেই বিশ্বে সহিংসতা দানা বেঁধে ওঠার প্রেক্ষিতে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে আমেরিকা সেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া পুঁজিবাদী বিশ্ব বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটকে পুঁজি করে জমজমাট বীজ, সার ও কীটনাশক বিক্রির ব্যবসা করে লুটে নিচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শস্যবাণিজ্যে আর্চার ড্যানেয়লস মিডল্যান্ড মুনাফা করে ১.১৫ বিলিয়ন ডলার, এ অংক আগের বছরের ৫৫ শতাংশ বেশী। কারগিল মুনাফা করে ১.০৩ বিলিয়ন ডলার, আগের বছরের ৮৬ শতাংশ বেশী। বাঞ্জ করে ৮৬৭ মিলিয়ন ডলার, আগের বছরের ১৮৯ শতাংশ বেশী। বীজ ও কীটনাশক কোম্পানীগুলোর মধ্যে মনসান্টো মুনাফা করে ২.২৩ বিলিয়ন ডলার, আগের বছরের চেয়ে ৫৪ শতাংশ বেশী। ডুপোঁ এ্যাগ্রিকালচার এ্যান্ড নিউট্রিশন লাভ করে আগের বছরের ২১ শতাংশ বেশী এবং মোজাইক কোম্পানী সারের ব্যবসা করে আগের বছরের ১২০০ শতাংশ বেশী মুনাফা করে।[৫]

দ্বিতীয়তঃ জলবায়ু পরিবর্তনঃ জলবায়ুর সাথে কৃষি উৎপাদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ মনুষ্যসৃষ্ট কারণে তথা অবাধে বনাঞ্চল উজাড়িকরণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। জাতিসংঘের মতে, 'খরা, বনউজাড়করণ ও তাপমাত্রার অস্থিতিশীলতার ফলে বিশ্বে প্রতিবছর ইউক্রেনের ক্রমাগতভাবে বাড়ছে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। বর্তমানে বৃক্ষ নিধনের জন্য প্রতি বছর ২০ কোটি টন এবং জৈবজ্বালানি পোড়ানোর ফলে ৫০ কোটি টন কার্বনডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হচ্ছে। অক্সফাম-এর মতে, বায়োফুয়েলের জন্য কৃষি জমি ব্যবহার করে ২০২০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা ৭০ গুণ বাড়িয়ে দেবে। আমরা মাথাপিছু ১৭২ কেজি কার্বন গ্যাস ছাড়ি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ে মাথাপিছু একুশ টন। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের ফলেও বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৮৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট তাপমাত্রা বেড়েছে ৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৯৯০ থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১.৪০ থেকে ৫.৮০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। শিল্প বিপ্লবের আগে অর্থাৎ আঠারো শতক থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৮০ থেকে ৩৭৯ পিপিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) পর্যন্ত এবং ২১০০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৪০ থেকে ৯৭০ পিপিএম।[৬]

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আইপিসিসি)-এর ২০০৭ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে পারে। হিমালয়ের বরফ গলে বাংলাদেশ ও ভারতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেবে। ছড়িয়ে পড়বে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মতো ভয়ঙ্কর রোগ। নদীর পানি কমে গিয়ে সেচকার্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন কমবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বঙ্গোপসাগর, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরে ঘন ঘন সাইক্লোন দেখা দেবে। সমুদ্র উপকূলে নোনা পানির প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার ফলে কৃষি এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের আড়াই কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। আগামী ৩০ বছরের মধ্যে হিমালয়ের বরফের পাঁচ ভাগের চার ভাগই গলে যেতে পারে। এ সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে ০ দশমিক ০৯ থেকে ০ দশমিক ৮৮ মিটার পর্যন্ত। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে ধানের উৎপাদন কমবে আট ভাগ ও গম কমবে ৩২ ভাগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর সব দেশ যদি সমঝোতার মাধ্যমে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বছর গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়, তাহ'লে তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সহজসাধ্য হবে। ফলে কৃষির জন্যও তা হবে কল্যাণকর। উৎপাদিত হবে পরিমিত শস্য।

৫. *ঐ, ৮ জুন '০৮, পৃঃ ১১।*

৬. *বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'জলবায়ু পরিবর্তন: অভিযোজন ও প্রশমন পদক্ষেপ' ঐ, ২ জুন '০৮, পৃঃ ১০।*

তৃতীয়তঃ উৎপাদন কমঃ গত বছর প্রাকৃতিক কারণে বিশ্বে কৃষি উৎপাদন দুই শতাংশ কমে গেছে। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬০টির মতো দেশে শস্য উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ২০০৭ সালে সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে ২ হাযার ১০ কোটি ১৩ লাখ টন, যা ২০০৬ সালের তুলনায় ২১ ভাগ কম। যুক্তরাষ্ট্রের পরে বৃহত্তম খাদ্যশস্য রফতানীকারক দেশ অস্ট্রেলিয়াতে প্রতিবছর প্রায় ২৫ মিলিয়ন বা ২ কোটি ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন হেতু সৃষ্ট খরার কারণে গত ৫ বছরে সেখানে ফসলের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬ সালে সেখানে মাত্র ৯.৮ মিলিয়ন টন শস্য উৎপন্ন হয়েছে। কয়েক বছর ধরে খরার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় শুধু গমের উৎপাদনই ৬০ শতাংশ কমে গেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল রফতানীকারক দেশ ভিয়েতনামে গত বছর শৈত্যপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের কারণে চালের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। গত ৭ বছরে চীনে ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ কমে গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৪ সালে সুনামি এবং ২০০৫ ও ২০০৬ সালে ভূমিকম্পে শস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ৫০ শতাংশ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

চতুর্থতঃ চালের দাম বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। অবশিষ্ট ৫৫ শতাংশ লোকও চাল খায়, তবে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে। অন্য এক পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে যারা হতদরিদ্র অর্থাৎ যাদের দৈনিক আয় এক ডলারের কম, তাদের সংখ্যা ১১০ কোটি। এর দুই-তৃতীয়াংশ বা ৭০ কোটি বাস করে এশিয়ার ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোতে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান মতে বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের ২৬ শতাংশ উৎপাদন করে চীন, ভারত ২০ ও ইন্দোনেশিয়া ৯ শতাংশ। অথচ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য যে পরিমাণ চাল উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন তা ব্যাহত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ২০০৫ সালে ভারত ও চীনে খরা, ২০০৬ সালে ফিলিপাইনে টাইফুন, ২০০৭ সালে বাংলাদেশে দুই দফা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডর, সম্প্রতি মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের কারণে চালের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ঘূর্ণিঝড়ে মিয়ানমারের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে মোট চালের দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হ'ত। তাছাড়া বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে চালের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে দু'টি প্রবণতা কাজ করছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। ১. চাল রফতানীকারক দেশগুলো নিজেদের দেশের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রফতানী বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছে। ২. অনেকে আবার ভবিষ্যতে চালের দাম বাড়ার প্রত্যাশায় চড়া মূল্যে তখন তা বিক্রির জন্য চাল মজুদ করে রেখেছে।

২০০১ সালের পর থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাজারে চালের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে এক টন চালের দাম ছিল ৩৬২ ডলার। ২০০৮ সালের মার্চে তা দ্বিগুণ হয়ে ৭১৫ ডলারে পৌঁছায়। এপ্রিলে টনপ্রতি চালের দাম ছিল ১ হাযার ডলার। গবেষকরা বলছেন, বর্তমান বিশ্বে যে পরিমাণ চাল উৎপাদন হচ্ছে, চাহিদা মোকাবিলায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে আরও ৫০ মিলিয়ন টন বাড়তি উৎপাদন করতে হবে।

পঞ্চমতঃ জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিঃ খাদ্যশস্যের দাম অব্যাহতগতিতে বাড়ার অন্যতম কারণ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি। অথচ বিশ্ববাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। গত ২৭ জুন বিশ্ববাজারে এক ব্যারেল তেলের দাম ছিল ১৪২ ডলার। এ বছরের শুরুতে অশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের নীচে। বিশ্লেষকদের ধারণা, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে তেলের দাম ২০০ ডলারে উন্নীত হবে। সম্প্রতি ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজও এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তেলের মূল্য ব্যারেলপ্রতি ২৫০ ডলার হ'লেও চীন তা ক্রয় করবে বলে জানিয়েছে। তাছাড়া ইসরাঈল কর্তৃক ইরান আক্রমণের হুমকির কারণে তেলের দাম যে ক্রমান্বয়ে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত, তেলের দামের ৬০ শতাংশ বেড়েছে কয়েকটি অর্থকরী সংস্থার অসাধু কার্যকলাপের জন্য বলে জোরালো অভিযোগ উঠেছে।

খাদ্যশস্য ও শিল্প উৎপাদনের প্রাণবারি হচ্ছে জ্বালানি তেল। তেলের দাম বাড়লে সারের দাম বাড়ে। বেড়ে যায় পরিবহন খরচ। দ্রব্যমূল্য হয় গগণচুম্বী। অথচ পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকা কিসিঞ্জারী (হেনরি কিসিঞ্জার) তত্ত্ব Control oil and you control nations; control food and you control the people-এর আলোকে তেল ও খাদ্য নিয়ে রীতিমত রাজনীতি শুরু করেছে। বিশ্বমোড়ল সেজে অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে তারা গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র মজুদের খোঁড়া ও ভিত্তিহীন অজুহাত দাঁড় করিয়ে ইরাক দখল করে বিলিয়ন বিলিয়ন ব্যারেল তেল লুটে নিয়েছে এবং নিচ্ছে। এবার তাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে তেলসমৃদ্ধ ইরানের উপর। প্রসঙ্গত, ইরানে তেলের মজুদ ১৩ কোটি ২৫ হাযার বিবিএল। দৈনিক তেল উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ লাখ ৫০ হাযার বিবিএল। ইরান নিজস্ব প্রয়োজনে দৈনিক তেল ব্যবহার করে ১৬ লাখ ৩০ হাযার বিবিএল। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার তেলক্ষেত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ তো রয়েছেই আমেরিকান কোম্পানীগুলোর হাতে। যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় তেলের শতকরা ১৫ ভাগ আমদানী করে আফ্রিকা থেকে, যেখানে বিশ্বের তেল রিজার্ভের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ রয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় এলাকা থেকে করে ২২ শতাংশ।

ষষ্ঠতঃ কৃষিতে বিনিয়োগ হ্রাসঃ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বশংবদ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের মুখাপেক্ষী করে রাখার জন্য কৃষিতে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি হ্রাসে রীতিমত চাপ প্রয়োগ করে। অন্যথা ঋণ প্রদান না করারও হুমকি প্রদান করা হয়। ফলে অগত্যা তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে কৃষিতে বিনিয়োগ ও ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে সেই টাকা বিদেশী ঋণের সূদ মেটাতে ব্যয় করতে হয়। বাংলাদেশের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে এ প্রবণতাই লক্ষ্য করা গেছে। এর পরিণতিতে এক সময়ের খাদ্য-রফতানীকারক দেশ পরিণত হয় খাদ্য আমদানীকারক দেশে। সাম্প্রতিক মেক্সিকো, মালাবি ও ফিলিপাইন এর জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। 'দ্য ইকোনমিস্ট' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি খাতে সরকারী ব্যয় আগের অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এক প্রবন্ধে জাতিসংঘ সূত্রগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, গত ২৫ বছরে উন্নয়শীল দেশগুলোয় কৃষি খাতে বিনিয়োগ মোট উন্নয়ন-ব্যয়ের ১৭ শতাংশ থেকে তিন শতাংশে নেমে এসেছে। যেখানে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে এবং তৎমাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাবলয় গঠন করতে বছরে তিন হাযার কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য কৃষি বিনিয়োগ প্রয়োজন, সেখানে এসব দেশে প্রকৃত বিনিয়োগ হচ্ছে মাত্র ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। অথচ প্রতিবছর মারণাস্ত্রসহ অস্ত্র কেনাবেচায় খরচ হচ্ছে এক লাখ ২০ হাযার মার্কিন ডলার। সাদামাটা কথায় যা দাঁড়ায় তা হ'ল, অস্ত্র কেনাবেচায় মাত্র ১০ দিনে যে অর্থের অপচয় করা হয়, তা দিয়ে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানবকুলের জন্য যথেষ্ট খাদ্যসম্ভার উৎপাদন করা সম্ভব হ'ত'।[৭]

সপ্তমতঃ পানি সমস্যাঃ জৈবজ্বালানির উৎস ভুট্টা, আখ প্রভৃতির উৎপাদনে বহুল পরিমাণে পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য উৎপাদন চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকায় বেশীর ভাগ অংশেই পানির দুষ্প্রাপ্যতা বেড়েই চলেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ২০৫০ সালের মধ্যে পানির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে আসবে বলে সম্প্রতি জাতিসংঘ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হ'লে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ২৫ কোটি মানুষ মারাত্মক পানিসঙ্কটে পতিত হবে। জাতিসংঘের ভাষ্য অনুযায়ী বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশী মানুষ ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং দূষিত পানি পান করে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ হাযার শিশু পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০২৫ সালে ৫ হাযার কোটি লোক এমন সব দেশে বাস করবে যেখানে পানি সরবরাহ অপ্রতুল থাকবে। 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর এ্যাটমস্ফেরিক রিসার্চ ইন বোল্ডার'-এর বিজ্ঞানী ক্যাথলিন মিলার বলেছেন, 'আমরা সবাই পানির উপর নির্ভরশীল। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পানি সমস্যার প্রভাব পড়বে পরিবেশ ও প্রতিটি মানুষের উপর'।

অষ্টমতঃ সারের মূল্য বৃদ্ধিঃ শস্য উৎপাদনের অন্যতম উপাদান সার। অথচ বিশ্বব্যাপী সারের উচ্চমূল্য খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি নতুন হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, গত ৫ বছরের মধ্যে সারের মূল্য শতকরা ১৫০ ভাগ বেড়ে গেছে। ফিলিপাইনে এক বস্তা সারের দাম এখন ১,৮০০ পেসো বা ৪৩ ডলার। এক বছরেরও কম সময়ের আগে সেখানে এ সারের দাম ছিল ১,০০০ পেসো। এদিকে চীন পটাশ সারের যোগান অব্যাহত রাখতে এক বছর আগের চেয়ে তিন গুণেরও বেশী দামে তা কিনতে সম্মত হয় গত মে মাসে। বিশ্বে সারের সবচেয়ে বড় আমদানী বাজার চীনের ঐ সিদ্ধান্তের কারণে বৈশ্বিক সারের বাজারে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, টনপ্রতি ৬৫০ থেকে ৬৭০ ডলার দিয়ে হলেও ঐ সার কিনবে চীন।

সমগ্র বিশ্বে চলমান ভয়াবহ খাদ্য সংকটের জন্য গত ২০ বছরে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভুল নীতিই দায়ী। জাতিসংঘের শীর্ষ উপদেষ্টা অলিভার দ্য শাল্টার গত ২ মে বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) কৃষি খাতে পুঁজি বিনিয়োগকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে অনুৎপাদনশীল খাতে শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে বছরের পর বছর'। তিনি এগুলোকে দায়িত্বহীন বলে আখ্যায়িত করে বলেন, 'অনুৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং কৃষি খাতের দিকে গভীর মনোসংযোগ করতে হবে'। চলমান খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন কৃষিতে বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'কৃষিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে আমাদের সামনে ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সংকট আমাদের সামনে আগের নীতিগুলো পুনর্বিবেচনার সুযোগ নিয়ে এসেছে। এ সুযোগকে আমাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে'।

বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, 'খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নে আমাদের যরূরী ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। নতুন অর্থায়নের কলাকৌশল নির্ধারণসহ গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের প্রতি আমাদের মনোযোগী হ'তে হবে। সংকট নিরসনে রফতানী নিষেধাজ্ঞা

৭. *ঐ, ১০ জুন '০৮, পৃঃ ১১।*

এবং আমদানী শুল্ক ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের মূল কারণ অনুসন্ধানে দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে'। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক গত ৪ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যে বাধানিষেধ থাকার ফলেই খাদ্যের দাম বাড়ছে এবং দরিদ্র জনগণ দুর্ভোগের মুখে পড়ছে'। ঐ সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, 'রফতানী ও বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আমাদের একটি আন্তর্জাতিক আহ্বানের প্রয়োজন। বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে'। 'এশিয়া-ইউরোপ পিপলস ফোরাম' (এইপিএফ) নেতৃবৃন্দ চলমান খাদ্য সংকট উত্তরণে একটা সমন্বিত মজুদ গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন।

আসলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে চলমান খাদ্য সংকট থেকে উত্তরণ লাভের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণের রক্ত চুষে মুনাফার ওহোদ পাহাড় গড়া থেকে পুঁজিবাদী বিশ্বকে বিরত থাকা। বিশ্বমানবতার কল্যাণের স্বার্থে তেল ও খাদ্য নিয়ে রাজনীতি ও দখলনীতি বন্ধ করা। এক্ষেত্রে উন্নত ও প্রভাবশালী দেশগুলোর অনুচর ও বশংবদের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিরন্ন মানুষের অন্ন যোগানোর জন্য বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রকে যুদ্ধদামামা বাজানোর ক্ষেত্রে জগৎশেঠ গংয়ের ভূমিকা পালন থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। বিশ্বে ইনছাফ, ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ "Global Justice must precede global peace" 'বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা'। যদি তা সম্ভব হয় তাহ'লে 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার রোমের শীর্ষ সম্মেলনে ব্যক্ত করা হয়েছে তা স্বার্থক-সফল হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[চলবে]

মি'রাজ ও তার উপহার

*এচই. এম. হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম**

মি'রাজ শব্দটি আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ'ল ঊর্ধ্ব গমন বা আকাশ ভ্রমণ। পরিভাষায় মি'রাজ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহে ও তাঁর বিশেষ আহ্বানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে সাত আসমান ভেদ করে অকল্পনীয় দ্রুতগতি সম্পন্ন যানে চড়ে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছা এবং তাঁর সাথে কথোপকথন শেষে উম্মতের জন্য ছালাত সহ আরো কিছু উপহার নিয়ে দুনিয়ার বুকে স্ব-শরীরে আবার ফিরে আসাকে।

মি'রাজের তারিখঃ

অতি বরকতময় ও ঐতিহ্যবাহী এই মি'রাজ কোন মাসের কত তারিখে সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত ছহীহ, হাসান, যঈফ সকল প্রকারের বর্ণনা একত্রিত করলে তার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে 'ইসরা' অর্থাৎ মি'রাজের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালীন সফর মাত্র একবার হয়েছিল, একাধিকবার নয়। যদি একাধিকবার হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে বিষয়ে উম্মতকে অবহিত করে যেতেন। খ্যাতনামা জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর বরাতে তিনি বলেন যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল'।

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী এ বিষয়ে ৬টি মতামত উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) নবুঅত প্রাপ্তির বছর। এটি ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারীর মত (২) ৫ম নববী বর্ষে। এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ইমাম নববী ও ইমাম কুরতুবী (৩) ১০ম নববী বর্ষের ২৭শে রজবের রাতে। এটা পসন্দ করেছেন সুলায়মান মানছূরপুরী (৪) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) কেউ বলেছেন, হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে।

অতঃপর মুবারকপুরী বলেন, প্রথম তিনটি মত গ্রহণযোগ্য নয় একারণে যে, খাদীজা (রাঃ) ১০ম নববী বর্ষের রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তখনও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয়নি। আর এ বিষয়ে সকলে একমত যে, ছালাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে (অতএব ২৭শে রজব তারিখে মি'রাজ হয়েছে বলে যে কথা চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই)। বাকী তিনটি মত সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলির কোন্টিকে আমি অগ্রাধিকার দেব ভেবে পাই না।

* *যায়েদ টাউন, বাহরাইন।*

তবে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ইসরা-র ঘটনাটি খুবই শেষের দিকে হয়েছিল'।[১]

বলা বাহুল্য যে, আল্লামা মুবারকপুরীর এ মন্তব্য পূর্বে বর্ণিত তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ওরফে ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪হিঃ)-এর বরাতে ইবনু কাছীরের বক্তব্যকে সমর্থন করে। অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজ হয়েছে। তবে সঠিক তারিখ অন্ধকারে রাখার কারণ এটাই, যাতে মুসলমান মি'রাজের শিক্ষা ও তাৎপর্য ভুলে একে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় বেঁধে না ফেলে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যে থেকে আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহনের চেষ্টায় রত থাকে। দুর্ভাগ্য যে, এখন সেটাই হচ্ছে। আমরা এখন মি'রাজের মূল শিক্ষা বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমরা এখন উন্নয়নমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়েছি। মি'রাজের রূহ হারিয়ে তার অনুষ্ঠান নামক কফিন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি।[২]

মূল ঘটনাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَتِنَا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল' *(বনী ইসরাঈল ১)*। এই আয়াতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন মক্কায় ছিলাম, তখন এক রাতে আমার সামনে একটি বোরাক্ব আনা হ'ল। যা ছিল শুভ্র বর্ণের, গাধার চেয়ে একটু বড় এবং খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট। তার প্রতিটি কদম সেখানেই গিয়ে পড়ত, যেখানে তার দৃষ্টির সীমানা পৌঁছত। আমি তার উপর আরোহণ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পৌঁছলাম। মসজিদের পার্শ্বেই একটা খুঁটিতে আমার বোরাক্বটিকে বেঁধে দিলাম। যেই খুঁটিতে নবী-রাসূলগণ বাহন বেঁধে রাখতেন। মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে বের হয়ে দেখলাম জিবরাঈল দু'টি পাত্রে করে দুধ ও শারাব নিয়ে দণ্ডায়মান। আমি দুধের পাত্রটাই বেছে নিলাম। তিনি বললেন, আপনি আপনার অভ্যাস অনুযায়ী ভালটাই নির্বাচন করেছেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে আকাশের দিকে রওনা করলেন। উল্লেখ্য, আকাশ ভ্রমণে রওনা করার পূর্বে জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন, অতঃপর ঈমান ও হেকমতে দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে দেন।

যখন আমরা প্রথম আকাশে পৌঁছলাম, তখন জিবরাঈল (আঃ) আকাশের প্রহরীকে প্রবেশদ্বার খুলতে বললেন। প্রহরী বললেন, কে? তিনি জবাব দিলেন, আমি জিবরাঈল। প্রহরী আবার প্রশ্ন করল, আপনার সাথে কে? তিনি জবাব দিলেন, আমার সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)। প্রহরী আবার প্রশ্ন করলেন, তাঁকে কি দাওয়াত করে আনা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। সেখানে আমরা এক ব্যক্তিকে বসা দেখতে পেলাম। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? জিবরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, তিনি আদম (আঃ)। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য উত্তম দো'আ করলেন।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'সেখানে একজন লোক বসা ছিল। তার ডান পাশে কিছু রূহ ছিল এবং বাম পাশে কিছু রূহ ছিল। তিনি যখন ডান দিকে তাকাতেন তখন হাসতেন, আবার যখন বাম দিকে তাকাতেন তখন তিনি কাঁদতেন। আদম (আঃ) বললেন, সৎ নবী ও সৎ ছেলেকে স্বাগতম। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে বললাম, ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ও বাম পাশের লোকেরা তাঁর সন্তান। ডান দিকে যারা আছে, তারা হ'ল জান্নাতী। তাই তাদের দিকে ফিরে তিনি হাসেন। আর বাম দিকে যারা আছে তারা হ'ল জাহান্নামী, তাই বাম দিকে ফিরে তিনি কাঁদেন'।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছলাম, তখন প্রহরীর সাথে তাই কথোপকথন হ'ল যা প্রথম আকাশের প্রহরীর সাথে হয়েছিল। সেখানে আমরা ঈসা ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তাঁরাও আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে উত্তম দো'আ করলেন। তারপর আমরা তৃতীয় আকাশে পৌঁছলাম, আর প্রতিটা আকাশের প্রবেশদ্বারেই প্রহরীর সাথে প্রথম আকাশের প্রহরীর ন্যায় কথোপকথন হ'ল। সেখানে আমরা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যের অর্ধেক যেন তাকেই দান করেছেন। তিনি আমারদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য উত্তম দো'আ করলেন। তারপর আমরা চতুর্থ আকাশে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমরা ইদরীস (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য উত্তম দো'আ করলেন। তারপর আমরা পঞ্চম আকাশে পৌঁছলাম, সেখানে গিয়ে আমরা হারূণ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য উত্তম দো'আ করলেন। তারপর আমরা ষষ্ঠ আকাশে

১. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ* ১৩৭।
২. *আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০০৪, দরসে কুরআন: মি'রাজ, পৃঃ ৭-৮।*

পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমরা মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য উত্তম দো'আ করলেন। তারপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমরা ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মূরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। উল্লেখ্য, বায়তুল মা'মূর কা'বা শরীফের মৌলিক ভবন। সেখানে প্রতিনিয়ত সত্তর হাযার ফেরেশতার একটি করে দল প্রবেশ করে ইবাদত-বন্দেগী করে বেরিয়ে যায়, তাদের ভাগ্যে আর কখনো এখানে আসার সুযোগ হবে না। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গেলেন। সেখানে একটা বিশালাকারের বরই গাছ দেখতে পেলাম। তার পাতার আকৃতি হাতির কানের মত। আর তার ফলের আকৃতি বড় সাইজের কলসির মত। সেখানে বিভিন্ন রঙের স্বর্ণের প্রজাপতিরা এদিক-সেদিক উড়াউড়ি করছে। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে। এখানেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে বিশাল আকারের ছয়শত পাখা সহ তার স্বরূপে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র সাথে পর্দার আড়ালে থেকে কথোপকথন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুর উম্মতের জন্য ৫০ ওয়াক্ত ছালাত উপহার দিলেন। তিনি খুশি মনে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, আপনি আল্লাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমার উম্মত দুর্বল। তারা এতগুলো ছালাত কিভাবে আদায় করবে? আপনি মেহেরবানী করে একটু কমিয়ে দিন। তিনি ফিরে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে এই আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে ৫ ওয়াক্ত ছালাত কমিয়ে দিলেন। এভাবে বেশ কয়েকবার মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল, আর তিনি খোঁজ-খবর জেনে বার বারই আল্লাহ্র কাছে গিয়ে আরো কিছু কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। অবশেষে ৫ ওয়াক্ত ছালাতে এসে ক্ষ্যান্ত হ'লেন। কিন্তু তবু মূসা (আঃ) বললেন, আবারো যান, আরো কিছু কমিয়ে নিয়ে আসেন। এবার আমাদের নবী (ছাঃ) বললেন, আমার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার ভীষণ লজ্জা করছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! প্রতিদিন রাতে আপনার উম্মতের উপর মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হ'ল। আর প্রতি ওয়াক্তের জন্য দশ ওয়াক্তের ছওয়াব দেওয়া হবে। এভাবে পাঁচ ওয়াক্তে পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব দেওয়া হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি ভাল কাজের নিয়ত করে সাথে সাথে তার আমলনামায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। কাজটি সম্পন্ন করার পর দশটি নেকী তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যে কোন খারাপ কাজের নিয়ত করে সাথে সাথে তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না। তবে কাজটা সম্পন্ন করার পরই কেবল তার আমলনামায় একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। সেখানে তাঁকে জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করানো হয়। অবশেষে তিনি বোরাক্বে আরোহণ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে অন্ধকার থাকতেই স্ব-শরীরে মক্কায় ফিরে আসেন।[৩]

মি'রাজ সম্পর্কে কয়েকটি জানার বিষয়ঃ

(এক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল না-কি স্ব-শরীরে হয়েছিল?

মক্কা থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত স্ব-শরীরে হয়েছিল এই বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে পরবর্তী ভ্রমণটুকু কি স্ব-শরীরে না-কি স্বপ্নে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মতামত পাওয়া যায়। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল মক্কা থেকে শুরু করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস, সপ্তআকাশ ভ্রমণ, বায়তুল মা'মূর পরিদর্শন, সিদরাতুল মুন্তাহায় গমন, জিবরাঈল (আঃ)-এর স্বরূপ দর্শন, আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন সেরে অবশেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন এর সম্পূর্ণটাই ছিল জাগ্রত ও স্ব-শরীরে। তার প্রমাণ হ'ল মি'রাজ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতটি।

১. বনী ইসরাঈলের প্রথমেই বলা হয়েছে, سبحان الذى 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা যিনি'। আসলে سبحان শব্দটা অতি আশ্চর্যবোধক স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মি'রাজ যদি স্ব-শরীরে না হয়ে স্বপ্নযোগে হ'ত, তাহ'লে এতে আশ্চর্যের কি ছিল? কারণ স্বপ্নতো যে কেউ দেখতে পারে।

২. এই আয়াতের মধ্যাংশে عبد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হ'ল বান্দা বা দাস। আর শুধু আত্মাকে দাস বলা যায় না। আত্মা ও দেহের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়।

৩. তিনি যখন এই ঘটনা উম্মে হানীর কাছে বর্ণনা করেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, এই ঘটনা আর কারো কাছে বর্ণনা না করার জন্য। কারণ কাফেররা শুনলে তারা আপনাকে আরো বেশী মিথ্যাবাদী বলবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য প্রকাশে নির্ভীক ছিলেন। তিনি সকলের কাছেই ব্যাপারটা বললেন। দুষ্টু কাফেরদের দুষ্টুমীতে যেন আরো একটি মাত্রা যোগ হ'ল। তারা এটা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিল। বিশেষ করে নওমুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝাতে লাগল। এমনকি কতক নওমুসলিম এই ঘটনা শুনে ইসলাম ধর্মও ত্যাগ করল। ঘটনাটা স্বপ্নযোগে হ'লে এত কিছু ঘটত না। তবে যারা খাঁটি মুসলমান তারা ঠিকই বিশ্বাস করল। এমনকি সর্বপ্রথম এই ঘটনাকে অকপটে বিশ্বাস করে আবু বকর (রাঃ) 'ছিদ্দীক' উপাধি লাভ করেন।

৩. বুখারী হা/১৫৫৫; মুসলিম হা/৪১৩; আহমাদ হা/২০৭৮১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৬; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৪।

(দুই) মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখতে পেয়েছিলেন কি?

এই সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُوْلُ لاَتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ. 'যারা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরাসরি আল্লাহকে দেখেছেন তারা মিথ্যা বলে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না' *(আন'আম ১০৩)*।[৪]

(তিন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আকাশ ভ্রমণের পূর্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায় করেছেন না-কি ফিরে এসে ছালাত আদায় করেছেন? কেউ বলেন, আকাশ ভ্রমণের পূর্বে ছালাত আদায় করেছেন। আবার কেউ বলেন, ফিরে এসে ছালাত আদায় করেছেন। তবে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আকাশ ভ্রমণের পর ফিরে এসে ছালাত আদায় করেন। কেননা যদি আগে হ'ত তাহ'লে ছালাতের সময়ই সকল নবী-রাসূলগণের সাথে পরিচয় পর্ব হয়ে যেত। কিন্তু দেখা গেল জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতি আকাশে নবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এতে বুঝা যায় যে, ফিরে এসেই ছালাত আদায় করেছেন।[৫]

(চার) মি'রাজ সম্পর্কে সূরায়ে বনী ইসরাঈলের উল্লিখিত আয়াতের মধ্যাংশে بعبده শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে আরো কাছে করে নিলেন। আর বললেন, 'তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছেন'।

(পাঁচ) ইবাদত-বন্দেগীর যাবতীয় হুকুম-আহকাম আল্লাহ তা'আলা অহি-র মাধ্যমে দুনিয়াতেই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু একমাত্র ছালাতের হুকুমই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বিশেষভাবে দাওয়াত করে বিশেষ স্থানে নিয়ে তারপর বান্দার জন্য উপহার দিলেন। কিন্তু বিশেষ এই আমলটা খুব কম সংখ্যক লোকেরাই পালন করে যাচ্ছে। অথচ এটা এমন এক উপহার যার মাধ্যমে বান্দার যাবতীয় গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যায় বলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেহেতু এটা বিশেষ আমল, তাই এটার হিসাবও বিশেষভাবে নেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ. 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতেরই হিসাব নেওয়া হবে'।[৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

৪. বুখারী হা/৩১৬৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৬; মুসলিম হা/৪২৩।
৫. মা'আরিফুল কুরআন পৃঃ ৭৬৪।
৬. নাসাঈ হা/৪০০২; তিরমিযী হা/৪১৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৫; হাকেম হা/৯৬৬, ১৬৫০১; বায়হাক্বী হা/৪১০৪; আহমদ হা/৯২১০।

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ তার মধ্যবর্তী সময়ের কাফফারা স্বরূপ। অবশ্য যদি বান্দা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে'।[৭] অন্যত্র পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالُوْا: لاَيَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

'যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় নদী থাকে আর সেখানে সে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তাহ'লে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটিই হ'ল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ। এর দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমুহ ক্ষমা করে দেন'।[৮]

(ছয়) মি'রাজের রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাত ছাড়া আরো দু'টি জিনিস উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন। তা হ'ল- (ক) সূরা বাক্বারার শেষের কয়টি আয়াত (খ) যারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক তথা শিরক করবে না তাদেরকে ক্ষমা করা হবে।[৯]

অতএব আসুন মি'রাজের রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য যা উপহার পাঠিয়েছেন তার প্রতি যত্নবান হই। সেই সাথে মি'রাজ সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মু'জিযা, কথা ও কাজকে আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর মত দৃঢ় ঈমান রেখে তার উপর আমল করে যাওয়ার পণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৭. মুসলিম হা/৫৪৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪১৮; তিরমিযী হা/২১৪; খুযাইমাহ হা/৩১৪; বায়হাক্বী হা/৪৫৫৩; মিশকাত হা/৫৬৪।
৮. বুখারী হা/৫০৫; মুসলিম হা/১৫২০; বায়হাক্বী হা/৫০৭৬; তিরমিযী হা/২৮৬৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭২৬; আহমদ হা/৮৭০৫; নাসাঈ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৫৬৫।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৫।

সচ্চরিত্র : মানব উন্নতির অন্যতম সোপান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সচ্চরিত্রের উপাদান: সততা, সত্যনিষ্ঠা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব, পরোপকারিতা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় এবং কর্তব্য পালন হ'ল চরিত্রের মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য। এগুলো মানুষ যখন নিজের মধ্যে বিকশিত করে তোলে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখন উত্তম চরিত্র তার স্বভাবের সাথে সমীভূত হয়ে যায়। ফলে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক আচরণও উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ পেতে থাকে। আর এ পর্যায়ে গিয়ে ব্যক্তির চরিত্র তার জন্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। সর্বোপরি ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।[৩৬]

১. মানবিক গুণাবলী হিসাবে ধৈর্য, সাহস, আনুগত্য, সততা, সৌজন্য, নির্ভরযোগ্যতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদি।

২. শৃংখলা, সময়ানুবর্তিতা, সহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি সামগ্রিক আচার-আচরণ অভ্যাস।

৩. দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সমন্বিত ভাবাবেগ।

৪. হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা ইত্যাদি পরিহার এবং কু-প্রবৃত্তি দমন।

৫. ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, পরহিতব্রত ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসাবে গ্রহণ।

চারিত্রিক কিছু মহৎ গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও ব্যবহার ভাল সে ব্যক্তি আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং ক্বিয়ামত দিবসে সে আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে। আর আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি ক্বিয়ামত দিবসে যারা আমার থেকে দূরে থাকবে তারা হ'ল যারা অনর্থক বকবক করে, উপহাস করে এবং অহংকার প্রদর্শন করে'।[৩৭]

আলোচিত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো কোন ব্যক্তি নিজের চরিত্রের সাথে সমন্বয় ঘটাতে পারলে আশা করা যায় সে সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিদের স্তরে উন্নীত হবে। বিধায় এসব গুণাবলী অর্জনে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হ'তে হবে। চরিত্র-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Character আর এই Character শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও তার মধ্যে সচ্চরিত্রের যথেষ্ট উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

১. C দ্বারা Calmness বা শান্ত-শিষ্ট। মানুষের স্বভাব চরিত্রে অবশ্যই শান্ত মনোভাব থাকতে হবে নতুবা কোন কাজে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাড়াহুড়া করে কোন কাজে সুফল পাওয়া যায় না। ধীরস্থিরতার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তাই সচ্চরিত্রের মডেল বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,

اَلتَّوَدَةُ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ خَيْرٌ إِلاَّ فِىْ عَمَلِ الْأَخِرَةِ–

'প্রত্যেক কাজই ধীরে-সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তবে আখেরাতের আমল ব্যতীত'।[৩৮]

২. H-তে Honesty বা সততা। সততা তথা ন্যায়পরায়ণতা মানুষের এক অনন্য গুণ। যা মানুষকে মহৎ করে তোলে। সততার গুণে মানুষ স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় নির্মল চরিত্রের অধিকারী হ'তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সর্বপ্রকার কাজে সততার অভাব থাকলে সুফল আশা করা যায় না। যেখানেই সততার অভাব রয়েছে, সেখানেই ব্যর্থতা ঘনীভূত হয়েছে। সততার গুণগান আমরা প্রবাদ বাক্যেও দেখতে পাই। যেমন- Honesty is the best policy 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সত্যনিষ্ঠা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়'।[৩৯] যার মধ্যে সততা রয়েছে তার চরিত্র ভাল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩. A- Attendance বা সেবা। সেবা মানব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কোন মানুষই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। তারা সকলেই একে অপরের মুখাপেক্ষী। একজন স্বীয় দুঃখ-কষ্টের সময় অপরের সাহায্য-সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। একজন অপরজনের উপকার সাধন করবে, সাহায্য-সহযোগিতা করবে এটাই তো সেবার প্রকৃত রূপ বা পরিচয়।

মানুষের সেবা করা সম্পর্কে হাদীছে পাওয়া যায়, হাশরের দিন আল্লাহ মানুষকে লক্ষ করে বলবেন, তুমি আমার সেবা করনি। তারা বলবে, কিভাবে আপনার সেবা করব। তিনি বলবেন, তোমরা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করলে আমার সেবা করা হ'ত।[৪০]

৪. R- Religion বা ধর্মবিশ্বাস। শিক্ষার সাথে ধর্মের তথা ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ লাভ প্রায় অসম্ভব। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে আদর্শ মানবে পরিণত করে। যার প্রমাণ ভুরি ভুরি। ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষের নৈতিক অবক্ষয় রোধ যতটা সম্ভব তা অন্যকোন শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব নয়। ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে Stanly Hall বলেন,

If you teach there the three R's Reading, writing and Arithmetic and don't teach the forth R Religion, they are sure to become fifth R Rascal.

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

৩৬. ভাষা শিক্ষা, পৃঃ ১৬৭।
৩৭. তিরমিযী, হা/২০১৮, সনদ ছহীহ।
৩৮. আবুদাঊদ, হা/৪৮১০, সনদ ছহীহ।
৩৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/৪৮৬৪।
৪০. মুসলিম হা/২৫৬৯।

Contents

'যদি তুমি তাদেরকে তিনটি 'আর' তথা লিখতে, পড়তে এবং অংক কষতে শিখাও আর চতুর্থ 'আর' তথা ধর্ম না শিখাও, তাহ'লে অবশ্যই তারা পঞ্চম 'আর' তথা বদমাশ' হয়ে যাবে।[৪১] আরো সহজে বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পড়তে লিখতে এবং অংক কষতে শিখালে এবং ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্ট হয়ে পড়বেই। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। স্রষ্টাকে চিনতে এবং তাঁর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫. A-Assistance উপকার বা সাহায্য-সহযোগিতা করা। বিভিন্ন বিপদে-আপদে মানুষ সব সময়েই অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর যে তাকে এই সাহায্য করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের নিগূঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। একে অপরকে সহজেই কাছে টেনে নিতে পারে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না। তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না (অর্থাৎ তাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবে না)। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার অভাব মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[৪২]

৬. C- Cordiality আন্তরিকতা। কোন কাজ করলে সেটা আন্তরিকতা সহকারে করতে হবে। অন্য মনস্ক হয়ে কাজ করলে সে কাজে সময়, শ্রম, মেধা তুলনামূলক বেশী ব্যয় করতে হয়। তারপরও সে কাজে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় না। মনোযোগ সহকারে কাজ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. T-Tolerance সহনশীলতা। সহনশীলতা মানব চরিত্রের এক অন্যতম গুণ। সহনশীলতা মানুষকে ভদ্র করে তোলে। যাদের মধ্যে এগুণের সমাহার ঘটেছে তারাই তো সমাজের সবার প্রিয় পাত্র হ'তে পেরেছেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সহনশীলতার প্রশংসা করার পাশাপাশি তা অর্জন করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْإِنَاةُ–

'তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম গুণ বিদ্যমান যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন, তাহ'ল সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য'।[৪৩]

৮. E- Education বা শিক্ষা। মানব জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কোন জাতির উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। তাই আজ সারা বিশ্বে জোর তৎপরতা চলছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের। এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ আরো অনেক আগের। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা। বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি এক্ষেত্রে উপস্থাপন না করলেই নয়, Education is the backbone of a nation অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যদিও এটিকে 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' বললে আরো ভাল হয়। আজ থেকে বহু বছর পূর্ব শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনায় মহানবী (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ–

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'।[৪৪] তাছাড়া ইসলামের প্রথম বাণী হচ্ছে 'পড়' অর্থাৎ বিদ্যার্জন করা সম্পর্কে।

৯. R- Reformation বা সংস্কার, সংশোধন। সংস্কার বা সংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের ভুল হবে এটা স্বাভাবিক। কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ মানুষ নেই, যার কোনই ভুল হয়নি। তবে এরূপ অনেক মানুষ আছেন যারা ভুল করার সাথে সাথেই তা সংশোধন করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহানবী বলেন, كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ، 'প্রত্যেক মানুষেরই ভুল হয়। আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল যে স্বীয় ভুলের সংশোধন করে নেয়'।[৪৫]

মানুষের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরও ভুল হয়েছে এবং তিনি তা সংশোধন করে নিয়েছেন।[৪৬] চার খলীফা সহ ছাহাবীদেরও অনেক ভুল হয়েছে। তবে তাঁরা তা জানার সাথে সাথে বিনা শর্তে তাৎক্ষণিক সংশোধন করে নিয়েছেন। যার প্রমাণ হাদীছের কিতাব সমূহে বিদ্যমান।

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের সমাজের মানুষের মানসিকতা এমনই যে ভুল করার পর সংশোধন করা তো দূরের কথা অনেক সময় তা স্বীকারই করতে চায় না। এ ধরনের কাজকে সে তার সম্মানহানী মনে করে। যা শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধাও বটে। অথচ মানুষের মন-মানসিকতা এমন হওয়া উচিৎ ছিল যে, ভুল

৪১. *মাহমুদ জামাল, প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনঃ একটি প্রস্তাবনা (রাজশাহীঃ নীলুফা, মে ২০০০ ইং), পৃঃ ৩৬।*
৪২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
৪৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৫৪।*
৪৪. *সুনান ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম সংস্করণ, তাবি), হা/২২৪ সনদ ছহীহ।*
৪৫. *ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫১, সনদ হাসান।*
৪৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭।*

হওয়ার পর তা জানার সাথে সাথেই সংশোধন করে নিবে। প্রমাণিত কোন ভুলের সংশোধন না করা কোন সভ্য মানুষের কাজ হ'তে পারে না। ভুল সংশোধনের জন্য আল্লাহ প্রতি শতাব্দীতে একজন সংস্কারক এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন।[৪৭]

ছাত্র জীবন চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়ঃ ছাত্র জীবন হ'ল চরিত্র গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটা হ'ল মানুষের প্রস্তুতিপর্ব। এর উপর নির্ভর করে মানুষের পরবর্তী জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা। নির্মিত হয় বাকী জীবনের গতি-প্রকৃতি। এটাই হ'ল শিষ্টাচার ও সৌজন্য অর্জনের যথার্থ সময়। যখন একজন ছাত্রের চরিত্রে বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা-শালীনতা, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি মহৎ গুণগুলো পরিলক্ষিত হয়, তখন স্বভাবতই শিক্ষক-ছাত্র সকলেই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে খুব কাছে টেনে নেয়। মূলতঃ ছাত্র জীবন শিক্ষা অর্জনেরই সময়। এ সময় চরিত্র সংশোধনেরও সময়। পক্ষান্তরে তার আচার-ব্যবহার যদি রূঢ় হয়, তাহ'লে সবাই তাকে ঘৃণা করতঃ দূরে ঠেলে দেয়। আর তার এই রূঢ় আচরণের প্রভাব সারা জীবনের মত থেকে যায়। কেননা স্বভাব সহজে বদলায় না। সেজন্য বলা হয়, 'ইল্লাত যায় না ধুলে আর খাছলত যায় না মলে'। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন কোন মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয় না।

ছাত্র জীবন চরিত্র গঠনের গরুত্বপূর্ণ সময়। এ বিষয়টি বাংলা, ইংরেজী ও আরবী সাহিত্যসহ বিভিন্ন সাহিত্যেই আলোচিত হয়েছে। সকল সাহিত্যে ছাত্রদেরকে চরিত্র গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রসমাজ যেভাবে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে এবং এদের যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে তা আদৌ কাম্য নয়। তাই ছাত্রদের উচিৎ এ সময়ের মধ্যেই সচ্চরিত্রের সকল উপাদান অর্জনের চেষ্টা করা। তবেই তো মরেও অমর হয়ে থাকা যাবে। যেমন কবি বলেন,

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

সমাপনীঃ

আলোচনার শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে বলা যায়, সচ্চরিত্রের নিকট মানব জীবনের বিত্ত-বৈভবও অতি নগণ্য। এটা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে কেনা যায় না। এটা সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়। কেউ রাতারাতিও এ মহৎ গুণ অর্জন করতে পারে না। এজন্যই চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য রত্ন। ইসলামের সোনালী যুগে শত-সহস্র বছরের জাহেলী সমাজের মূলোৎপাটন করে ইসলাম স্রোতের বেগে পৃথিবীর অলি-গলিতে পৌঁছে যাওয়ার পিছনেও ছিল মুসলমানদের উন্নত চরিত্রের প্রভাব। তাদের চরিত্রে বিমুগ্ধ হয়ে বাধভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু আজ মুসলমানরা সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সবখানে লাঞ্ছিত হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব পশ্চাৎপদ হচ্ছে। ঘটছে তাদের অধঃপতন।[৪৮]

সকল অমুসলিম তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত তাদের উপর চালাচ্ছে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার, নিধন করছে হাযার হাযার মুসলমানকে। কিন্তু তাদেরকে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে হ'লে পুনরায় সেই সোনালী যুগের মুসলিমদের ন্যায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

বর্তমান সময়ে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে আইনের পরে আইন প্রণয়ন করেও সমাজে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় ইসলাম নির্দেশিত পথেই সমাজের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, আল-কুরআন ও হাদীছ মারফত ইসলাম ব্যক্তি চরিত্রে যে সকল গুণাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, তাহ'ল চারিত্রিক আদর্শ। কোন দেশ বা জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধের বা আদর্শের ভিত্তিতে নিজের সংসারযাত্রা নির্বাহ করবে, তারা ততদিন পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান।[৪৯] বিলাসবহুল গাড়ী-বাড়ী, ধন-সম্পদের উচু স্তূপের মধ্যে কোন জাতির কল্যাণ নেই। সুখ ও শান্তি নেই। সুখ ও শান্তি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে চাই চরিত্রবান জাতি। এ প্রসঙ্গে লুথার কিং যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

'The prosperity of a country does not consist in its fabulous wealth or magnificent buildings but in its men of education, culture and character' 'বিপুল সম্পদ ও মনোরম প্রাসাদের মধ্যে কোন দেশের উন্নতি নিহিত থাকে না; বরং তা নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষায় ও উন্নত চরিত্রবান অধিবাসীদের উপর'।[৫০]

মোটকথা উন্নত দেশ ও জাতির জন্য চাই উন্নত চরিত্র। যে চরিত্র মানুষ বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলে তা সামান্য সময়ের ব্যবধানে নিমেষেই হারিয়ে যেতে পারে। আসলে চরিত্র গঠন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন কিন্তু তা ধ্বংস করতে সময় লাগে না। আর একবার চরিত্র নষ্ট হ'লে সাধারণত আর ফিরে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রবাদ বাক্যটি উল্লেখযোগ্য-

If money is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost.

'যদি টাকা হারায় তাহ'লে কিছুই হারায়নি, যদি স্বাস্থ্য হারায় তাহ'লে সামান্য কিছু হারিয়েছে। কিন্তু যদি চরিত্র হারায় তাহ'লে সবকিছুই হারিয়েছে'।[৫১]

পরিশেষে বলতে হয়, সচ্চরিত্রের বিকল্প কিছু নেই। বর্তমান সামাজিক দুরাবস্থা নিরসনের একমাত্র পথ হচ্ছে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। অন্যথা কোন প্রচেষ্টা সফল হবে না।

৪৭. আবুদাঊদ, হা/৪২৯১, সনদ ছহীহ।
৪৮. আব্দুর রহমান, কাওয়াকীব (ইস্তাম্বুলঃ উম্মুল কুরা, ১৯৫৯ইং), পৃঃ ১৬১।
৪৯. ইমাম গাযযালী, খুলুকে মুসলিম, অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ শহীদুল্লাহ, (ঢাকাঃ নওমুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯০ ইং), পৃঃ ৬৬।
৫০. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ঃ তাঁহার শিক্ষা ও অবদান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ১০৪।
৫১. ভাষা শিক্ষা, পৃঃ ১৬৮।

নবীনদের পাতা

ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য

*হাফেয মুকাররম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাদ্যের পরিমাণঃ

বর্তমানে টিভি, বেতার, ইলেক্ট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বারবার প্রচার করা হচ্ছে, 'কম আহার করুন বেশি দিন সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকুন', 'মানুষ খেয়েই মরে, না খেয়ে মরে না' ইত্যাদি নীতি কথা। মুমিনের খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ.

'একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ঠ, দুইজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।[৪৩] অন্য হাদীছে ২ জনের খাবার তিনজন এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে।[৪৪] এর কারণ হয়তবা নিম্নোক্ত হাদীছ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণ খানা খেত। পরে যখন সে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন কম খেতে লাগল। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বলেন, 'মুমিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফের খায় সাত পাকস্থলীতে'।[৪৫] এর অর্থ হল মুমিন ব্যক্তি কাফেরদের চেয়ে কম খায় এবং নিয়ম মাফিক খায়।

কাফেররা যে মুমিনদের চেয়ে আসলেই সাতগুণ বেশি খায় তার বাস্তব উদাহরণ হ'ল ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছ। এক কাফের ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমান হ'লে তিনি একটি বকরীর দুধ নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। দুধ দহন করা হ'ল এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন। বকরী দোহন করা হ'ল। এই দুধও সে সব পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরী দোহন করা হ'ল। তাও সব পান করে ফেলল। এভাবে সে সাতটি বরকীর দুধ একাই পান করে ফেলল। পরদিন ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি বকরী দুধ দোহানের নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হ'ল। লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'মুমনি এক পাকস্থলীতে পান করে আর কাফের পান করে সাত পাকস্থলীতে'।[৪৬] মুমিনের চাইতে কাফেরের পাকস্থলী বড় এমন নয়। বরং এর অর্থ মুমিন শরী'আত মেনে 'বিসমিল্লাহ' বলে খায়, তাতে বরকত হয় এবং সে অল্পে তৃপ্তি পায়। আল্লাহর বলেন, 'যারা কুফুরী করে, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত খায়' *(মুহাম্মাদ ২)*।

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় হ'ল, আল্লাহ মানুষকে আহারের ক্ষমতা দানের পাশাপাশি তা হজম করারও ব্যবস্থা রেখেছেন। পাকস্থলী যতটুকু হজম করতে পারে ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেলে হজমের সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে পাকস্থলী দেখতে মশকের ন্যায়। এর দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৫ ইঞ্চি। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় এর কার্যকারিতা। ঘন ঘন সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কণায় পরিণত হয়। এরপর পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিগুলো হ'তে পাচকরস নির্গত হয়, যা মথিত খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এ পাচকরসে তিনটি উপাদান থাকে। যেগুলোর সাহায্যে রোগজীবাণু থাকলে ধ্বংস করে, দধিতে পরিণত করে এবং পাচকরস নির্গত হয়ে তা খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই রসগুলো তিন প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি যা শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।[৪৭] পাকস্থলীতে লালাগ্রন্থি ও খাদ্যের সমন্বয় ঘটে। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য বেশি হয়ে গেলে খাদ্যটা অখাদ্যে পরিণত হতে পারে। কারণ 'লালাগ্রন্থি ও পাকস্থলী থেকে নির্গত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCi) খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় এবং স্নায়ুতন্ত্র প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাহায্যে ক্ষতিকর মাত্রা থেকে রক্ষা করে। রক্তের শ্বেত কণিকা (White blood corpusele) জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে তাদের মেরে ফেলে। যদি লালা খাদ্যের তুলনায় কম হয় তাহ'লে এ কাজগুলো করা সম্ভব হয় না ।

অধিক হারে খাদ্য খেলে যে সব রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তার একটি তালিকা পেশ করেছেন প্রফেসর

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৪৩. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮।*
৪৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৯৬।*
৪৫. *ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪১৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৯৪।*
৪৬. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৩৯৯৪।*
৪৭. *মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (ছাঃ) পৃঃ ১১৩-১১৪।*

রিচার্ড বার্ড। ১. মস্তিষ্কের ব্যাধি ২. চক্ষু রোগ ৩. জিহ্বা ও গলার রোগ ৪. বক্ষ ও ফুসফুসের ব্যাধি ৫. যকৃত ও পিত্তের রোগ ৬. হৃদ রোগ ৭. ডায়াবেটিস ৮. উচ্চ রক্তচাপ ৯. রক্তক্ষরণ ১০. দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা ১১. অর্ধাঙ্গ রোগ ১২. মনস্তাত্ত্বিক রোগ ১৩. দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া।[৪৮]

ক্ষুধা পেলে খাওয়া এবং কম খাওয়া বিষয়ে বাদশা হারুনুর রশীদের সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়- বাদশা (হিন্দুস্তানী, রোমীয়, ইরাকী ও সঊদী) চারজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে একত্র করে বললেন, আপনারা এমন একটি ঔষধের নাম বলুন যা স্পূর্ণরূপে রোগের প্রতিষেধক। তিনজন তিনটি ঔষধের নাম বললেন। ৪র্থ জন সঊদী তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, 'অধিক আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আহার না করা এবং খানার কিছু চাহিদা থাকা অবস্থায় খানা সমাপ্ত করা'। একথার উপর সকল ডাক্তার ঐকমত্য পোষণ করলেন ।[৪৯]

বর্তমান বিশ্বে খাদ্যের আধিক্য ও রকমারী নিয়ে মানুষ বেশি ব্যস্ত। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর পরিবার ও তাঁর ছাহাবীদের উপর বয়ে যাওয়া দিনগুলোর কিছু অংশ যদি আলোচনা করি তাহ'লে হয়ত আমাদের খাদ্যের সিডিউল কিছু কমিয়ে নিতে পারব। একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, সবসময় 'আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জন্য খাদ্য নয়; বরং জীবন ধারণ বা বেঁচে থাকার জন্যই খাদ্য'। তাছাড়া অল্পে তুষ্ট থাকা সফল মুমিনের বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তিই সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হ'ল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকল'।[৫০] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَاأَعْلَمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَغِيْفًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَلَا رَاى شَاةً سَمِيْطًا بَعَيْنِهِ قَطُّ.

'আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি ও বকরীর ভূনা গোশত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখেছেন বলে আমার জানা নেই'।[৫১] অথচ রাবী আনাস (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর দশ বছরের খাদেম।[৫২]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা মাস অতিবাহিত হ'ত, কিন্তু আমরা চুলায় আগুন জ্বালাতাম না। শুধু খোররমা ও পানি দ্বারাই দিনাতিপাত করতাম।[৫৩]

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, তোমরা যা চাও তাই কি পানাহার করছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী (ছাঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, ঐ পরিমাণ নিম্নমানের খেজুরও তার জুটেনি, যার দ্বারা নিজ উদর পূরণ হ'তে পারে।[৫৪]

খাদ্য মেপে নেওয়াঃ

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। কারণ আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না' *(আ'রাফ ৩১)*। অন্য আয়াতে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে *(বানী ইসরাঈল ২৭)*। খাদ্যের যেন অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيْهِ.

মিক্বদাদ ইবনু মা'দিকারাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে, 'তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে নাও, এতে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে'।[৫৫] সুতরাং রান্না করার পূর্বে সদস্যের সংখ্যানুপাতে খাদ্য মেপে নিতে হবে। তবে অবশ্যই কৃপণতা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

তিন নিঃশ্বাসে পান করা

যে কোন পানীয় পান করার সময় এক নিঃশ্বাসে অর্থাৎ অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ পান করা উচিত নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (পানীয়) পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন।[৫৬] অন্যত্র তিনি বলেন, 'এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘপাক'।[৫৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ أَوْ يَنْفَخَ فِيْهِ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ওর মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।[৫৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দুই বা তিন শ্বাসে পান করবে'।[৫৯] এমন একটা সময় পানি পান করা উচিত, যেন উক্ত সময়ের মধ্যে পাকস্থলী হ'তে Renin নামক রস পানীয়র সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে ও ল্যাকট্রিক এ্যাসিড তৈরী করে হজমের সুযোগ করে দেয়। তাহলে বদহজমের সম্ভাবনা থাকে না, তৃষ্ণাও নিবারণ হয়।[৬০]

৪৮. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃ: ৯৮।*
৪৯. *ঐ, পৃঃ ৯৭।*
৫০. *ছহীহ মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৯ম খণ্ড হা/৪৯৩৮'মন গলানো উপদেশমালা' অধ্যায়।*
৫১. *ছহীহ বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৯১।*
৫২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।*
৫৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১০।*
৫৪. *ছহীহ মুসলি, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১৩।*
৫৫. *ছহীহ বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৬।*
৫৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৩ 'পানীয় দ্রব্য' অনুচ্ছেদ।*
৫৭. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড হা/৪০৭৮।*
৫৮. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪২৮০ 'পানীয় দ্রব্য' অনুচ্ছেদ।*
৫৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৯৩।*
৬০. *মুহাম্মাদ নূরল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (ছাঃ) ঢাকাঃ মম প্রকাশ জুন ২০০০, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৬।*

খাদ্যে ফুঁক দেওয়া বা পানের সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলাতে ক্ষতির আশংকা থাকে। মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে আর কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। কার্বনডাই অক্সাইডে রয়েছে অসংখ্য জীবণু। তাই যদি খাবারে ফুঁক দেওয়া হয় বা পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয় তাহ'লে রোগ-জীবণু খাবারে মিশ্রিত হয়ে খাবার বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে।

খাদ্য পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া

খাদ্য খেতে গিয়ে যে কোন কারণে পাত্র থেকে বা হাত থেকে পড়ে যেতে পারে। তখন সেই খাদ্য উঠিয়ে খেয়ে নিতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْئٍ مِّنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَاكَانَ بِهَا مَنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَايَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعِقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَايَدْرِىْ فِى أَىِّ طَعَامِهِ يَكُوْنُ بَرَكَةً.

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়। এমনকি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের খাওয়ার সময় যদি লোকমা পড়ে যায়, তাহ'লে সে যেন তা তুলে ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা যেন রেখে না দেয়। আর খাওয়া শেষে আঙ্গুল চেটে খায়। কারণ সে জানে না, তার কোন অংশে বরকত আছে'।[৬১]

খাদ্য পড়ে গেলে শয়তানের জন্য ফেলে না রেখে সেটা তুলে নিয়ে খেতে হবে এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। এছাড়া খাদ্য না খাওয়া অপচয়ও বটে। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু।[৬২] পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে খাওয়া ছোট বা অপমানজনক মনে করা হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সেটা উঠিয়ে খাওয়াই মুমিনদের কাজ।

খাদ্যের দোষ প্রকাশ না করা

শরীরের জন্য খাবার প্রয়োজন। তাই সকলেই খাবার গ্রহণ করে। খাদ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অসাধারণ নে'মত। হাতের পাঁচটি আঙ্গুল যেমন সমান নয়, তেমনি একই হাতের রান্না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের হ'তে পারে। কোন সময় লবণ-ঝাল বেশি হবে, কোন সময় কমে যাবে, কোন সময় পুড়ে যাবে, আবার কাঁচা থাকবে। আর এ সময় ধৈর্য ধারণ মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। মনে চাইলে খেয়েছেন, আর অপসন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন।[৬৩] অন্য হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পুরাতন খেজুর পেশ করা হলে। তিনি তা থেকে পোকা বের করতে লাগলেন।[৬৪] নিশ্চয়ই তা ছিল নিম্নমানের ও অরুচিকর। অথচ রাসূল (ছাঃ) কোন মন্তব্য করলেন না। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক সময় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট রান্না করা একটি তরকারীর পাতিল পেশ করা হ'লে তিনি তাতে এক ধরণের দুর্গন্ধ পেলেন। অতঃপর তিনি নিজে না খেয়ে একজন ছাহাবীর সামনে এগিয়ে দিতে বললেন। ছাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না।[৬৫]

খাবার সম্পূর্ণ শেষ করা

আমরা ইসলামকে এমনভাবে সজ্জিত করার কাজে ব্যস্ত, যেন ইসলাম অসম্পূর্ণ একটি জীবনাদর্শ, তাই আমরা তার পরিপূরক। আধুনিকতা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যার বাঁধন ছিড়ে আসতে অনেক যুগ কেটে যেতে পারে, আবার অনেক সময় অসম্ভবও বটে। তেমনি খাবার সময়ও পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ভুলতে বসেছি। অনেক উচ্চ পরিবারকে দেখা যায় বাড়ীতে খাদ্য প্রস্তুতির অলসতায় সম্পদের আধিক্যে খাওয়ার নামে আধুনিক বিদেশী হোটেলগুলোতে গিয়ে সময় ব্যয় করে ও খাওয়া শেষে অর্ধেকের বেশি অংশ রেখে আসে। এটা নাকি বর্তমান ফ্যাশান। অথচ তার পার্শ্বের বাড়ীতে হয়তবা এমন গরীব মানুষ বাস করে, যারা একবার খেলে দুইবার খেতে, দুইবার পেলে একদিন পায় না। অনেক সময় এই কথিত উচ্চ পরিবারগুলোই ব্যস্ততার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ফকীরকে ভিক্ষা পর্যন্ত দেয় না। তাই আমাদের উচিত যতটুকু খেতে পারব ঠিক ততটুকু নেওয়া এবং তা শেষ কর। কোনভাবেই পাত্রে খাদ্য অবশিষ্ট রাখা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৬]

[চলবে]

৬১. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮৮।*
৬২. *বানী ইসরাঈল ২৭; নাহল ৯৮; বাক্বারাহ ২০৮,১৬৮।*
৬৩. *মুত্তাফক্ব আলাইহ, মিশকাত আলবানী হা/৪১৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯৩।*
৬৪. *আবুদাঊদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৪২, হাদীছ ছহীহ।*
৬৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০১৫।*
৬৬. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৫।*

হাদীছের গল্প

মানবতার দরদী বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ রুহুল আমীন**

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম, আর কখনও পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যাতায়াতের রাস্তায় বসেছিলাম। আবুবকর (রাঃ) তখন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে এ উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করলাম যেন তিনি আমাকে কিছু খেতে দেন। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে চলে গেলেন। এরপর ওমর (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকেও সেই একই উদ্দেশ্যে কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। আমার জন্য কিছুই করলেন না। অতঃপর আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। তিনি আমার চেহারা দেখে মনের কথা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি উপস্থিত)। তিনি বললেন, এসো। অতঃপর তিনি চললেন। আমি তাঁর অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? লোকেরা উত্তর দিল, অমুক লোক আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছে।

তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, যাও আছহাবে ছুফ্‌ফার লোকদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। (রাবী বলেন,) আছহাবে ছুফ্‌ফা ছিল ইসলামের মেহমান, তাঁদের ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না। আর না ছিল কোন আত্মীয়-স্বজন, যাদের উপর ভরসা করা যায়। যখন কোন ছাদাক্বার মাল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসত তিনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি কোন হাদিয়া (উপঢৌকন) আসত, তিনি সেখান থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, এতটুকু দুধ দ্বারা আছহাবে ছুফ্‌ফার কি হবে? তারা সংখ্যায় ৮০ জনেরও ঊর্ধ্বে ছিল। একমাত্র আমার জন্যই এ দুধ যথেষ্ট ছিল। আমি তা পান করলে আমার শরীরে শক্তি ফিরে পেতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদেশ করলে, আমি তাদেরকে দুধ দিয়ে দিব তখন আমার জন্য কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ মান্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সুতরাং আমি আছহাবে ছুফ্‌ফাকে ডেকে আনলাম। তাঁরা ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হ'ল। তাঁরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, এটি তাদেরকে দাও। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তির হাতে দিলাম, সে পান করে পরিতৃপ্ত হ'ল এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিল। আমি অন্যজনকে দিলাম সেও তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালা ফেরত দিল। তৃতীয় জনকে দিলে সেও তাই করল। এমনকি সবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। সবাই পরিতৃপ্ত হ'ল। তিনি পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, এখন আমি আর তুমি বাকী। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি বললেন, বসে পড় এবং পান কর। আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, পান কর। আমি পান করলাম। তিনি বলতেই থাকলেন। এমনকি আমি বলতে বাধ্য হ'লাম, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন *(ছহীহ বুখারী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী) ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৬০০২, পৃঃ ৩৪-৩৬ 'কিতাবুর রিক্বাক্ব')*।

প্রিয় পাঠক! কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে সঙ্গে বসে আহার করলে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আর একে অপরকে দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে ভালবাসার বন্ধন অটুট হয়। ভাবের আদান-প্রদানে মনের গ্লানি দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়। এর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে বিশ্বস্ততা স্থায়ী হয় এবং এটা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় ও পরিপক্ক করে। এজন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিশ্বের সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও, পরস্পরকে আহার করাও এবং গভীর রাতে মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন থাকে তখন ছালাত আদায় কর, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/২৪, হা/২৬৯৭, হাদীছ ছহীহ)*। মানুষের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও মুহাব্বত যে সমস্ত পথ দিয়ে আসে তার মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মার শঠতাকে দূরীভূত করে পুষ্পের ন্যায় মানবাত্মাকে মুগ্ধ করে সালামের আদান-প্রদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ অনুযায়ী যদি কেউ কাউকে দাওয়াত দেয় ও কিছু খাওয়ার জন্য আহ্বান করে তবে সে যেন অবশ্যই তার দাওয়াত গ্রহণ করে।

শিক্ষাঃ (১) আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

* *ফুলবাড়ী সালাফিয়া মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।*

ক্ষেত-খামার

গ্রীষ্মকালীণ টমেটো চাষ

টমেটো চাষে লাভবান হ'তে প্রথমে উচ্চফলনশীল বা হাইব্রিড জাতের টমেটোর বীজ নির্বাচন করতে হবে। হাইব্রিড জাতের টমেটোর মধ্যে জয়া, সানিয়া, NTH-607, মিন্টু এবং উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-১০, বিনা টমেটো-২, বিনা টমেটো-৩ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাত নির্বাচনের পর বীজতলায় চারা তৈরী করতে হবে। চারার বয়স ২৫ থেকে ৩০ দিন হ'লে তা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এর আগে মূল জমিতে চার-পাঁচটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝরঝরে করে নিতে হবে। এ সময় চাষের সঙ্গে বিঘাপ্রতি ৬০০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট, ২৪ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি সার এবং ২ কেজি রুটোন (ন্যাফথাইল এসিটিক এসিড) প্রয়োগ করতে হবে। রুটোন প্রয়োগে গাছের শিকড় দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ফলে টমেটোগাছ থেকে অল্প সময়ে অধিক ফলন পাওয়া যাবে। চাষীদের সুবিধার জন্য টমেটো চাষে প্রধান প্রধান সমস্যা ও তার সমাধান তুলে ধরা হ'ল।

টমেটোর পাতা কুঁকড়ে গেলে করণীয়: টমেটো চাষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হ'ল এর পাতা কুঁকড়ে যাওয়া। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মাটিতে জিংক ও বোরনের অভাব হ'লে কিংবা মাকড় দেখা দিলে এবং ভাইরাস রোগ দেখা দিলে টমেটোর পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে। টমেটো ছাড়াও মরিচ, বেগুন ঢ্যাঁড়স, করলা, শসা, কাঁকরোল, লাউ, মিষ্টিকুমড়া ও আলুসহ অন্যান্য সবজি ফসলে এ সমস্যা দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে গেলে গাছের ক্লোরোফিলের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জিংক ও বোরনের অভাবে পাতা কুঁকড়ে গেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম লিবরেল জিংক ও ২ গ্রাম লিবরেল বোরন একত্রে মিশ্রিত করে স্প্রে করতে হবে। ভাইরাসের কারণে পাতা কুঁকড়ে গেলে পাতা খসখসে ও পুরু অনুভূত হবে। ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং এর বাহক জাবপোকা, জ্যাসিড ইত্যাদি দমনে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি স্টার্টার ৪০ ইসি বা ডায়মেথয়েট গ্রুপের বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে। আর মাকড়ের কারণে পাতা কুঁকড়ে স্টার্টার ৪০ ইসি বা ডায়মেথয়েট গ্রুপের বালাইনাশক অথবা সালফারজাতীয় মাকড়নাশক যেমন- এগ্রিসাল ৮০ ডিএফ, থিওভিট স্প্রে করতে হবে।

হরমোন প্রয়োগ: গ্রীষ্মকালীন টমেটোগাছে প্রচুর ফুল ধরলেও তা উচ্চ তাপমাত্রা ও বৃষ্টির কারণে পরাগায়ন বিঘ্নিত হয় এবং ঝরে পড়ে। এ সমস্যা থেকে প্রতিকার পেতে ১ লিটার পানিতে ২৫ মিলি লিটার বা পাঁচ চা চামচ তরল হরমোন টমেটোটন বা ফুল ধরার আগে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার ক্রপস কেয়ার ফুল ফোটার পর থেকে এক সপ্তাহ পরপর দু'বার স্প্রে করতে হবে। হরমোন সব সময় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অর্থাৎ সকালে বা সন্ধ্যার সময় স্প্রে করা উত্তম।

কাটুই পোকায় আক্রান্ত হ'লে করণীয়: কাটুই পোকা সন্ধ্যার সময় গাছের গোড়া কেটে দেয়। ফলে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। কাটুই পোকা দমনের জন্য সন্ধ্যার সময় গম বা ধানের কুঁড়ার সঙ্গে মর্টার ৪৮ইসি মিশিয়ে বিষটোপ তৈরী করে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া ও পচন রোগ প্রতিরোধের উপায়: চারা গাছে ঢলে পড়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে বয়স্ক গাছে ও টমেটোতে মরিচা পড়া ও পচন রোগ দেখা দেয়। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য টমেটোর বীজ বপনের সময় বেনডাজিম ৫০ ডব্লিউপি (কার্বেনডাজিম) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। এরপরও টমেটো গাছে এসব রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে এন্টিব্লাইট বা হেমেক্সিল এমজেড ৭২ ডব্লিউপি (মেনকোজেব ও মেটালেক্সিলের মিশ্রণ) এবং ১ গ্রাম বেনডাজিম ৫০ ডব্লিউপি (কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক) একত্রে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

বাঁচাও দেশের মান

-উম্মু নুছরাত
সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
বিজয়ী নাম যার
রাজশাহীতে বাস করেন
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার।
আহলেহাদীছ আন্দোলনের
যোগ্য আমীর তিনি
বিশ্বজুড়ে সুনাম তাঁর
আমরা সবাই জানি।
ধর্মের নামে অনাচার আর
বিদ'আত কুসংস্কার
বিজাতীয় অন্ধ প্রথার
করেন সংস্কার।
গণতন্ত্র আর রাজতন্ত্র
স্বৈরতন্ত্র কত
মিথ্যা আর ভ্রান্তনীতি
তন্ত্র-মন্ত্র যত।
পুঁজিবাদ, সমাজবাদ আর
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
এসব নীতি ধোঁকায় ভরা
সবই জাহিলিয়াত।
এসব কিছু জানতে পেরে
শত্রুরা সব মিলে
মিথ্যা মামলায় বন্দী করে
তাঁকে নিক্ষেপ করে জেলে।
সোনামণি শক্তির খনি
'যুবসংঘে'র ভাই,
বসে থেকে দিন গণনার
আর তো সময় নেই।
এক্ষণি সব বেরিয়ে পড়
সব জড়তা ফেলে
বের কর মোদের নেতাকে
রেখ না আর জেলে॥
বিশ্বের যত তাওহীদী ভাই
আছ যত মুসলমান
সহযোগিতার দ্বার খুলে দাও
বাঁচাও বীর সন্তান।
বাংলাদেশের সরকার আর
প্রশাসনের ভাই
আহলেহাদীছের বীর নেতাকে
আজও চেন নাই।
শিক্ষা-দীক্ষায় বাংলাদেশকে
বানাতে গুলিস্তান
সন্ত্রাস বিরোধী সংগ্রামে যারা
সব করে কুরবান।
সেই গুণীজনে বন্দী করে
ডুবালে দেশের মান।
অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে
বাঁচাও দেশের মান।

নেতার পরিণতি

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

জনগণের ভোট পেয়ে
রাজনৈতিক নেতা,
হরেক রকম স্বপ্ন দেখে
ভাবে নানা কথা।
গুলশানে বাড়ি আর
এসি গাড়ির প্ল্যান,
বড্ড পেরেশানে সদা
করে নেতা ধ্যান।
কতদিনে হবে এসব
কষ্টে কাটে দিন
স্ত্রী-পুত্র সবার মনে
স্বপ্ন যে রঙ্গীন।
উপায় পেয়ে অবশেষে
রাজনৈতিক নেতা
মনে মনে ভাবে সে
দুর্নীতির কথা।
বাড়ি-গাড়ির মালিক হয় সে
দুর্নীতি করে,
ব্যাংকে রাখে কোটি টাকা
স্ত্রী-পুত্রের তরে।
ক্ষমতাটা গেলে নেতার
হয় যে সবি ফাঁস
অবশেষে জেলে নেতা
কাটান বার মাস॥

***

দ্রব্যমূল্যে নাভিশ্বাস

- আমীর চারু
রিয়াদ, সঊদী আবর।

চালের দামে কর্ণলাল
পান্তা ভাতে একটু ঝাল
একটু খানি লবণ আটা
কপাল জুড়ে পিছে ঝাটা!
ভাগ্যে আমার তাও মিলে না!
তেলের দামে কিস্তিমাত
মোটা চালের মোটা ভাত
দ্রব্যমূল্যের অগ্নিদাম,
পায়ে ফেলে মাথার ঘাম
দিনান্তে যে সেও জোটে না!
নেই ঘরে টিনের চাল
উড়িয়ে নিছে ঝড় কামাল!
বাঁচার চেয়ে মরতে চাই
যদি খানিক জহর পাই
নসিবে আমার তাও জোটে না!
এমন দেশে করছি বাস
সকাল-সন্ধ্যা দীর্ঘশ্বাস!
বৌ-এর মুখে আগুন ছোটে
পালিয়ে যাবার গরজ বটে
নিয়তি আমার পিছু ছাড়ে না
সংস্কার ও দাবী দাওয়া
হুকুমতের ঠাণ্ডা হাওয়া!
সকাতরে আমরা সবাই
একটু খানি শান্তি যে চাই
এপোড়া কপালে তাও জোটে না!
আকাশ জুড়ে ভয়াল মেঘ
পেটে বাজে ক্ষুধার ঢেঁক
বিষণ্ন আজ কালের ঘড়ি
ভাবি দেব গলায় দড়ি
মরার দামে রশিও জোটে না!

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। অহী গায়ের মাতলূ বা অপঠিত অহী।
২। উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয।
৩। বুখারী ও মুসলিমের।
৪। ছয় লক্ষ।
৫। বুখারীতে ৭২৭৫টি ও মুসলিমে ৭৫২৬টি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। মরিচ ২। ডিম ৩। ভুরিজাল
৪। সোলা নির্মিত টোপর ৫। খই ভাজা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জনসংখ্যা বিষয়ক)

১। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা কত?
২। বিশ্বে মোট স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা কত?
৩। চীনের জনসংখ্যা কত?
৪। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের কত তম দেশ?
৫। বাংলাদেশের সৈন্যরা জাতিসংঘের অধীনে কয়টি দেশে শান্তি মিশনে নিয়োজিত আছে?

** সংগ্রহেঃ আহমাদ সাঈদ আল-আশিক*
ইসলামিক স্টাডিজ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ক্যাম্পাস।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। উপরে মাটি, নীচে মাটি
মধ্যখানে সুন্দরী বেটি?

২। কাল কাল মহিষগুলি কাল বনে চরে
করিমপুরে ধরা দেয় লখিমপুরে মরে।

৩। লাল লাল জামা গায়
মেম ছাহেবা হাটে যায়।

৪। আশ্চর্য মহাশয় বিশ্বস্ত কথা
তোমরা কি দেখেছ কেউ ফলের আগায় পাতা?

৫। সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুলে পুত্র মরে, একি সর্বনাশ।

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নাছিরাবাদ, ঢাকা ৩০ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর নাছিরাবাদ আদর্শপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি সোনামণিদের গুণাবলী ও সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে নাছিরাবাদ উত্তরপাড়া জামে মসজিদ শাখা সোনামণি পরিচালক আল-আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম।

নাছিরাবাদ উত্তরপাড়া, ঢাকা ৩০ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় নাছিরাবাদ উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক আল-আমীন, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ যাকির হুসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ টিপু সুলতান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' নাছিরাবাদ উত্তরপাড়া শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আরমান হোসাইন।

বাগমারা, রাজশাহী ১ জুন রবিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এনামুল হক্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্র লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আসাদুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৩ জুন মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এ এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি সালামের গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ কামারুয্যামান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু জা'ফর ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ মামূন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু তাহের।

গাঁড়াখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় গাঁড়াখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। তিনি উত্তম আচরণ ও সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং সেখানে সোনামণি শাখা গঠন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ জুয়েল রানা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ সুহানুর রহমান।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার মেগা বাজেট ঘোষণা

গত ৯ জুন রেডিও-টিভির মাধ্যমে অর্থ উপদেষ্টা ডঃ এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম জাতির সামনে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৯৯ হাযার ৯৬২ কোটি টাকার মেগা বাজেট পেশ করেছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বাজেট পেশ করলেন অর্থ উপদেষ্টা। ইতিপূর্বে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছিলেন তিনি। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব ধরা হয়েছে ৬৯ হাযার ৩৮২ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। আর ঘাটতি রয়েছে ৩০ হাযার ৫৮০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে আয় ধরা হয়েছে ৫৪ হাযার ৫০০ কোটি টাকা এবং এনবিআর ও কর বহির্ভূত আয় ১৪ হাযার ৮৮২ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৫ শতাংশ। এর মধ্যে ২ দশমিক ২ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে এবং ২ দশমিক ৮ শতাংশ আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হবে।

আগামী অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ধরা হয়েছে ২৫ হাযার ৬০০ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ হাযার ৩৪৮ কোটি টাকা। আর এডিপি কমেছে প্রায় ১ হাযার কোটি টাকা। ১৬ হাযার ৯৩২ কোটি টাকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ হাযার ৬৪৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে কৃষি উপকরণ, সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি বাবদ। ১০ হাযার ২৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতন দিতে। প্রস্তাবিত বাজেটে ৬৬ হাযার ৭৫৩ কোটি টাকা অনুন্নয়নমূলক ব্যয় এবং ৬০ হাযার ৭৫৮ কোটি টাকার অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণের সূদ বাবদ ১১ হাযার ২৭৪ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের সূদ ১ হাযার ২৯১ কোটি টাকা ও অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় হবে ৫ হাযার ৯৯৪ কোটি টাকা। ২৫ হাযার ৫৮০ কোটি টাকার এডিপির মধ্যে ব্যয় হবে কৃষি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিক্ষা, পরিবহন ও স্বাস্থ্য খাতে। এর মধ্যে কৃষি খাতে ২৯ দশমিক ৭, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৫ দশমিক ৭, শিক্ষা খাতে ১২ দশমিক ২৮, পরিবহন খাতে ১২ দশমিক ৭ এবং স্বাস্থ্য খাতে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ।

এবারের বাজেট বরাদ্দের শীর্ষ ১২টি খাতের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক ঋণের সূদ পরিশোধ খাতে ১২ হাযার ৫৬৫ কোটি টাকা, শিক্ষা খাতে ১২ হাযার ২৫৮ কোটি, ভর্তুকি, মহার্ঘভাতা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ ১১ হাযার ৩৬৯ কোটি টাকা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন খাতে ৭ হাযার ২৮৫ কোটি, কৃষি খাতে ৬ হাযার ৪৯৯ কোটি, প্রতিরক্ষা খাতে ৬ হাযার ৪০৫ কোটি, স্বাস্থ্য খাতে ৫ হাযার ৮৬২ কোটি, বিদ্যুৎ খাতে ৩ হাযার ৫৮৭ কোটি এবং জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে ৮৩৩ কোটি টাকা।

বর্তমান বাজেট সম্পর্কে রাজনৈতিক দল, অর্থনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ মহল মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আওয়ামী লীগ বাজেটকে 'কল্পনা বিলাস' ও বিএনপি 'অবৈধ বাজেট' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ বলেছেন, 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে বাজেট কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না'। কেউ কেউ একে 'সাময়িক সমাধান খোঁজার বাজেট'। কেউ 'বেপরোয়া বাজেট' আবার অনেকে 'ব্যবসাবান্ধব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যেসব জিনিসের দাম বাড়বে: প্রস্তাবিত বাজেটে যে সকল জিনিসের দাম বাড়তে পারে সেগুলো হচ্ছে- নতুন বিলাসবহুল গাড়ী, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল, স্যাটেলাইট চ্যানেলের ভাড়া, পরিশোধিত চিনি, শিশুদের আমদানীকৃত বই।

যেসব জিনিসের দাম কমবে: প্রস্তাবিত বাজেটে যেসব জিনিসের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- মাইক্রোবাস, এমএস রড ও বার, রিকন্ডিশন গাড়ী, খেঁজুর, ইনহেলার একচুয়েটর, থ্যালাসেমিয়ার ওষুধ, ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিষ্টার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, মূলধনী যন্ত্রপাতি, শিল্পের মৌলিক ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল, হাতে তৈরী বিস্কুট, কৃত্রিম আঁশ ও সুতার তৈরী ফেব্রিকস।

দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ

বেসরকারী গবেষণা সংস্থা 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)-এর হিসাবে ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৮ সালের মার্চ সময়ে দরিদ্র মানুষের আয় কমেছে ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এই মানুষগুলো তাদের মোট আয়ের ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশই ব্যয় করে চাল কিনতে। গত মার্চ পর্যন্ত চালের দাম বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হিসাবে শুধু চাল কেনার জন্যই প্রকৃত আয় কমেছে ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ। বাকী ৬ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণে। সিপিডি'র হিসাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ২৫ লাখ পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে। ২০০৫ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী গড়ে একটি পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এই হিসাবে নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে এক কোটি ২১ লাখ ২৫ হাযার মানুষ। এর ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সালে দেশের ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত। ২০০০ সালে তা কমে ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা আরো কমে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছিল।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় দেশ

'ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স এন্ড পিস' এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'ইকনোমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' পরিচালিত সমীক্ষায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক, অস্ত্র ব্যবসা ও ব্যবহার, দেশের অভ্যন্তরে অপরাধের হার, কারাগারে

বন্দীর সংখ্যা এবং সন্ত্রাসবাদের বিস্তারসহ ২৪টি মানদণ্ডের বিচারে কোন দেশ কতটা শান্তিপ্রিয় সমীক্ষায় তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৪০টি দেশের উপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬তম। ভারত ১০৭, শ্রীলঙ্কা ১২৫ এবং পাকিস্তান ১২৭তম অবস্থানে রয়েছে। সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৯৭তম, সঊদী আরব ১০৮তম এবং রাশিয়া ১৩১তম। বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে ইউরোপের আইসল্যান্ড।

তামাকসৃষ্ট রোগের বাৎসরিক চিকিৎসাব্যয় ১১ হাযার কোটি টাকা

বাংলাদেশে প্রতি বছর যতসংখ্যক মানুষ মারা যায়, তার শতকরা ১৬ ভাগই ঘটে ধূমপানসহ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ৮টি রোগে। এই রোগগুলো হচ্ছে ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার, কণ্ঠনালীর ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যক্ষ্মা (টিবি) এবং বার্জার রোগ। 'বাংলাদেশে তামাক, তামাকের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি' শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এগেইনস্ট টিউবারকুলোসিস এন্ড লং ডিজিজেস', ফ্রান্স-এর আর্থিক সহায়তায় 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' (এইচডিআরসি) এ গবেষণাটি চালায়।

গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী মানুষের ২১ ভাগই ধূমপায়ী। এ অনুপাত পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগ এবং মহিলাদের শতকরা ২ ভাগ। তবে মহিলাদের মধ্যে ২ ভাগ ধূমপায়ী হ'লেও জর্দা, গুল ও আলাপাতা ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগের বেশী। তামাকজনিত কারণে সৃষ্ট ৮টি রোগের পেছনে প্রতি বছর মোট ব্যয় হয় ১১ হাযার কোটি টাকা। যার প্রত্যক্ষ ব্যয় ৫ হাযার কোটি টাকা এবং পরোক্ষ ব্যয় ৬ হাযার কোটি টাকা। গবেষণায় আরো বলা হয়, সারা বছর দেশে যে পরিমাণ বন উজাড় হয়, তার ৩০ শতাংশ হয় তামাক চাষের জন্য। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে সারাবিশ্বে প্রতিবছর ৫০ লাখ লোক মারা যায়।

বাজারে আসছে বৈদ্যুতিক রিক্সা!

চীনের নাগরিক গ্যাং ইয়ং ডিং ২০০৬ সালে ঢাকায় আসেন। বেড়ানোর জন্য রিক্সায় চড়ার পর তিনি দেখেন, রিক্সা চালকেরা শরীরের শক্তি দিয়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুটছেন। বিষয়টি তাঁর কাছে অমানবিক মনে হয়। তিনি এমন এক ধরনের রিক্সার কথা ভাবেন, যেটি চালানোর জন্য আর প্যাডেল ঘোরাতে হবে না। গ্যাং ইয়ং ডিংয়ের সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবায়নের পথে। শিগগিরই বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করছে 'বৈদ্যুতিক রিক্সা'। প্রচলিত রিক্সার সামনের চাকা পরিবর্তন করে এই রিক্সায় মোটর, সিলিকন জেল ব্যাটারি, গতি নিয়ন্ত্রক (ব্রেক) ও চার্জার সংযোজন করে বৈদ্যুতিক রিক্সা তৈরী করা হয়েছে। গ্যাং ইয়ং ডিংয়ের লোটাস বার্ড ইলেকট্রিক বাইক কোম্পানী ও বাংলাদেশে সিগস ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত ডিজেল প্লান্টে বৈদ্যুতিক রিক্সা সংযোজনের কাজ করা হবে। দুই মাসের মধ্যে নতুন এ রিক্সা বাজারে আসবে।

জানা যায়, বৈদ্যুতিক রিক্সার ব্যাটারি চার-পাঁচ ঘণ্টা চার্জ করতে খরচ হবে ১০ টাকা, চলবে ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। এর গতি হবে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

আদালত অবমাননার শাস্তি ৬ মাস জেল

আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অনধিক দুই হাযার টাকা জরিমানার বিধান করা হয়েছে। তবে কেউ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আপিলে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা বিবেচনা করে দণ্ড মওকূফ বা হ্রাস অথবা ক্ষমা করার বিধান রাখা হয়েছে। এসব বিধান রেখে 'আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮' প্রণয়ন করেছে সরকার। এর আগে গত ২ মার্চ এই অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন করা হয়। গত ২৫ মে সরকারীভাবে এই অধ্যাদেশের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আদালত অবমাননা অধ্যাদেশে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগটি বাতিল হয়ে যাবে। অন্য দিকে আদালত অবমাননার কারণ উদ্ভব হওয়ার তারিখ হ'তে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আদালত অবমাননার কোন অভিযোগ বা মামলা করা যাবে না।

এটর্নি অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার

আদালতে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য কৌঁসুলি নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং তাদের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকার সরকারী এটর্নি অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারী এটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ ২০০৮-এর ধারা ৫-এর উপধারা (১)-এর বিধান মোতাবেক গত ২ জুন এক প্রজ্ঞাপন বলে এ অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ইসরাঈল হোসেনকে এ অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরের ১৮ মে সরকারী এটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ প্রণীত হয়।

দেশে ১০ হাযার জনের জন্য চিকিৎসক ৫ জন!

বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাযার জনের জন্য পাঁচজন চিকিৎসক, দুইজন নার্স আছেন। এছাড়া আছেন ১২ জন পল্লী চিকিৎসক ও ১১ জন ওষুধ বিক্রেতা। দেশের মোট সেবাদানকারীর শতকরা ৪৩ ভাগ ভেষজ ও সনাতন চিকিৎসক। কিন্তু এদের মধ্যে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও ডেন্টিস্টের হার মাত্র ৫ ভাগ। অথচ মায়েরা প্রথমের অপ্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতার দ্বারস্থ হন। কারণ এতে শুধু ওষুধ কেনার টাকা খরচ হয়। ডাক্তারদের ভিজিট দিতে হয় না। অপ্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীদেরকে ওষুধ ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তারা খুব কম ক্ষেত্রেই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাতে বলেন। ব্র্যাক ও জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের প্রকাশনায় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের (বিএইচডব্লিউ) 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ২০০৭' প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

Contents

বিদেশ

নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান

অবশেষে নেপালের সর্বশেষ হিন্দু শাহ রাজবংশের শেষ ক্ষমতাচ্যুত রাজা জ্ঞানেন্দ্র ১১ জুন রাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘ এক শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার সময়সীমা শেষ হবার ১ দিন আগেই তিনি প্রাসাদ ছেড়ে গেছেন। ইতিপূর্বে মে মাসের ৩০ তারীখে রাজাকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাবার জন্য ১২ জুন সর্বশেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। নেপালে রাজতন্ত্র অবসানের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহী মাওবাদীরা আন্দোলন করে আসছিল। ২০০৬ সালে গণআন্দোলনের মুখে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হন। গত মে মাসের পার্লামেন্ট নির্বাচনে রাজতন্ত্র বিলোপের পক্ষে জনগণ ভোট দেয়। ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ঐ দিন নেপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

নেপালের রাজপ্রাসাদ নারায়নিথি ছেড়ে শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অস্থায়ী আবাস নাগার্জুনে আশ্রয় নিয়েছেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র ও রাণী কোমাল। সেখানে তাকে পুলিশ প্রহরা দেয়া ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে না। রাজপ্রাসাদটি এখন থেকে জাদুঘরে পরিণত হবে। ক্ষমতাচ্যুত রাজা প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে অসংখ্য জনতা প্রাসাদের বাইরে এসে ভিড় করে। যাওয়ার আগে ১৪ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জ্ঞানেন্দ্র। তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'রাজমুকুট এবং রাজদণ্ড তিনি সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। জনগণের রায়কে তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। দেশের মঙ্গলার্থে জনগণের সঙ্গে কাজ করবেন'। ২০০১ সালের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিনি জড়িত বলে যে অভিযোগ শোনা যায় তা অস্বীকার করে জ্ঞানেন্দ্র বলেন, 'এই ধারণা ভুল। তিনি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত নন। ঐ সময় তার স্ত্রীও বুলেটবিদ্ধ হয়েছিলেন'। রাজা জ্ঞানেন্দ্রর দেশে প্রায় ২০ কোটি ডলার এবং বিদেশে আরো বেশী অর্থ রয়েছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যে রাজার সম্পত্তির হিসাব নেয়ার জন্য নেপাল সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

উল্লেখ্য, পৃথিবীর প্রায় ২৭টি দেশে কোন না কোনভাবে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। ইউরোপের ১০টি, এশিয়ার ৬টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৬টি, ওশেনিয়ায় ২টি ও আফ্রিকার ৩টি দেশে এখনো রাজতন্ত্র বহাল আছে।

মৃত্যুর পরও নিজের বিছানায় ৩৫ বছর!

ক্রোয়েশিয়ার হেডভিগা গোলিক বিগত ৩৫ বছরে একবারও নিজের বিছানা ছেড়ে উঠেননি। কিভাবেই বা উঠবেন, তিনি যে মৃত। এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেবে। মৃত্যুর প্রায় ৩৫ বছর পর নিজের বিছানায় গোলিকের মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করেছে প্রতিবেশীরা। এত বছর পর গোলিকের ফ্ল্যাটের মালিকানা দাবী করে তার প্রতিবেশী ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে মৃতদেহটি দেখতে পায় এবং পুলিশকে খবর দেয়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃতদেহ পরীক্ষা করে মনে করছেন স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে তার। আর তার মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত ১৯৭৩ সালে।

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতুর (আন্তঃসমুদ্র সেতু) নাম হাংঝু বে সেতু। ১ মে ২০০৮ সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সেতুটি চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের নিংবো ও বাণিজ্যিক নগরী সাংহাইকে সংযুক্ত করেছে। ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতুটি হাংঝু বে-এর উপর নির্মিত। উল্লেখ্য, বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম আন্তঃসমুদ্র সেতুও চীনে অবস্থিত, যার নাম 'দুংহাই সেতু'। চীনে অবস্থিত ৩২.৫ কিমি দৈর্ঘ্যের এ সেতুটির কাজ শেষ হয় ২০০৫ সালের ১০ ডিসেম্বর।

১৯ বছরেই মেয়র!

জন টেলর হ্যামন্সের বয়স এখন মাত্র ১৯ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ঢুকেছেন তিনি। অথচ এই বয়সেই তিনি ঐ অঙ্গরাজ্যের মুসকোগি নগরীর মেয়র হয়ে বসেছেন। বয়সে একেবারে তরুণ হ'লেও দাপট কম নয় তাঁর। প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক মেয়র হার্শেল রে ম্যাকব্রাইডের চেয়ে ৭০ শতাংশ ভোট বেশী পেয়ে তিনি জয়লাভ করেন।

বিশ্বের সর্বাধিক কারাবন্দী যুক্তরাষ্ট্রে

কথিত মানবাধিকারের প্রবক্তা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে আটক বন্দির সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কারণে কারাগারে আটক রয়েছে ২৩ লাখ। আশঙ্কাজনক এই সংখ্যা বিশ্বের যেকোন দেশের চেয়ে অনেকগুণ বেশী এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিজের ইতিহাসেও সর্বাধিক বলে মত প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। সূত্রের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৬২ জন কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী জীবনযাপন করে। ব্রিটেনে এই অনুপাত প্রতি এক লাখে ১৫২ জন এবং ফ্রান্সে এক লাখে মাত্র ৯১ জন।

বিজ্ঞাপন বিশ্বব্যাপী ধূমপান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জেনেও মানুষ অহরহ ধূমপান করছে। এর অন্যতম কারণ হ'ল সিগারেটের বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এখনো সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে কোমলমতি তরুণ সমাজ সিগারেটের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অভিভাবকরা চেষ্টা করেও তাদের নিবৃত্ত করতে পারে না। এ অবস্থায় 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (হু) সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এজন্য হু সিগারেট কোম্পানীগুলোকে দোষারোপ করে বলেন, তারা সুকৌশলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র, কনসার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে গ্ল্যামারস, লোভনীয় ও যৌন আবেদনময় বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিশ্বব্যাপী ধূমপানের প্রতি একটি মোহ সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সীরা আকৃষ্ট হচ্ছে বেশী। হু জানায়, কঠোর বিধিনিষেধ না থাকার কারণে রাশিয়ায় গত এক দশকে নারী ও তরুণ ধূমপায়ীর সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ধূমপানের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করায় কানাডায় গত চল্লিশ বছরে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

Contents

৫০ কোটি কিশোর ও তরুণ নিকোটিনের ঝুঁকিতেঃ 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (হু) বলেছে, এশিয়ায় কিশোর ও তরুণ বয়সের প্রায় ৫০ কোটি ছেলেমেয়ে নিকোটিনজনিত রোগের ঝুঁকিতে আছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক শিগেরা ওমি বলেন, তামাক কোম্পানীগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমভাগের দেশগুলোর কিশোর ও তরুণ বয়সের প্রায় ৫০ কোটি ছেলেমেয়েকে তাদের তামাকজাতীয় পণ্যের লক্ষ্যবস্তু করেছে। হু'র তথ্যমতে ঐ এলাকায় প্রতিদিন ধূমপানজনিত রোগে তিন হাযারের বেশী লোকের অকাল মৃত্যু হয়।

মার্কিন সেনাদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়ছে

মার্কিন সেনাবাহিনীতে ২০০৭ সালে কর্মরত সৈন্যদের মধ্যে ১১৫ জন আত্মহত্যা করেছে, যা ঐ সালে সেনাবাহিনীতে কর্মরত প্রতি হাযার সৈনিকের মধ্যে ১৮.৮ শতাংশ। ১৯৮০ সালে আত্মহত্যার ঘটনার হিসাব রাখা শুরু করার পর থেকে আত্মহত্যার এই হার এক বছরে সর্বোচ্চ। এছাড়া প্রায় ১ হাযার সৈন্য আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। এটি এমন এক বছরে ঘটেছে যখন ইরাকে মার্কিন সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনা ও আফগানিস্তানে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, সৈনিকদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল ২০০৬ সালে প্রতি ১ লাখে ১৭.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে ছিল ১২.৮ শতাংশ, ২০০৪ সালে ১০.৮ শতাংশ এবং ২০০১ সালে ছিল প্রতি ১ লাখে ৯.৮ শতাংশ। দীর্ঘ ও বার বার যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগদানের কারণে সৈনিকদের মনে সৃষ্ট বিষণ্নতা আত্মহত্যার কারণ বলে সেনা কর্মকর্তারা বলছেন।

২১০ বছর কারাদণ্ড!

শিশু ধর্ষণের দায়ে অবসরপ্রাপ্ত এক মার্কিন নৌক্যাপ্টেনকে কেন্দ্রীয় জুরিরা সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে ২১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। মাইকেল জোসেফ পিপি নামের ৫৪ বছর বয়সী এই মার্কিনী কম্বোডিয়া ভ্রমণকালে ৯ থেকে ১২ বছর বয়সী ৭টি মেয়ে শিশুকে ধর্ষণ করে।

আমেরিকানদের মাথাপিছু দেনার পরিমাণ প্রায় ৬ লাখ ডলার

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য, আমেরিকানদের মাথাপিছু দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩১ হাযার ৪৭২ ডলার অর্থাৎ ৩ কোটি ৬৬ লাখ ৭১ হাযার ৫৮৬ টাকা করে। ইউএসএ টুডে এ তথ্য জানায়। ফেডারেল প্রশাসনের দীর্ঘমেয়াদি দেনার পরিমাণও গত বছর বেড়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে। ফেডারেল প্রশাসনের দেনার ভার মাথাপিছু গড়ে ৫ লাখ ডলার করে হ'লেও স্টেট এবং সিটি প্রশাসনের দায় যোগ করলে তা উপরোক্ত পরিমাণে দাঁড়ায়। জানা গেছে, মোট দেনার পরিমাণ হচ্ছে ৬১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার।

বৈদ্যুতিক মানব!

কনস্তান্তিন ক্রাইয়ু (৫১) নামে রোমানিয়ার একজন বৈদ্যুতিক কারিগর দাবী করেছেন, সচল বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করে আজ পর্যন্ত তিনি শক পাননি। আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা না নিয়েই তিনি অবলীলায় বিদ্যুতের সচল তার জোড়া লাগান। তিনি বলেন, বিদ্যুত থাকা অবস্থায় সকেটে তিনি ক্রু বা পেরেক লাগান। এতে আঙ্গুলে সামান্য একটু গরম অনুভব করেন। এর বেশী কিছু নয়। তিনি জানান, এক দিন রেলওয়ের একটি ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর তিনি টের পান, বিদ্যুৎ বন্ধ না করেই কাজ করেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রাইয়ুর ত্বকে ব্যতিক্রমী এমন কিছু রয়েছে যা বিদ্যুৎ প্রবাহ ঠেকাতে কাজ করে।

ব্রাজিলের আমাজান বনে আদিবাসী গোষ্ঠীর সন্ধান লাভ

এই একুশ শতকেও বিশ্বে এখনো অনেক জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে, যাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের কোন যোগাযোগ নেই। তাদের কাছে দুর্গম বন-জঙ্গল আর পাহাড়ি এলাকাটাই দুনিয়া। আদিবাসীদের জন্য কাজ করে এমন সংগঠন সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনালের মতে বিশ্বে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় ১০০টি। এর অর্ধেকেরও বেশীর অবস্থান ব্রাজিল ও পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকার এ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর একটির অবস্থান চিহ্নিত করেছে ব্রাজিল সরকার। প্রমাণ হিসাবে তারা ছবিও তুলে রেখেছে।

ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ব্রাজিল-পেরু সীমান্ত এলাকায় এ গোষ্ঠীর অবস্থান। বিমান থেকে নেওয়া ছবিতে দেখা যায়, শরীরে লাল রং লাগানো আদিবাসী লোকজন তীর-ধনুক উঁচিয়ে ধরেছে। ঘরবাড়ি খড়ের তৈরী এবং চারদিকে ঘন জঙ্গল। ব্রাজিলের আমাজান বনের প্রত্যন্ত এলাকার উপর দিয়ে বেশ কয়েকবার বিমান চালিয়ে এ ছবিগুলো তোলা হয়।

এক গাছে ৩০০ রকম আম!

ভারতে আমের জন্য বিখ্যাত উত্তর প্রদেশের মালীহাবাদে আমচাষী কলীমুল্লাহ খান একটি গাছে ৩০০ রকমের আম উৎপাদন করে ভারতে গড়েছেন এক নতুন রেকর্ড। গাছটির বয়স ৮০ বছর। কলীমুল্লাহ খান সেটিতে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে ৩০০ রকমের আম উৎপাদন করে গোটা দেশের নযর কেড়েছেন।

সারা বিশ্বে খুনের দিক দিয়ে ভারত শীর্ষে

সারা বিশ্বে সংখ্যার বিচারে ভারত এখন খুনের ঘটনায় শীর্ষে রয়েছে। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ধর্ষণের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এ তথ্য দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো'। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো ২২টি দেশের তথ্য সংগ্রহ করে এ অপরাধের তালিকা তৈরী করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৭-০৮ সালে খুনের ঘটনায় ভারত বিশ্বে শীর্ষে ছিল। সেখানে ৩২ হাযার ৭১৯টি খুনের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটে ৩০ হাযার ৯৬০টি খুন। আর যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ হাযার ৬৯২টি। পাকিস্তানে খুনের সংখ্যা হ'ল ৯ হাযার ৬৩১টি।

বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র ক্রেতা ভারত ও চীন

বিশ্বের সর্বাধিক অস্ত্র আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও চীনের অবস্থান শীর্ষে। চীন বিশ্বের মোট অস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতি আমদানির প্রায় ১২ ভাগ এবং ভারত ৮ ভাগ আমদানী করে থাকে। 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র (এসআইপিআরআই) জরিপে একথা বলা হয়েছে। জরিপে আরো বলা হয়, চীন ও ভারতের আমদানী করা এসব অস্ত্র যুক্তরাজ্যসহ রাশিয়া থেকে আসে। তবে এসআইপিআরআই অপর প্রধান আন্তর্জাতিক অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ ইসরাঈলের নাম উল্লেখ করেনি। উল্লেখ্য, চীনের অস্ত্র আমদানির ৪৫ ভাগ এবং ভারতের অস্ত্র আমদানির ২২ ভাগ রাশিয়া সরবরাহ করে।

Contents

মুসলিম জাহান

শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবন ও কর্মের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আল-ইহসান একাডেমী আলীগড় এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ এর উদ্যোগে গত ৮-৯ মার্চ রোয শনি ও রবিবার দিল্লীর আহলেহাদীছ কমপ্লেক্সে **'আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীঃ হায়াত ওয়া খিদমাত' (আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীঃ জীবন ও কর্ম)** শীর্ষক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৮ মার্চ সকাল ১০-টায় মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ এর সুরম্য মসজিদে ক্বারী ইহতিশাম আহমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মারকাযী জমঈয়তের আমীর হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আলেম ও গ্রন্থকার আব্দুল মুঈদ মাদানী। তিনি তার বক্তব্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ওলামায়ে কেরাম, গবেষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, প্রবন্ধকারগণ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই মহতী সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। উপরন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবন ও কর্মের নানা দিক অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবনে এমনও সময় গেছে যখন তিনি ভাল কাগজের অভাবে অলিগলি ও শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা নষ্ট কাগজ একত্রিত করে তাতে গবেষণালব্ধ মতামত লিখে রাখতেন'। তিনি আরো বলেন, 'যুগ পরিক্রমায় অনেক বিদ্বান ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর অনন্য চরিত্র-মাধুর্য, তাবলীগী কর্মকাণ্ড, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত চির জাগরুক থাকবে'। তাঁর পর ধারাবাহিকভাবে জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল আছগার আলী ইমাম মাহদী মাদানী, ডঃ আর, কে নূর মুহাম্মাদ মাদানী ও ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ মাদানী শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্যবহুল বক্তব্য পেশ করেন। সেমিনারে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অন্যূন ৪০টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। বার্ধক্যজনিত বা অন্য কোন কারণে যারা সেমিনারে উপস্থিত হ'তে পারেননি তাদের লিখিত প্রবন্ধাবলী তাদের প্রতিনিধিরা সেমিনারে পাঠ করেন।

সেমিনারে যারা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান, দাঈ, 'যাওয়াবি' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ কাদীমান ওয়া হাদীছান' (যুগে যুগে হাদীছ অস্বীকার), 'দাওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ওয়া আছারুহা ফিল-হারাকাতিল ইসলামিইয়াহ আল-মু'আছিরাহ' (আধুনিক ইসলামী আন্দোলন সমূহে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার দাওয়াতের প্রভাব), 'তারীখু আহলিল হাদীছ' (আরবী, প্রকাশিতব্য) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ মাদানী (কুয়েত), ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ' গ্রন্থের লেখক ডঃ আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ মাদানী (রিয়ায), মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী (মারকাযুত তাওহীদ, নেপাল), মাওলানা খোরশেদ আহমাদ সালাফী (ঝাণ্ডানগর, নেপাল), মাওলানা মুতীউল্লাহ মাদানী (নেপাল), ওয়াছিউল্লাহ মাদানী (ঝাণ্ডানগর, নেপাল), ডঃ লায়ছ মুহাম্মাদ মাক্কী (অটোয়া, সিদ্ধার্থনগর), ডঃ আর, কে নূর মুহাম্মাদ মাদানী (তামিলনাড়ু), ডঃ সাঈদ আহমাদ মাদানী (কর্ণাটক), মাওলানা আব্দুল হাকীম আব্দুল মা'বূদ মাদানী (মুম্বাই), মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব খিলজী (দিল্লী), মাওলানা মুহাম্মাদ আরশাদ ফাহীমুদ্দীন মাদানী (বিহার), মাওলানা রিযওয়ান আহমাদ রিয়াযী (রিয়ায), ডঃ রহমতুল্লাহ সালাফী (বিহার), মাওলানা আতাউর রহমান মাদানী (দিল্লী), মাওলানা আবুল কায়স আব্দুল আযীয মাদানী (বিহার), মাওলানা আবূ সাহবান নাদভী (লক্ষ্মৌ), মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের মাদানী (ইউপি), মাওলানা আবুল আছ ওয়াহীদী (বলরামপুর, ইউপি), ডঃ ইতরীফ শাহবায নাদভী (দিল্লী), ডঃ ওবাইদুল্লাহ ফাহদ (আলীগড়), মাওলানা রফীউল্লাহ মাসঊদ তায়মী (দিল্লী), মাওলানা মাহমূদুল হাসান ফায়যী (দিল্লী), মাওলানা ফযলুল্লাহ সালাফী (বিহার) প্রমুখ। তবে সময়ের স্বল্পতা হেতু প্রত্যেকে তার প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ সেমিনারে উপস্থাপন করেন। সেমিনারে উপস্থিত সুধীরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধকারদের বক্তব্য শুনে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথ নেন এবং এ জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে তারা এও আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী প্রজন্মকে শায়খ আলবানীর জীবন ও অবদান সম্পর্কে জানানোর জন্য এই সেমিনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে।

[সৌজন্যে: আস-সিরাজ (উর্দূ), ঝাণ্ডানগর, নেপাল, এপ্রিল'০৮, সংখ্যা ১১, পৃঃ ৩৫-৩৬]

পাকিস্তানে ঘড়ির কাটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়া হয়েছে

পাকিস্তান গত ৩১ মে মধ্যরাত থেকে ঘড়ির কাটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়েছে। দিনের আলোর অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তান সরকার গত ১৪ মে বিদ্যুৎ বাঁচানোর যে সিদ্ধান্ত নেয় তার অংশ হিসাবেই এ কাজ করা হয়েছে। এর আগে ২০০১ সালে তিন মাসের জন্য ঘড়ির কাটা এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট চলছে।

আল-আক্বছা মসজিদ নিয়ে ইসরাঈলী ষড়যন্ত্র

আরব অঞ্চলের সহিংস অস্থিতিশীলতার উদগাতা ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল আরবদের বিশেষ করে ফিলিস্তীনীদের মধ্যে উত্তেজনা উসকে দেয়ার নতুন ফন্দি শুরু করেছে। বিশ্ব মুসলিমের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব জেরুজালেমে (জেরুজালেম নগরীর পুরনো অংশ) অবস্থিত আল-আক্বছা মসজিদের পাশে ইসরাঈলীরা এমন একটি বিতর্কিত প্রাচীর নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা নির্মিত হ'লে পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদের মূল ভিত্তি হুমকির সম্মুখীন হবে।

সোমালিয়ায় সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

চলমান সংঘাত নিরসনে এক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সোমালিয়ার সরকার ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো। গত ১৭ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে ৯ জুন সোমালিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও বিরোধীদলীয় জোট এ্যালায়েন্স ফর দ্য রি-লিবারেশন অব সোমালিয়ার মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতিসংঘের সমঝোতায় জিবুতিতে টানা ১০ দিনের আলোচনা শেষে উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। নতুন এই চুক্তির আওতায় সরকার ও প্রতিপক্ষ জোটের সশস্ত্র গ্রুপগুলো আগামী ৯০ দিনের জন্য অস্ত্রবিরতি কার্যকর করবে ও পরে তা আবার বাড়ানো যাবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মাউস ও কিবোর্ড ছাড়াই চলবে কম্পিউটার!

মাউস আর কিবোর্ড ছাড়াই এবার চলবে কম্পিউটার। কারণ মাইক্রোসফটের নতুন অপারেটিং সিস্টেম (ওএস) 'উইনডোজ ৭'-এ কাজ করতে কোন মাউস বা কিবোর্ডের দরকার হবে না। পুরনো শত্রু অ্যাপলের 'আই ফোন'-এর ধাঁচেই 'উইনডোজ-৭' তৈরী করছে মাইক্রোসফট। ২০১০ সালে বাজারে আসবে এই স্টাইলিশ 'ওএস'। হালফ্যাশনের মোবাইল বা ট্যাবলেট পিসি অনেক দিন ধরেই 'টাচ স্ক্রিন' ব্যবহার করছে। আইফোনে আছে মাল্টিপল টাচ স্ক্রিন অর্থাৎ একই সঙ্গে একাধিক আঙ্গুল ছুঁইয়ে অনেকগুলো কাজ করা যাবে। ইন্টারনেটে যাওয়া বা চিঠি টাইপ সবকিছুই করতে হবে কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে। মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান বিল গেটসের দাবী, ভবিষ্যতের কম্পিউটার দাঁড়িয়ে আছে টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তির উপরই। শুধু আঙ্গুল বা স্টাইলাস পেনই নয়, এরপর কম্পিউটারের সঙ্গে আদান-প্রদান করা যাবে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেও।

মানবদেহে নতুন হাড় গজানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন!

মানবদেহে হাড় সংযোজন এবং নতুন করে হাড় গজানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের গবেষকরা। তারা এজন্য এমন এক ধরনের গ্লাস আবিষ্কার করেছেন, যা মানবদেহে ক্যালসিয়াম উৎপাদন করে নতুন হাড় গজাতে সাহায্য করবে। নব উদ্ভাবিত এই গ্লাস কোন প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য না ছড়িয়ে মানবদেহে মিশে গিয়ে নতুন হাড় উৎপাদন করবে। গবেষকদের দাবী অনুযায়ী মানবদেহে সংযোজনের পর এই গ্লাস হাড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম এবং সিলিকন তৈরী করবে। এইসব রাসায়নিক উপাদান মানুষের হাড়ের ভেতরে অবস্থিত জিনকে সক্রিয় করে তুলবে এবং এই পদ্ধতিতে নতুন হাড় জন্মাবে।

ফুসফুস ক্যান্সারের নতুন ওষুধ আবিষ্কার

ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়ার মতো নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই রোগে আক্রান্তদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ফলে বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুটা হ'লেও আশার সঞ্চার হয়েছে। এই ওষুধটির নাম ইরবিলাক্স (সেলাক্সিম্যাব)। এই ওষুধ একজন রোগীর আয়ুষ্কাল পাঁচ সপ্তাহ বাড়িয়ে দিতে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র হেলিকপ্টার

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট একজনের উপযোগী হেলিকপ্টার জিইএনএইচ-৪। এর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩১ মাইল। মানুষ বহনকারী সবচেয়ে ছোট হেলিকপ্টার হিসাবে এটি এরই মধ্যে গিনেস বুকে স্থান করে নিয়েছে। চমকপ্রদ এ হেলিকপ্টারটির নক্সা করা হয়েছে ৫০০ বছর আগে প্রথমবারের মতো আকাশযানের ধারণা দেওয়া চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নক্সার অনুকরণে। এতে সাধারণ হেলিকপ্টারের মতো কোন লেজ নেই। যেমনটি ছিল ভিঞ্চির নক্সায়। ৭৫ কেজি ওযনের এই হেলিকপ্টারটির উন্নয়ন সাধন করেছেন জাপানের গেন্নাই ইয়ানাগিসাবা। হেলিকপ্টারটির দাম রাখা হয়েছে ৫৮ হাযার ২৫০ ডলার।

টুথব্রাশে আর টুথপেস্ট লাগবে না

দাঁত পরিষ্কার করার জন্য টুথব্রাশ এবং টুথপেস্ট উভয়ই লাগে কিন্তু টুথপেস্ট ছাড়াই যদি মুখের দুর্গন্ধ দূর হ'ত, তাহ'লে কেমন হ'ত। সম্প্রতি জাপানের শিকেন কোম্পানী Soladey-J_3X মডেলের এক টুথব্রাশ আবিষ্কার করেছে। এই টুথব্রাশে অক্সিজেনের উচ্চমানের ধাতু বিশেষ রয়েছে, ব্রাশ করার সময় যা সুগন্ধ ছড়াবে। আর এজন্য কোন টুথপেস্টও লাগবে না।

টিউমারের টিকা আবিষ্কার

মস্তিষ্কের টিউমার রোধে বিজ্ঞানীরা একটি টিকা আবিষ্কার করেছেন, যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে আগের চেয়ে দ্বিগুণের বেশী সময় বাঁচিয়ে রাখবে। গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ২ জুন এ কথা জানানো হয়। এ্যাভান্ট ইমিউনোথারঅ্যাপিউটিক্স ইনকর্পোরেশন টিকাটি তৈরী করেছে। সেটি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, যা টিউমারের আক্রমণ প্রতিহত করে। বড় আকারের টিউমারে আক্রান্ত ২৩ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এ টিকার ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

সড়ক ও রেলপথে চলবে একই গাড়ি

জাপানে পরিবেশবান্ধব নতুন এক ধরনের গাড়ি তৈরী হচ্ছে, যা সড়ক ও রেলপথে সমানতালে চলতে পারবে। প্রসিদ্ধ মোটর গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টয়োটা এবং এর অধিভুক্ত ট্রাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিনো মিলে এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। হিনো মটরস লিমিটেডের একজন মুখপাত্র জানান, দু'টি ভিন্ন পথে চলাচলে সক্ষম নতুন মডেলের এ যানটি উদ্ভাবন করেন রেলওয়ে অপারেটর জে আর হোকাইদো। এটি ২৫ জন যাত্রী বহন করতে পারবে।

এক চাকার মোটরসাইকেল!

'ইউনিসাইকেল' নামে এক চাকার মোটরসাইকেল উদ্ভাবন করেছে কানাডার সদ্য স্কুল পাশ করা এক তরুণ। এই বাহনের আরেকটি বিশেষত্ব হ'ল, এটি বিদ্যুৎচালিত বলে সম্পূর্ণ বায়ুদূষণ মুক্ত। এক চাকার হ'লেও এতে মূলত দু'টি চাকাই আছে। মাঝে ইঞ্চিখানেক ফাঁকা জায়গা রেখে দু'টি চাকা লাগানো হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায় এবং খুব ধীরগতি হ'লে মোটরসাইকেলটি দুই চাকার উপর ভর করেই থাকে। গতি নিয়ে চলতে শুরু করলে এর একটি চাকা ছোট হয়ে গুটিয়ে যায়, তাই চলে এক চাকায়। এক চাকায় চলে বলে বিশেষ কিছু সুবিধা পায় এটি। কম জায়গা নেওয়ায় যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে খুব সহজেই দিক পরিবর্তন করতে পারে ইউনিসাইকেল। আটকেপড়া যানবাহনের সারিতেও নিজের জায়গা বের করে নিতে সমস্যা হয় না এর। এই বাহনে মূলত সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। ইউনিসাইকেলের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪০ মাইল। যদিও ১৫ মাইলের বেশী বেগে চালানো এখনো নিরাপদ নয়।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত কম্পিউটার

এক সেকেন্ডে সাধারণ মানুষের পক্ষে ক'টা অংক কষা সম্ভব। বড়জোর একটা। আজকের যেকোন সাধারণ কম্পিউটার এক সেকেন্ডে দশ কোটি অংক কষতে পারে। কিন্তু নিউইয়র্কের একটি 'সুপার কম্পিউটার' এক সেকেন্ডে ১ হাযার লাখ কোটি অংক কষতে পেরেছে। এটিই এখন বিশ্বের দ্রুততম কম্পিউটার। ছ' বছর ধরে নিউ মেক্সিকোর লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ও আইবিএমের ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ উদ্যোগে এই সুপার কম্পিউটারটি তৈরী হয়েছে। নাম 'রোড রানার'। এটি প্রধানত পরমাণু অস্ত্রসম্ভার নিয়েই গবেষণা করতে সাহায্য করবে। তবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা, জৈব জ্বালানি উৎপাদন সবকিছুতেই এর সাহায্য পাওয়া যাবে। এটির ওযন সোয়া ২ লাখ কেজির বেশী। দাম ১০ কোটি মার্কিন ডলার।

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বাংলাদেশে মানবাধিকারঃ একটি প্রশ্ন

মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণই মানবাধিকার। আর মানব জন্মের কারণেই প্রণীত মানবাধিকার আইন। মানবসত্তা ও মানবাধিকার পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অবিচ্ছিন্ন। ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এরপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর অনুসমর্থন ও যোগদানের জন্য গৃহীত ও উন্মুক্ত হয় এবং যথাক্রমে ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারী ও ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা এ অঙ্গীকার করে ঘোষণা করেন যে, জাতিসভার এক সদস্য হিসাবে তাদের উপর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তেছে, তা তারা পালন করবেন এবং জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবেন। মানবাধিকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাই একটা স্বাভাবিক রণধ্বনি ছিল। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় মানবাধিকারকে আবাহন করা হয় এবং অঙ্গীকার করা হয় একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবাধিকারের মেলবন্ধন করে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে'।

১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ ৬টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু এতকিছুর পরেও বাংলাদেশে মানবাধিকার আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৮-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে *(আমার দেশ, ২৯ মে'০৮)*। অপরদিকে গত ১২ জুন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক শুনানীতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। 'অ্যালায়েন্স ফর লিবারেল এ্যান্ড ডেমোক্র্যাটস ফর ইউরোপ'-এর সদস্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিবেদিত এমপি জনভ্যান হেকি আয়োজিত ঐ শুনানীতে কানাডার প্রখ্যাত মানবাধিকার আইনজীবী উইলিয়াম তাঁর সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সবাই এখন উদ্বেগ প্রকাশ করছে' *(সমকাল, ১৬ জুন'০৮)*।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে এই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে *(সমকাল, ১ জুন'০৮)*। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর গত ৩৭ বছরেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বিনাবিচারে ১৮ বছর কারাগারে কাটিয়ে ২০০১ সালের ২১ মার্চ মুক্তি পান ঢাকার আনোয়ার হোসেন, ঠিকানা জটিলতার কারণে ১০ বছর কারাভোগ করে চট্টগ্রামের অশিতিপর বৃদ্ধ আব্দুল মালেক অবশেষে মুক্তি পান। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া থানার শাখারিকাঠি গ্রামের মুসলিম বিশ্বাস (৬০) ১২ আগষ্ট'৯৪ গ্রেফতার হয়ে ১৪ বছর বিনাবিচারে কারাভোগের পর গত ২৬ মে'০৮ তারিখে মুক্তি পান। এসব হচ্ছে এদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু খণ্ডচিত্র। এসব ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও জাতীয় ভিত্তিক দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা। প্রফেসর ড. গালিব ছাহেবকে গ্রেফতার করা হয় (৫৪ ধারায়) সন্দেহজনকভাবে। গ্রেফতারের ১ মাসের মধ্যে সেই মামলায় তিনি মুক্তি পান। কিন্তু পূর্বে দায়েরকৃত বিভিন্ন যেলার অপরাপর আরো ১০টি মামলায় সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। যার মধ্যে তদন্ত কর্মকর্তা প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ৫টি মামলায় তিনি গ্রেফতারের কিছুদিন পরই মুক্তি পান। ১টি মামলায় গত ২৬ জুন'০৮ গাইবান্ধা স্পেশাল ট্রাইবুনাল থেকে বিচারবার্য সম্পন্নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বেকসুর খালাস পান। অবশিষ্ট ৪টি মামলার ৩টিতে তিনি যামিনে থাকলেও এখনো ১টি মামলায় যামিন না থাকার কারণে তিনি আটক আছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ২২ ফেব্রুয়ারী'০৫ দিবাগত রাত ২টায় বাসা থেকে ডেকে নিয়ে থানায় গিয়ে পরদিন তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয় ৫৪ ধারা মতে। আইনত এটা কতটুকু সঠিক হয়েছে তা নিয়েও সচেতন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে বিদ্যমান আইনের সংশোধনের বাইরেও উচ্চ আদালত ১৫টি নির্দেশনা দিয়েছে, যা পুলিশ অনুসরণ করবে। তার কয়েকটি এরকম, গ্রেফতারের সময় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন, কেন গ্রেফতার করা হ'ল সেটা রেকর্ড করবেন, যদি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তাঁর নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করা না হয়

তাহ'লে সে সংবাদ তাদের দেওয়া হবে, কোন রকম আহত থাকলে সরকারী ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে এবং তার পক্ষে আইনজীবি নিয়োগের সুযোগ থাকবে *(Saifuzzaman v. state, 56 DLR 324)*। ড. গালিবকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে এসব নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি; বরং এক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ভারতের বিচারপতি এসকে সিনহা বলেন, ৫৪ ধারার আওতায় পুলিশ যখন প্রিভেন্টিব ডিটেনশন দেখিয়ে নির্দোষ কাউকে গ্রেফতার করে এবং সেটা ম্যাজিস্টেটের নির্দেশে ১৬৭ ধারার আওতায় রিমান্ড চায় বা জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তি (Confession) নেওয়ার জন্য তৃতীয় কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সেটা কেবল জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘনই নয়, সেটা এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদও (State terrorism) বটে।

পুলিশ যেখানে দেশে সুশাসন তথা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি বড় অংশ হিসাবে কাজ করে, সেখানে পুলিশ কর্তৃক আদালতের নির্দেশনার অনুসরণ না করা আইনের শাসনের দুর্বল অবকাঠামোর বহিঃপ্রকাশ নয় কি? উন্নত বিশ্বে পুরো পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে জনগণের সেবক হিসাবে। আর আমাদের পুলিশ বাহিনীর কর্ম ও দুর্নীতির নকশা এদের প্রয়োজনীয়তাকেই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পুলিশের প্রতি জনসাধারণের ধারণা একদিকে যেমন আনাস্থা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাও ব্যাহত হচ্ছে। তাই সময়ের সঙ্গে মিল রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক, যা নির্যাতন বা পাশবিকতা ফেলে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে আবির্ভূত হবে।

প্রফেসর ড. গালিবের গ্রেফতারের পর আজ ৪০ মাস অতিবাহিত হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লেও অন্যায়ভাবে তিনি কারান্তরীণ আছেন। তাঁর অনেক পরে দেশের আইন-শৃংখলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক গ্রেফতার হওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত হয়েও মুক্তি পেয়েছেন। অথচ ডঃ গালিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র প্রফেসর হয়েও অবরুদ্ধ আছেন বছরের পর বছর। এটা কি মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়? নিরপরাধ এই জ্ঞান তাপসের জীবন থেকে বিদায় নেয়া ৪০ মাসের হিসাবে কি এদেশের সরকার দিতে পারবে? পারবে কি তাঁর এ মূল্যবান সময়কে ফিরিয়ে দিতে? তাঁর ব্যাপারে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে তারই বা কি উত্তর দেবে সরকার?

একজন মানুষ সম্পর্কে তদন্ত করে সঠিক তথ্য বের করতে কত সময় লাগতে পারে? একমাস, দু'মাস, পাঁচ মাস, দশ মাস বা এক বছর। কিন্তু ৪০ মাস লাগার কথা নয়। অথচ দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তিনি নির্দোষ, নিরপরাধ হয়েও আজ ৪০টি মাস যাবৎ কারারুদ্ধ আছেন। এদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক, দেশের একজন অনন্য বুদ্ধিজীবি হিসাবে তাঁর প্রতি সৌজন্যতাবশতঃ তাঁকে যামিনে মুক্তি দেওয়ার সামান্য বিবেচনাটুকু করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও এদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজরাও যামিনে মুক্তি পায়। তাছাড়া তাঁর প্রতি আরোপিত অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবরের স্বীকারোক্তিতেই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'বোমা হামলার সাথে ড. গালিবের কোন সম্পর্ক নেই' *(প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর'০৫)*। গ্রেফতার পরবর্তী জেআইসির সাক্ষাৎকারে বাবর একথা অকপটে স্বীকার করেছেন, যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রাকশিত হয়েছে। তাছাড়া একই ধারার ৫টি মামলা, ৫৪ ধারার ১টি এবং সম্প্রতি গাইবান্ধার আদালত থেকে ১টি মোট ৭টি মামলায় নির্দোষ প্রমাণের পরও কি দেশের সরকারের হুঁশ ফিরবে না? একই সাথে গ্রেফতার হওয়া তাঁর অন্যান্য সাথীরা মুক্তি পেয়েছেন আজ থেকে ২ বছর পূর্বেই। অথচ তিনি আজও অন্তরীণ। আমাদের প্রশ্ন সবকিছু দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হওয়ার পরও তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আর কত তথ্য-প্রমাণ দরকার?

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর মাধ্যমে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছয়শতাধিক মসজিদ, ও ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর অনুপস্থিতির কারণে বর্তমানে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন। ১৯৯৩-২০০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ তাঁর একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে এদেশের ঝরে পড়া যে চার শতাধিক ইয়াতীম-অনাথ শিশু প্রতিপালিত হয়ে আসছিল তা তাঁর গ্রেফতার পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানির সুব্যবস্থা করতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত হয়েছে কয়েক হাযার নলকূপ, বিভিন্ন দুর্যোগের সময়ে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় অসহায় মানুষের মাঝে বিতরিত হয়েছে ত্রাণসামগ্রী, ফিবছর দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত দরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে শীতবস্ত্র। এভাবে তাঁর মাধ্যমে নিষ্কাম সেবা পেয়েছে এদেশের দুঃস্থ মানবতা। সুতরাং বিনা অপরাধে তাঁকে বন্দী রেখে দেশ ও জাতিকে তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত রাখায় সরকারের লাভ কি? তাই বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমরা দাবী জানাচ্ছি, অযথা কালক্ষেপন না করে অনতিবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার সুযোগ দিন।

পরিশেষে বলব, আইন করা হয়েছে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করার জন্য নয়। উপরন্তু সে আইন বাস্তবায়ন করতে হবে অতি সাবধানে যথাযথ পদ্ধতিতে। কোন পাশবিকতা বা অমানবিকতা যেন কলুষিত না করে আইনের শাসনকে। সর্বাবস্থায় যেন বরং প্রতিষ্ঠিত হয় মানবাধিকার। একজন নিরপরাধ মানুষও যেন নির্যাতিত না হয় বেআইনীভাবে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহ'লেই দেশের মানুষ শান্তি পাবে, সমাজে সুখ আসবে, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার সুফল ভোগ করতে পারবে আপামর জনগণ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

-আবু লাবীবা
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী জালসা

রহিতা শেখপাড়া, যশোর ১৫ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মনিরামপুর থানাধীন রহিতা শেখপাড়া শাখার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ প্রমুখ। জালসায় বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সকল মানুষকে হক্বের দিকে দাওয়াত দেয়। এ আন্দোলন কোন গোত্রভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করে না। মহানবী (ছাঃ) ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি বিশ্ববাসীর নিকট অহি-র দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনও অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী মানুষের নিকটে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। বক্তাগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখায় সরকারের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেন। তারা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান।

দায়িত্বশীল বৈঠক

কালাই, জয়পুরহাট ১৮ জুন বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আনীসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন দেশে যরূরী অবস্থা জারী থাকায় সাংগঠনিক কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এখন যরূরী অবস্থা শিথিল হওয়ায় আর কোন বাধা নেই। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে প্রত্যেক শাখা ও এলাকায় গিয়ে শাখা ও এলাকা পুনর্গঠন করে সাংগঠনিক কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং কর্মীদের নিকটে তাঁর জন্য দো'আ কামনা করেন।

তাবলীগী সভা

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ডাকবাংলা শাখার উদ্যোগে ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মফীযুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বেড়াশোলা, ঝিনাইদহ ৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য দুপুর আড়াইটায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বেড়াশোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মফীযুদ্দীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁদমারী, পাবনা ৮ই জুন রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁদমারী শাখার উদ্যোগে চাঁদমারী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাদের, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন, পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তারীকুয্যামান, অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব কেরামত আলী মালিথা, মসজিদ কমিটির সদস্য আলহাজ্জ ইদরীস আলী ও জনাব আব্দুল গাফফার প্রমুখ।

আখালিয়া, নরসিংদী ১২ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় আখালিয়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অহিই হচ্ছে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্য। দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির জন্য অহি-র পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তিনি সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, হাফেয ওয়াহীদুযযামান, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, আখালিয়া মসজিদের ইমাম মাওলানা মুতীউর রহমান, স্থানীয় ইউপি মেম্বার মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

Contents

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ১২ ও ১৩ জুন'০৮ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ যেলার সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত বস্তুল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ১২ ও ১৩ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই দিনব্যাপী মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ মাগরিব এবং দ্বিতীয় দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার, সুরিটোলা, বাংলাদুয়ার ও মালিটোলা সহ বিভিন্ন মহল্লা থেকে প্রায় শতাধিক নেতা-কর্মী দুইটি রিজার্ভ বাসযোগে উক্ত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয মাওলানা আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার প্রচার সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম আল-আসাদ, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, নাজিরা বাজার শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুদ্দীন, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন এবং বংশাল নিবাসী এস.এম. কামরুল আহসান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু লোক কারো বাহ্যিক রূপ দেখে ভেজাল দলে ঢুকে পড়ছে। এমতাবস্থায় দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীদের উচিৎ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মসজিদ ভিত্তিক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের তাবলীগ চালু করা। সপ্তাহে একাধিক দিন নতুবা কমপক্ষে একটি দিন নির্দিষ্ট করে গ্রামে ও পাড়ায় লোকদেরকে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর এবং ছহীহ হাদীছের অনুবাদ শুনানোর ব্যবস্থা করা। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহিই হচ্ছে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্য। ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তিনি সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের এই নির্ভেজাল পথে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি মুহতারাম আমীর জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান এবং তাঁর জন্য সকলের নিকটে দো'আ প্রার্থনা করেন।

মির্জাপুর, টাংগাইল ২০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে মির্জাপুর থানার অন্তর্গত আজগানা মধ্যপাড়া নির্মানাধীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তরুণ মাহমূদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন ও কর্মপরিষদ সদস্য জাহিদ হাসান প্রমুখ। বক্তাগণ আহলেহাদীছ আন্দোলনের আদর্শ উল্লেখপূর্বক সমবেত সকলকে একমাত্র পরকালীন মুক্তির স্বার্থে নির্ভেজাল এই আন্দোলনের দাওয়াতী কাজ জোরালোভাবে চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিনাবিচারে কারানির্যাতিত আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

যুবসংঘ

ইসলামী জালসা

ফতেপুর, জাফরনগর, যশোর ১৪ মে বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিকরগাছা থানাধীন ফতেপুর-জাফরনগর শাখার উদ্যোগে ফতেপুর কাউন্সিল ময়দানে এক ইসলামী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এফ.জে.ইউ.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মুহাব্বতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জালসায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুয্যামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের সকল মুসলিমকে পারস্পরিক সকল প্রকার রেষারেষী পরিহার করে অহি-র আলোকে একটিমাত্র ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দ্বীনে হক্ব প্রচারের কাজ করতে হবে। আর এটাই বর্তমান সময়ের একমাত্র দাবী। তিনি আরো বলেন, আহলেহাদীছ হ'লেই সে জে.এম.বি এটা একটা জঘন্য ভ্রান্ত ধারণা ও চরম মিথ্যাচার। যারা এরূপ ধারণা করে নিরীহ, নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক আহলেহাদীছদের উপর অপবাদ আরোপ করে তারা ইসলাম, দেশ ও জাতির প্রকাশ্য দুশমন। বক্তাগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ ইয়ামুর রহমান।

সেমিনার

মুজগুন্নি, যশোর ১৬ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মুজগুন্নি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আদর্শ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব কামালুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি

মাওলানা আব্দুল মালেক ও মাওলানা আব্দুল আহাদ, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইবরাহীম খলীল ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আশরাফ হোসাইন প্রমুখ। উল্লেখ্য, সেমিনার শেষে এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ হেদায়াতী বক্তব্য পেশ করেন এবং তাদের মাঝে শুভেচ্ছা পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** আশু মুক্তি কামনা করেন।

আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন

জিয়াউর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে জিয়াউর রহমান হল সংলগ্ন মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। বক্তাগণ তরুণ ছাত্রদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার এবং অন্যদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' জিয়াউর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরিফ ও সূর্যসেন হলের জাবিদ ইকবাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল সংলগ্ন মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরিফ ও সূর্যসেন হলের জাবিদ ইকবাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর রাহাতকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীবুর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

স্যার সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯ মে সোমবারঃ অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্যার সলিমুল্লাহ হল সংলগ্ন মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, 'যুবসংঘ' চায় সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হ'তে মুক্ত হয়ে ছাত্ররা নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাতলে সমাবেত হোক। আর এ জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব ও নিঃশর্ত আনুগত্য। তিনি সকল কর্মীকে নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য কর্মী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীবকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট স্যার সলিমুল্লাহ হল শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ।

বংশাল, ঢাকা ২৩ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় বংশালস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। 'ইসলামে নেতৃত্বের গুণাবলী ও যোগ্যতা' বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, একটি সংগঠনের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে যেমন প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর, তেমনি প্রয়োজন যোগ্যতা সম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তিনি সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীদেরকে উপরোক্ত বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন স্যার সলিমুল্লাহ হলের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আব্দুর রকীব, জিয়াউর রহমান হলের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান, বাংলা কলেজের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মাদ খোবায়েব হোসাইন ও মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন, ঢাকা কলেজের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হল শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামান।

খুলনা ০৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০- টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদীয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য জনাব গোলাম মোক্তাদীর, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুযযাম্মিল হক্ব, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব ইদ্রীস আলী খান প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, হক্ব প্রতিষ্ঠায় যুগপরম্পরায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে সকল ষড়যন্ত্রই নস্যাৎ হয়েছে। বর্তমান সময়েও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের চক্রান্তও নস্যাৎ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নেতৃবৃন্দ বলেন, খুলনা একটি বিভাগীয় শহর, শিক্ষা নগরী, শিল্প নগরী ও সমুদ্র বন্দর। এ শহর থেকেই 'যুবসংঘ'-এর পদযাত্রা শুরু হয়েছিল। অতএব

Contents

এ সংগঠনের মাধ্যমে আপামর জনতার কাছে অহি-র দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য মেধাবী ছাত্র ও যুবকদেরকে যুব কাফেলায় শামিল হয়ে দ্বীনে হক্ব প্রচারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পরিশেষে উপস্থিত নেতা কর্মীরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন ইহসান ইসলাম আসিফ।

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী, ২৯ ও ৩০ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ ভবনে গত ২৯ ও ৩০ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ আছর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, সাবেক অর্থ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর হিসাব রক্ষক জনাব মোফাক্ষার হোসাইন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, সাবেক তাবলীগ সম্পাদক জনাব আনোয়ারুল হক্ব প্রমুখ।

কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা, নওগাঁ, পাবনা, দিনাজপুর, লালমণিরহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী যেলা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর যরূরী অবস্থা প্রত্যাহারের অব্যবহিত পরে স্বল্প সময়ের নোটিশে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাদ মাগরিব এক অনাড়ম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যশোর যেলার কর্মী মুহাম্মাদ তোরাব আলী ও কুমিল্লার মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

তাবলীগী ইজতেমা

বংশাল, ঢাকা ৩০ মে শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার উদ্যোগে 'যুবসংঘ' যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ ও মোহাম্মদপুর আল-আমীন জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছাদ্দিকুল আনোয়ার, নাজিরা বাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান প্রমুখ। বক্তাগণ পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীছ থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে মহিলাদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'মহিলা সংস্থা'র সভানেত্রী নাজনীন আইয়ুব, সাধারণ সম্পাদিকা রেহেনা পারভীন, প্রচার সম্পাদিকা সায়েরা আতিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ।

গাইবান্ধার মামলায় আমীরে জামা'আত বেকসুর খালাস

গত ২৬ জুন '০৮ বৃহস্পতিবার গাইবান্ধা স্পেশাল ট্রাইবুনাল-২ (মামলা নং ১৬/২০০৫) থেকে বিচারকার্য সম্পন্নের পর সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ফালিল্লাহিল হামদ। ২০০৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী এ মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। তিন বছরেরও বেশী দিন যাবৎ বিচারকার্য চলার পর গত ১২ জুন '০৮ মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়। মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে পলাশবাড়ী থানার টাকিয়ার বাজারে অনুষ্ঠিত যাত্রামঞ্চে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশনকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা যাত্রামঞ্চে পটকা নিক্ষেপ করে। এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের আনীত সাক্ষীরা মামলার আসামীদের শনাক্ত করতে এবং তাদের নাম বলতেও ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলার সপক্ষে কোন আলামতও প্রদর্শন করতে পারেনি। মামলায় ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিগত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা সমূহের মধ্যে এটিই প্রথম রায়। এই রায়ের মাধ্যমে বিলম্বে হ'লেও সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আমীরে জামা'আতকে যে অন্যায়ভাবে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাবদ্ধ রাখা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারা সহ মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এর মধ্যে তদন্ত কর্মকর্তা প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ৫টি মামলায় তিনি গ্রেফতারের কিছুদিন পরই খালাস পান। গাইবান্ধার এই মামলা সহ তিনি মোট ৬টি মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন। এক্ষণে অবশিষ্ট ৪টি মামলার মধ্যে ৩টিতে তিনি যামিনে আছেন। বাকী ১টি মামলায় যামিন পেলে বা মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে খালাস পেলে তিনি কারামুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা অবিলম্বে তাঁকে সম্মানজনক ভাবে মুক্তিদান করুন- আমীন!!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী '০৭ সংখ্যার ১৯ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে মুওয়াযযিনের ইক্বামতের শব্দগুলিই মুক্তাদীরা বলবে। তাহ'লে কি 'ক্বাদ কামাতিছ ছালাত'-এর জায়গায় 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা ভুল? অথচ মিশকাতের ৬৬ পৃষ্ঠা এবং সুনানু আবীদাঊদ এর ৮৫ পৃষ্ঠায় দো'আটি উল্লিখিত হয়েছে। এমতাবস্থায় হাদীছটির প্রতি আমল করা যাবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
শংকরপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মুওয়াযযিন যা বলবে মুক্তাদীকেও তাই বলতে হবে। তবে حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ ও حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ব্যতীত। উক্ত সময়ে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*। এছাড়া বাকী সকল বাক্যই হুবহু বলতে হবে। উল্লেখ্য, 'ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাত'-এর জবাবে 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা সম্পর্কে বর্ণিত প্রশ্নোল্লিখিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৭০)*। সেকারণ হাদীছটি আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া ছালাত হবে না বলে আমরা জানি। কিন্তু জামা'আতে দ্বিতীয় বৈঠক চলাকালীন সময়ে সরাসরি বসতে হবে, নাকি তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বসতে হবে?

-সাঈদ
জানিয়ার বাগান, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাতের রুকন সমূহের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা অন্যতম রুকন। সেকারণ তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমাম ছাহেবকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সে অবস্থায়ই শরীক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের তাহরীম হচ্ছে তাকবীর আর তাহলীল হচ্ছে সালাম' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩)*। তবে এ অবস্থায় হাত বাঁধা আবশ্যক নয়।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে তাকে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কেটে গাছে ঝুলিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে মারতে হবে। প্রশ্ন হ'ল, যদি একজন বিবাহিত এবং অন্যজন অবিবাহিত হয় তাহ'লে করণীয় কি?

-হাসান
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং বিবাহিত ব্যক্তি কর্তৃক যেনার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করতে হবে, গাছে ঝুলিয়ে নয়। এটিই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হক্ব সহ প্রেরণ করেছেন। তাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার উপর রজমের আয়াত অবতীর্ণ করলে তিনি রজম করেছিলেন এবং তারপরে আমরাও রজম করেছিলাম। রজম আল্লাহ্র কিতাবে ঐসব বিবাহিত যেনাকারী ও যেনাকারিণীর উপর সাব্যস্ত হয়, যখন তা প্রমাণিত হয় অথবা গর্ভবতী হয় অথবা স্বীকার করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৭)*। তবে অবিবাহিত ব্যক্তি যদি যেনাকারী হয় তাহ'লে তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে ক্বিরাআত যেহরী বা সরবে আর বাকী ছালাতে ক্বিরাআত নীরবে পড়ার কারণ কি?

-হাসান মাহমূদ ইউনুস
নজরপুর, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়েছেন এবং বাকী ছালাতগুলিতে নীরবে পড়েছেন। তাই সেগুলো আমাদের পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য রাসূল যা নিয়ে এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৭)*। শরী'আতে যেসব বিষয়ে কারণ দর্শানো হয়নি সেসব বিষয়ে কারণ জিজ্ঞেস করা অনুচিত। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, দ্বীন যদি রায়ের মাধ্যমে হ'ত তাহ'লে মোজার নীচে মাসাহ করাই উত্তম হ'ত। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২৫)*। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) যে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেননি সে বিষয়ে কারণ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করেছেন আমাদেরকে হুবহু তাই করে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ আমার পিতা একটি এনজিও থেকে সূদের উপর টাকা নিয়ে দোকান করেছেন। এক্ষণে ঐ দোকানের আয় কি হারাম? উক্ত আয় আমাদের ভাইদের মধ্যে যদি বণ্টন করে দেন তাহ'লে নেওয়া যাবে কি?

Contents

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সূদের উপর টাকা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সূদগ্রহীতা ও সূদদাতা উভয়কে লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। কাজেই সূদ দ্বারা উপার্জিত সম্পদ উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন করা সমীচীন নয়। এতে সকলকেই হারামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সুতরাং সূদভিত্তিক উক্ত ঋণ যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ আমার স্বামী আমাকে শুধু সন্দেহ করেন। আমি কি তার প্রতিবাদ করতে পারব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শাখারীপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ বিনা প্রমাণে বা অকারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এরূপ সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়। কেননা কিছু কিছু সন্দেহে পাপ হয় *(হুজুরাত ১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সন্দেহ থেকে বেঁচে থাক। কেননা সন্দেহই সবচেয়ে বড় মিথ্যা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)*। তবে স্ত্রীকেও এমনভাবে চলাফেরা করা উচিত যেন স্বামী তার উপর কোন প্রকার সন্দেহ করার অবকাশ না পান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম নারী হচ্ছে সেই, যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে। (১) স্বামীর সাথে কথা বললে হাসিমুখে বলে (২) স্বামীর আদেশ পালন করে এবং (৩) স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে হেফাযতে রাখে' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতেন কি? জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

- হেলালুদ্দীন
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করেছেন। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ত্বাঊস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯)*। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ 'অহি' নাযিল হওয়ার পর থেকে মি'রাজ রজনীর ব্যবধান কত বছর?

- আফযাল
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' প্রাপ্ত হয়েছিলেন রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার শবেক্বদরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন মোতাবেক ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

মি'রাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছয় ধরনের মতভেদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূরা বনী ইসরাইলের বর্ণনাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নবুঅতের দশম বৎসরের পরে তথা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে। কারণ খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বছরে রামাযান মাসে। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত খাদীজার মৃত্যুর পূর্বে ফরয হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, নবুঅত প্রাপ্তির দশ বৎসরের অনধিক পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ আমাদের গ্রামের মসজিদ দেড় কাঠা জমির উপর অবস্থিত। মসজিদে কোন ওযূখানা ও পেশাব-পায়খানার জায়গা নেই। এমনকি জুম'আর ছালাতে মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান হয় না। উক্ত মসজিদ থেকে ২০০ গজ দূরে জনৈক ব্যক্তি মসজিদ করার জন্য পাঁচ কাঠা জমি দান করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদ উল্লিখিত পাঁচ কাঠা জমিতে স্থানান্তর করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাফেয সুলতান আলী
দেলুয়াবাড়ী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। যেমন যুদ্ধের ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব না হ'লে তা বিক্রি করে সেই মূল্য দিয়ে তদস্থলে অন্য ঘোড়া ক্রয় করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৫১)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ আমি 'স্বাস্থ্য সহকারী' পদের একজন সরকারী চাকুরীজীবি। শিশুদের পিতা-মাতাকে বলি যে, সাতটি রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হ'লে আপনার সন্তানকে টিকা কেন্দ্রে টিকা দিতে নিয়ে আসবেন। একথাতে কি শিরক হওয়ার আশংকা আছে। থাকলে কিভাবে কথাগুলো বলতে হবে?

- হাসীবুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলোতে শিরক নেই। তবে যদি তার বিশ্বাস এমন হয় যে, টিকার মাধ্যমেই রোগ ভাল হবে, তাহ'লে শিরক হবে। সুতরাং উক্ত কথাগুলো অকাট্যভাবে না বলে সম্ভাবনার সাথে বলতে হবে। কেননা ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত কথা মানুষ বলতে পারে না। ভবিষ্যৎ বা অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত *(আন'আম ৫৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ জনৈক আলেমের কাছে জানতে পারলাম যে, মি'রাজের সময় নাকি ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
ভায়া লক্ষ্মীপুর মাদরাসা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ মি'রাজের সময় ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল কথাটি ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। মি'রাজের মূল ঘটনা উপলব্ধি করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এ জাতীয় কথাগুলি বানাওয়াট *(বিস্তারিত দেখুনঃ আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী), পৃঃ ২১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ আবূদাঊদের ১৩৮৮নং হাদীছে আছে- জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ নেকী লিপিবদ্ধ করার জন্য দরজাসমূহে বসে যান। প্রথম আগমনকারী একটি উট কুরবানীর ছওয়াব পাবেন। প্রশ্ন হ'ল- প্রত্যেক দরজা দিয়ে আগমনকারী প্রথম মুছল্লী কি একটি উট কুরবানীর ছওয়াব পাবেন? নাকি সকলের মধ্যে যিনি প্রথম আসবেন, তিনিই পাবেন? জনৈক আলেম বলেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যারা আগমন করবেন তারা উট কুরবানীর ছওয়াব পাবেন। এ বিষয়ে সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- হাফেয শফীকুল ইসলাম
৯৪, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ জুম'আর দিন মুছল্লীদের মধ্যে আগে পিছে মসজিদে আগমনকারীদের নেকী লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক দরজায় খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতামণ্ডলী অবস্থান করেন। তারা পর পর পাঁচটি স্তরে আগমনকারীদের নেকী লিপিবদ্ধ করেন। যেমন- ১ম স্তরে আগমনকারীদের জন্য উট কুরবানীর নেকী, ২য় স্তরে আগমনকারীদের গরু কুরবানীর নেকী, ৩য় স্তরে ছাগল কুরবানীর, ৪র্থ স্তরে মুরগী এবং ৫ম স্তরে ডিম ছাদাক্বার নেকী লিপিবদ্ধ করেন। যেমনটি ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন। উল্লেখ্য, মসজিদে আগে প্রবেশ করা দ্বারা সর্বাগ্রে প্রবেশকারী কোন একক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা একটি সময়কে বুঝানো হয়েছে। যে সময়টি হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে যত মুছল্লী প্রবেশ করবে সকলেই ঐ পরিমাণ নেকী লাভ করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০-৬৪)*। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিত উক্ত নেকী হাছিল করার মানসে সকাল সকাল মসজিদে গমন করা।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ পুরুষরা বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হাতে মেহেদি লাগাতে পারে কি?

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পুরুষরা মাথা ও দাড়ি ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মেহেদি ব্যবহার করতে পারবে না। ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষের সুগন্ধি হ'ল যার ঘ্রাণ আছে কিন্তু রং নেই। আর মহিলাদেরও সুগন্ধি হ'ল যার রং আছে, ঘ্রাণ নেই' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৭৮; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ সহবাসের পর ফরয গোসলের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার গোসলের পদ্ধতি কি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইসমাঈল হোসাইন
সাতবাড়িয়া, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির গোসল সাধারণ মৃতের গোসলের ন্যায় দিতে হবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় শাহাদতবরণকারী শহীদের গোসল দিতে হবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩)*। উল্লেখ্য, হানযালা (রাঃ) স্ত্রী মিলনের পর গোসলের সময় না পেয়ে অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিংবা কোন ছাহাবী তার গোসল দেননি; বরং ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দিয়েছিলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭১৫১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ জনৈক আলেম বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ জনৈকা মহিলার স্বামী সফরে রয়েছে। মহিলাটি এক রাতে স্বপ্নে দেখে তার ঘরে মৌমাছি কিংবা ভিমরুল প্রবেশ করছে। অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার স্বামী মারা গেছে। কিন্তু একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা মহিলাটি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আগামীকাল তোমার স্বামী ঘরে ফিরবে। পরে সত্যি সত্যি দেখা গেল যে, তার স্বামী ঘরে ফিরেছে। তখন মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমার স্বামী ঘরে ফিরেছে অথচ আপনি বলেছেন যে, আমার স্বামী মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ইলহাম হ'ল যে, সত্যিই তার স্বামী মারা গিয়েছিল। কিন্তু আবুবকর (রাঃ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে মিথ্যা না হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তার স্বামীকে জীবিত করে তার ঘরে পাঠিয়েছেন। কারণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক্ব উপাধি দিয়েছেন। উল্লিখিত ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও
হাফেয মুহাম্মাদ আতাহার আলী
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ ধরনের অবান্তর ঘটনা বর্ণনা থেকে বিরত থাকা সকলের জন্য আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন

ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা তদন্ত না করে বর্ণনা করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ আমরা শুনেছি, ছালাতের সময় পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলাতে হয়। একথা সঠিক জেনেও অনেকে পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলায় না। এসব লোকের ছালাত হবে কি?

- আব্দুল মান্নান বিন ইউসুফ
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাঁধে কাঁধ ও গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ানো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। যা বুখারী ও অন্যান্য ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যারা এ ধরনের ওয়াজিবের প্রতি আমল করা থেকে বিরত থাকে তারা গোনাহগার হবে এবং ছওয়াব হ'তে বঞ্চিত হবে *(নায়লুল আওত্বার, ৩য়-৪র্থ খণ্ড, হা/৯৫)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো। কারণ আমি পিছন থেকে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। (এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি মু'জিযা)। (আনাস (রাঃ) বলেন,) তখন আমরা আমাদের কাঁধে কাঁধ এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলাতাম' *(বুখারী হা/৭২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ ছালাতের রুকন সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রফীকুল ইসলাম মাষ্টার
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সমস্ত রুকন বাদ পড়লে ছালাত শুদ্ধ হয় না এবং সহো সিজদার মাধ্যমেও যা শুদ্ধ হয় না তা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

(১) নিয়ত করা। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করে' *(বাইয়েনাহ ৩)*।

(২) তাকবীরে তাহরীমা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের চাবি পবিত্রতা। তার তাহরীম হচ্ছে তাকবীর এবং তাহলীল হচ্ছে সালাম' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩)*।

(৩) দণ্ডায়মান হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগতভাবে দাঁড়াও' *(বাক্বারাহ ২৩৮)*। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। যদি দাঁড়াতে না পার তাহ'লে বসে' *(বুখারী হা/১১১৭)*।

(৪) প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তির ছালাত হ'ল না যে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না' *(বুখারী হা/৭৫৬)*।

(৫)-(৬) রুকূ ও সিজদা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ এবং সিজদা কর' *(হজ্জ ৭৭)*। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যে ছালাত চুরি করে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, 'যারা রুকূ ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না' *(আহমাদ, ৫ম খণ্ড, হা/৩১০)*।

(৭) রুকূ থেকে উঠে ধীরস্থিরতার সাথে দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন রুকূ থেকে দাঁড়াবে তখন সমানভাবে দাঁড়াবে যাতে প্রত্যেক হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যায়' *(বুখারী, তা'লীক সূত্রে বর্ণিত হা/১২৭)*।

(৮) শেষ বৈঠকে বসা এবং তাশাহ্হুদ পড়া।

(৯) সালাম ফিরানো' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫-৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ কোন খাদ্যশস্য বেশী দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করা যায় কি?

-শিহাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'ইহতেকার' বা মজুদদারী হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনে বেশী দামের উদ্দেশ্যে শস্যাদি গুদামজাত করা। অথচ মানুষ ঐ শস্যের মুখাপেক্ষী *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, 'ইহতেকার' অধ্যায়)*। মানুষ যেসব খাদ্যশস্যের মুখাপেক্ষী, সেসব খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা জায়েয নয়। মা'মার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য জমা করে রাখে সে পাপী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২)*। প্রকাশ থাকে যে, খাদ্যশস্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে অথবা মানুষের প্রয়োজনেই গুদামজাত করা হ'লে তা জায়েয আছে *(আওনুল মা'বূদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬-২২৮; নায়ল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২২)*। তবে যখনই বাজারে পণ্যদ্রব্যের সংকট দেখা দিবে তখনই মজুদকৃত শস্য বাজারে বিক্রি করতে হবে। যাতে মজুদকারীর কারণে সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, যে কোন ধরনের প্রাণীর ছবি ঘরে রাখা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের প্রাণীর মূর্তি নিষেধ করেছেন, ছবিকে নয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আমীনুর রহমান
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ক্যামেরার মাধ্যমে উঠানো হোক বা অংকন করা হোক যে কোন ধরনের ছবি ঘরে রাখা এবং তা সংরক্ষণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীর জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭; ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৬-৬৬৭)*। আবু তালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ কোন ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তারা সকলেই জান্নাতী হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে হুরগণের সরদার হবেন কে? অনুরূপ কোন মহিলার একাধিক স্বামী যদি জান্নাতী হয় এবং মহিলাটিও যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে উক্ত মহিলা কোন স্বামীর অধীনে থেকে হুরগণের নেতৃত্ব দিবেন?

- মায়মূনা খাতুন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি স্থান যেখানে জান্নাতীদের বিন্দুমাত্র সমস্যা থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত মানুষের চাহিদা অনুপাতে হবে' *(হা-মীম সাজদা ৩২)*। কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হ'লে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে এবং ধারাবাহিকভাবে সকলেই হূরদের নেতৃত্ব দিবেন। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারী জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ জান্নাতী স্বামীর সাথে থাকবে। আবু দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে দারদাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে সম্মত নই। কারণ আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে, আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহা হা/১২৮১; দ্রঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর '০৩, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩২/১১২)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ পূর্বের স্বামীর ছেলের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাবে কি? বিবাহ হ'লে তারা কি বলে সম্বোধন করবে?

- মোকছেদ মোল্লা
উজানপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা নিসায় বর্ণিত যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেকারণ এ ধরনের বিবাহ জায়েয। ছেলের মা তার পুত্রের বৌকে বৌমা হিসাবে সম্বোধন করবে। মেয়ের দাদা তার পুতিনের স্বামীকে পোতা জামাই হিসাবে সম্বোধন করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে জামাই এবং আবু তালিবকে চাচা বলে সম্বোধন করেছেন।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ আমরা জানি ছালাতের ভিতর আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবী জানে না সে কি মনে মনে প্রার্থনা করতে পারে?

-আবু ছালেহ মাহমূদ
মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় প্রার্থনা করা যাবে না। সেকারণ যথাসম্ভব আরবী দো'আ শেখার চেষ্টা করতে হবে। একান্ত সম্ভব না হ'লে মৌখিক উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে কামনা করায় কোন অসুবিধা নেই। তবে ছালাতের বাইরে যে কোন ভাষায় প্রার্থনা করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ মুনাফিক্বরা কি ইসলাম হ'তে খারিজ হয়ে যায়?

-মুহাম্মাদ ইসলামুল হক্ব
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নিফাক্ব হ'ল যার অন্তরের বিষয়ের সাথে কথা ও কর্মের মিল নেই। অর্থাৎ মনে এক বিষয় পোষণ করা আর মুখে তার বিপরীত করা। তবে এ বিপরীতমুখী ধারণা যদি ঈমানের ব্যাপারে হয় তাহ'লে সেটা নিফাক্বে কুফর বা নিফাক্বে আকবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিফাক্বে আকবার করবে সে ইসলাম হ'তে খারিজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিক্বরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ১৪৫)*। আর যদি ঈমান সঠিক হয় এবং আমলগত বিষয়ে ত্রুটি থাকে তাহ'লে সেটা নিফাক্বে আছগারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যার কারণে সে ইসলাম হ'তে খারিজ হবে না *(মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ আলেম কে? আলেমের বৈশিষ্ট্য কি কি? ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ আলেমের বৈশিষ্ট্য হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ন্যায়। কারণ আলেমগণ হচ্ছেন নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরী *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১২)*। আলেম যদি তার ইলম অনুযায়ী আমল না করে, তাহ'লে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আলেমকে ডেকে বলবেন, তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি ইলম অর্জন করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে মানুষ যাতে তোমাকে আলেম এবং ক্বারী বলে। তা তোমাকে বলা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ সন্তানকে কিভাবে লালন-পালন করতে হবে? সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে তাকে মারধর করা যাবে কি?

- মুনীরুল ইসলাম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং সন্তান যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তাহ'লে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে প্রহার করা যাবে। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তান যখন সাত বৎসরে পদার্পণ করে তখন তাকে ছালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হ'লে তাকে প্রহার কর এবং তার বিছানা আলাদা করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের উপর হ'তে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিও না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ কি আমাদের চোখে দৃশ্যমান এই আকাশের নীচে অবস্থিত নাকি এই আকাশের উপর অবস্থিত?

- আব্দুল্লাহ
বগুড়া।

উত্তরঃ পৃথিবী সহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আকাশের নীচে অবস্থিত। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমি দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করেছি' *(মুলক ৫)*। আর এ সকল গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিজ নিজ গতিতে ও কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে *(ইয়াসীন ৩৯-৪০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ আমি 'দীর্ঘজীবি হওয়ার উপায়' নামক একটি বইতে পেয়েছি, ফরয ছালাত মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। আর বাড়ীতে সুন্নাত বা নফল ছালাত পড়লে পঁচিশগুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ জামা'আতের সাথে ফরয ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করলে ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*। অন্য বর্ণনায় ফরয ছালাত জামা'আতে পড়লে ২৫ গুণ বেশী নেকীর কথা বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/৭০২)*। উল্লেখ্য যে, বাড়ীতে নফল ছালাত আদায় করলে ২৫ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায় মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে নফল ছালাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাত ব্যতীত নফল ছালাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৪৮)*। প্রকাশ থাকে যে, যেসব ছালাত মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো মসজিদে আদায় করতে হবে। যেমন তাহিইয়াতুল মসজিদ ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। তাদের সাথে সুর মিলিয়ে মুক্তাদী যদি আমীন বলতে পারে তাহ'লে পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তাহ'লে আমীন কখন বলতে হবে?

-ডাঃ ক্বামারুয্যামান সরকার
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সম্মত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা মুক্তাদীর আমীন বলা যদি ফেরেশতার আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহ'লে তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৫)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের আমীন বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীগণ আমীন বলবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ও পাখির পেশাব ও পায়খানা শরীরে বা জামায় লাগলে ধুয়ে ছালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে কি? অথবা ঘষে ময়লা পরিষ্কার করে ছালাত আদায় করলে চলবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেসব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা অপবিত্র নয়; বরং তা সহ ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, উকাল অথবা উরায়না গোত্রের লোক মদীনায় আগমন করেছিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'মদীনার বাইরে চারণ ক্ষেত্রে ছাদাক্বার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী রয়েছে। তোমরা সেখানে যাও, তাদের পেশাব ও দুধ পান করো' *(বুখারী ও মুসলিম, নায়লুল আওত্বার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২ 'হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছাগলের আবাসস্থলে ছালাত আদায় করো' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৯)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ মসজিদে ছাত্রদের আদব -কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা অন্য কোন অপরাধের কারণে শাস্তি দেওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
তিস্তা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ যেসব অপরাধের শাস্তি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে, সেগুলোর শাস্তি মসজিদে দেওয়া যাবে না। তবে ভীতি বা আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াতে শারঈ কোন বাধা নেই। হাকিম বিন হিযাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কিছাছ বাস্তবায়ন, অশ্লীল কবিতা পাঠ এবং হদ জারী করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কত বছর বয়সে মারা যান? আব্দুল মুত্তালিবের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত ও তাদের নাম কি ছিল? আব্দুল্লাহ-এর আপন ভাই-বোন কতজন ছিল, তাদের নাম কি কি? আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয় ছিল কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আবুল হোসাইন
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের ৮ম বর্ষে আব্দুল মুত্তালিব ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তবে কেউ বলেন, তিনি ১১০ বছর বয়সে আবার কারো মতে ১২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-মুনতাযাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮২)*। আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্‌র ভাই ছিল দশ জন। তারা হ'লেন হারিছ, যুবাইর, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ, হামযাহ, আবু লাহাব, গাইদাক্ব, মুকাব্বেম, ছিকার ও আব্বাস। তার মেয়ের সংখ্যা ছিল ছয় জন। তারা হ'লেন উম্মুল হাকীম ওরফে বায়যাআ, বাররা, আতিক্বা, ছাফিইয়া, আরওয়া এবং আমীমাহ *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫২)*। আবু জাহল-এর পূর্ণ নাম হ'ল আমর বিন হিশাম। সে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উভয়ই কুরাইশ বংশের। তাদের বংশসূত্র ৭ম পিড়ি তথা মুররা বিন কা'ব-এর সাথে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা পরস্পর দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাই *(ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ আক্বীক্বার জন্য দাঁতওয়ালা ছাগল বা খাসি হওয়া আবশ্যক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
চরপাঁচপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ছেলের জন্য একই ধরনের দু'টি ছাগল বা ভেড়া এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া দিয়ে আক্বীক্বা করা সুন্নাত। কুরবানীর পশুর ন্যায় আক্বীক্বাতে দাঁত হওয়া শর্ত নয়। তবে তা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় *(ইতহাফুল কেরাম শারহ বুলুগুল মারাম, পৃঃ ৪০৭, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ একজন পরপুরুষের সঙ্গে একজন যুবতী নারীর সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা কতটুকু? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী আছগর
উত্তর হালিশহর
বড়পোল হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা পরপুরুষের সঙ্গে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখতে পারে না। অর্থাৎ কোন নির্জন স্থানে একত্রিত হ'তে পারে না, তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে না, মহিলা পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাতে পারে না। ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয় শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮, সনদ ছহীহ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন' *(নূর ৩০; ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭)*। এমনকি পত্র বিনিময়ও করতে পারবে না *(ঐ, ১৭তম খণ্ড, পৃঃ ৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ 'ম্যারেজ ডে' বা বিবাহ দিবস পালন এবং স্ত্রী সন্তান প্রসবের এক মাস পূর্বে স্ত্রীর পিতা বা ভাইয়েরা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা এবং সন্তান প্রসবের পর স্বামী পক্ষ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে আবার নিয়ে যাওয়া। এ জাতীয় অনুষ্ঠান কি শরী'আত সম্মত?

-যয়নাল আবেদীন
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অনুষ্ঠানগুলি শারঈ কোন অনুষ্ঠান নয়। এগুলো কুসংস্কার মাত্র। যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং অর্থের অপচয় হয়।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ ছালাত চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে ঢুকে সালাম দিলে তার জবাব কিভাবে দিতে হবে?

-ডাঃ মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান সরকার
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে ইশারা করে সালামের উত্তর দিতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতরত অবস্থায় সালাম প্রদান করলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন? তিনি বললেন, হাতের মাধ্যমে ইশারা করে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ দিনের বেলা স্ত্রী মিলনের পর গোসল না করে সংসারের কাজকর্ম করা যাবে কি? অনেকে বলেন, নাপাক অবস্থায় খালি পা মাটিতে রাখা যাবে না, মাটিতে পা রাখলে যমীন

কাঁপে, পিয়াজের বীজ স্পর্শ করা যাবে না, তাতে পিয়াজের বীজ নষ্ট হয়ে যাবে; মাঠে গেলে ফসলের ক্ষতি হবে ইত্যাদি কথাগুলো সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলো সঠিক নয়। অপবিত্রাবস্থায় চলাফেরা সহ সবকিছু করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মদীনার কোন এক রাস্তায় অপবিত্রাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন আমি চুপ করে সেখান থেকে চলে গেলাম এবং গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তখন বললাম, আমি অপবিত্রাবস্থায় ছিলাম, তাই পবিত্রতাবিহীন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে অপসন্দ মনে করলাম। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আল্লাহ পূত পবিত্র) মুসলমান অপবিত্র হয় না *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/ ৩৩১)*। তবে ওযূ করে উক্ত কাজগুলো করা ভাল। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অপবিত্রতাবস্থায় খাওয়ার এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তিনি ওযূ করতেন *(ছহীহ আবূদাঊদ, হা/২২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ একই পরিবারভুক্ত আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি-না জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক
বাড়ইপাড়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আপন চাচাতো ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হারাম বা বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের মধ্যে উক্ত মহিলা অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে তার চাচাতো ভাই আলী (রাঃ) সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ মারইয়ামকে স্বামী ছাড়া সন্তান দান করে আল্লাহ পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যেহেতু পৃথিবীতে তার কোন স্বামী নেই সেকারণ পরকালে তার কোন স্বামী হবে কি? এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বক্তব্য আছে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার বিবাহ হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয় *(সিলসিলা যঈফা, ২য় খণ্ড, হা/৮১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ আপন ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আব্দুর রকীব
কাহালপুর, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ আপন ভাগ্নীর কন্যাকে বিবাহ করা হারাম। ইসলামে যে ১৪ জন মহিলা ও তার শাখা-প্রশাখাকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে, ভাগ্নীর কন্যাও তার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা অর্থাৎ মাতার মাতা, তার মাতা এভাবে উপর দিকে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তোমাদের কন্যা অর্থাৎ কন্যার কন্যা তার কন্যা এভাবে নীচে যতদূর পৌঁছবে, তোমাদের বোন, অর্থাৎ তার কন্যা, তার কন্যা'... এভাবে যত নীচে যাবে *(নিসা ২৩, তাফসীরে ইবনে কাছীর দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং ঐ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত?

- মাহমূদ
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা অবশ্যই ভিত্তিহীন। যেমন ২৭শে রজব মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে কোন দলীল নেই, তেমনি কোন মাসে মি'রাজ হয়েছে তারও কোন জোরালো প্রমাণ নেই এবং মি'রাজ উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা কোন অনুষ্ঠান করা রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ বিদ'আতী আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মৃত্যু সংবাদ

ঢাকার মাদারটেকে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ তমীযুদ্দীন মোল্লার ২য় পুত্র মাদারটেক আহলেহাদীছ হাফেযিয়া ও ইসলামিয়া মাদরাসা কমিটির অন্যতম সদস্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শুভাকাংখী ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর নিয়মিত পাঠক জনাব আশরাফুদ্দীন (৩৬) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ জুন দিবাগত রাত ১০-টায় স্থানীয় হেলথ এইড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বেলা ১১-টায় ত্রিমোহনী স্কুল মাঠে জানাযা শেষে স্থানীয় ত্রিমোহনী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় ইমামতী করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার তাবলীগ সম্পাদক ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। জানাযায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব এ.কে.এম আবুল হোসাইন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সহস্রাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব আশরাফুদ্দীন ছিলেন একজন হক্ব ও সংস্কারপন্থী তরুণ। মাদারটেকে আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর সময়েও তার অছিয়ত ছিল শিরক-বিদ'আতমুক্তভাবে তার জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করার। মাইকে প্রচার এবং দাফন বিলম্ব করতেও তিনি নিষেধ করেন। তিনি বিদ'আতীদের অপসন্দ করতেন।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং এই প্রার্থনা করছি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন। সেই সাথে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]